# সুধাছন্দ

# সুধাছন্দ

ছড়াবাণীর সংকলন

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্র

সুধাছন্দ



প্রকাশনায়ঃ নভেল পাবলিকেশন্স
NOVEL PUBLICATIONS
১৩৭, শান্তিনগর

প্রথম প্রকাশঃ ১৭ই ফাল্গুন ১৩৭১
প্রচ্ছদঃ হামিদুল ইসলাম
মুদ্রণেঃ পাভেল প্রিন্টার্স এণ্ড প্যাকেজিং লিঃ

## সূচীপত্র

# ধর্ম্ম

অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে
ধর্ম্ম ব'লে জানিস তাকে। ১

ধর্ম্মে সবাই বাঁচে বাড়ে
সম্প্রদায়টা ধর্ম্মে নারে। ২

ধর্ম্মে জীবন দীপ্ত রয়
ধর্ম্ম জানিস একই হয়। ৩

কর্ম্মহারা ধর্ম্ম
অন্ধতমর বর্ম্ম। ৪

কাজে করে ধর্ম্ম যেই
তা'র বাড়া মানুষ নেই। ৫

বাঁচা-বাড়ার মর্ম্ম যা'
ঠিকই জেনো ধর্ম্ম তা'। ৬

যা' করলে বাঁচা-বাড়া
সমন্বয়ে বেড়েই যায়,
তা'কেই জানিস্ ধর্ম্ম ব'লে
ধর্ম্ম থাকে আর কোথায়? ৭

বাঁচা-বাড়া নিঝুম হ'ল
পড়শী উছল হ'ল না,
এতেও কিরে বলতে চাস্ তুই
ধর্ম্মে করিস্ বন্দনা? ৮

বাঁচা-বাড়া ক্ষুণ্ণ যা'তে
এমনতর নিছক যা,'
অধর্ম্ম তা' হবেই হবে
পাপ ব'লেও তুই জানিস্ তা'। ৯

নিজের বাঁচা-বাড়ার সাথেই
অন্যে বাঁচা-বাড়ায় ধরা,
ওইটাকেই তো ধর্ম্ম বলে
ঐ চলনই ধর্ম্ম করা। ১০

ধর্ম্ম যদি নাইরে ফুটলো
জীবন-মাঝে নিত্য কর্ম্মে,
বাতিল করে রাখলি তা'রে
কি হবে তোর তেমন ধর্ম্মে? ১১

কর্ম্ম মাঝে ধর্ম্মকে যে
পালন করতে পারল না,
ধর্ম্মে-কর্ম্মে আন্‌ল বিভেদ
পদে-পদেই লাঞ্ছনা। ১২

পিতৃপুরুষ কৃষ্টি যদি
থেকেই থাকে তোর বজায়
যে-পথ ধ'রেই চলিস্ ধর্ম্মে
জাত কি তাতে নিপাত যায়? ১৩

মতবাদ হো'ক না যা'ই
হোক না গুরু যে জাত-জন
সেইটিরে তুই ধর্ম্ম জানিস্
করতে পারে সব পূরণ। ১৪

লক্-লেলিহান ফোঁসফোঁসানী
সরীসৃপী দুইটি চোখ
আঁধার-ঢাকা চামড়াখানা
ফাঁকির লোফায় বেজায় রোখ;
শয়তানী ঐ অন্ধকারী
কালসাধুর বেশভূষা

তপ্পা মেরে হুজুগ দিয়ে
করছে সবায় বাদুড় চোষা। ১৫

দান ও দয়া ধর্ম্ম পথে
হ'লে সুশাসিত
প্রাপ্তি তাহার সম্বর্দ্ধনে
চলেই সুনিশ্চিত। ১৬

সব যা'-কিছুর পূরণ পাবি
গড়ন সাথে অভ্যুত্থান,
সেইটি ধ'রে চোখ খুলে চল্
সেই তো ধর্ম্ম উচ্ছল প্রাণ। ১৭

পাপে যখন আসে ঘৃণা
আসে আক্রোশ অপমান,
ইষ্টপ্রাণন ফেঁপে ওঠে
তবেই পাপের পরিত্রাণ। ১৮

বাঁচা-বাড়া খিন্ন যেথায়
আচরণ মলিন,
খুঁজে পেতে দেখিস্ সেথায়
ধর্ম্ম স্বাস্থ্যহীন। ১৯

পূরণ বাণী গড়ন প্রবণ
সন্ত-সাধু-প্রেরিতদের,
যে জাত জনের হোন না তিনি
বিভেদ বাণী ম্লেচ্ছদের। ২০

তথাগতদের মধ্যে বিভেদ
করে যে-জন সে আর্য্যক্লেদ। ২১

প্রেরিতে যে প্রভেদ করে
অন্ধতময় সাবাড় করে। ২২

কৃষ্ণ-রসূল বিভেদ ক'রে
বুদ্ধ-ঈশায় প্রভেদ গণিস্,
আরে ওরে ধর্ম্ম কসাই
কুটিল দোজখ মনেই রাখিস্;

এক বাপেরই পাঁচটি ছেলে
দেখলি না তুই চোখটি মেলে
কাউকে বাপের করলি স্বীকার
কাউকে করলি নয়,
কা'রে রে তুই দিলি ধিক্কার
গাইলি কাহার জয়? ২৩

ধর্ম্মবিধি সবই সমান
দেখতে শুধুই রকমফের,
লাখ সম্প্রদায় থাক না কি তায়?
রইলে একই ইষ্টজের। ২৪

পূর্ব্ব পুরুষ জাত-গরিমা
জানিস্ যাতে ছাড়তে হয়,
এমনতর ধর্ম্মবাণী
জগদ্গুরুর নিছক নয়। ২৫

পূর্বপুরুষ চেতন-ধারা
ধর্ম্মে যদি ছাড়তে হয়,
জোর গলাতে বলছি আমি
নিছক সেটি ধর্ম্ম নয়। ২৬

ঈশ্বরেরই উপাসনায়
হিংসা-সাধন পশুবলি
বিশ্ব-প্রভু নেন্ না তাহা
যায় না তাঁতে সে-সকলই। ২৭

হিংসা-দ্বেষী বৃত্তিবিধুর
পালন-পূরণ মিলন-হারা,
চতুর চালে ধর্ম্ম নীতির
সমর্থনে দিয়ে কাড়া,
ভর দুনিয়ার প্রেরিতদের
কারও ভক্তির অছিলায়
অন্য প্রেরিত-নীতির দলন
করতে যদি কেহ ধায়,
তা'রেই নিছক কাফের জানিস্
ধর্ম্মদ্রোহের কারণ সেই;

তাঁকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া
অবজ্ঞা সে ঈশ্বরেই। ২৮

প্রেরিত-তীর্থ আরাধনায়
দ্বন্দ্ব আনে ম্লেচ্ছ সেই,
বৃত্তি চতুর যুক্তি এদের
যুক্ত করে নরকেই। ২৯

ধর্ম্ম যেখানে বিপাকী বাহনে
ব্যর্থ অর্থে ধায়,
তখনি প্রেরিত আবির্ভূত হন
পাপী পরিত্রাণ পায়। ৩০

ধর্ম্মের নামে দোহাই দিয়ে
হরেক রকম ভানে
সাধু সেজে অনেক পুরুষ
মেয়ে ভুলিয়ে আনে,
ধর্ম্মে কামবৃত্তি সেবা
নেই কখনও জানিস্
ফুসলানীতে দেখিস নারি!
কভুও নাহি পড়িস্। ৩১

সত্তা সহ জীবনটাকে
ধ'রে রাখে যা'তে
ধর্ম্ম-কর্ম্ম তাকেই বলে
জীবনও বয় তা'তে। ৩২

ধৃতিমুখর চলন নিয়ে
কৃতী হওয়াই ধর্ম্ম করা,
স্বার্থলোলুপ অলসতা
নয়কো কিন্তু ধর্ম্ম-ধরা। ৩৩

ধর্ম্মাচরণ, ধৃতিপোষণ
সব-জীবনের শুভ আলো,
বুড়োকালে ধর্ম্ম করা
যদিও খাঁকতি তাও ভালো। ৩৪

শ্রদ্ধা আকুল নয়ন-মন তোর
সেবা-আকুল হাত,
সৎ-এর সঙ্গ এ নিয়ে কর্
হয়ে প্রণিপাত। ৩৫

পূজা মানে তা'ই-ই—
শরীর-মনের সম্বর্দ্ধনায়
বাড়িয়ে তোলা চাই-ই। ৩৬

খাওয়া-দাওয়া, বাজী পোড়ান
অঢেল ঢালা আয়োজনে
পূজা সার্থক হয় না— বিনা
দিব্যগুণের সংসাধনে। ৩৭

ধর্ম্মনীতি ধৃতির নীতি
করলে তারে উপহাস,
সত্তা যে তোর ধ্বসবে ক্রমেঃ,
নিজের গলায় পড়বে ফাঁস। ৩৮

ইষ্টে করিস্ জীবন-দাঁড়া
সৎচলনটি ক'রে সার,
লোকের সেবায় বর্দ্ধনা আন্
জীবন-শুদ্ধি ক'রে অপার। ৩৯

জ্বলন্ত দীপ ঐ অদূরে
আঁধারে প'ড়ে মরবি কেন,
এগিয়ে যা' দেখে-বুঝে
সমাধান তার করেই জেনো। ৪০

জীবন নিয়েই সব ব্যাপার তো
বাঁচা-বাড়াই তা'র আসল,
ধৃতিপালী, ঈশ্বর যিনি
ধৃতি সাধাই তাই কুশল। ৪১

সব যা কিছুর অধিপতি
ধারণ-পালন স্বভাব যাঁর,
একনিষ্ঠ সেই তপে হও,
অমৃত তো সেই তোমার। ৪২

জীবনটা তোর নয়কো বাতুল,
নয়কো বেকুব মিথ্যাভরা,
বিধির বিধান চল্‌রে মেনে
হবেই জীবন তৃপ্তিভরা। ৪৩

দেবদেবী তোর থাক্ না যতই
ইষ্টে যদি এক না হ'ল,
কী ফল তাতে হবেরে তোর
সবই যে তোর ব্যর্থ গেল। ৪৪

ধারণ-পালন বুদ্ধি নিয়ে
ধৃতির পথে এগিয়ে চল্,
ঈশ্বরেরই আধিপত্যে
বাড়িয়ে দেবে বুকের বল। ৪৫

বাঁচা-বাড়ার সন্দীপনা
সত্তা মাঝে লুকিয়ে রয়,
ভাল থাকা ভাল পাওয়া
এটা কিন্তু সবাই চায়। ৪৬

বেঁচে থাকা বেড়ে-চলা
যে-বিধিতে সমাধান,
ধর্ম্মবিধি সেই তো বিধি
সৃষ্টি তাতেই চলৎপ্রাণ। ৪৭

শান্তি দিবি, তৃপ্তি দিবি
দীপ্তি দিবি সবার প্রাণে,
নিষ্ঠা বিপুল চর্যা দিবি
কানায় কানায় আকুল টানে। ৪৮

প্রাণন-বেগের উচ্ছলতায়
সবাই তোরা বেঁচে থাক্,
সত্তা-হিংসক হোস্ না কো কেউ
ঈশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখ্। ৪৯

যে বাদের তুই হোস্‌না বাদী
জীবনবাদী আসলে তুই
জীবনটাকে করতে কায়েম
চল চ'ষে সব জীবন-ভুঁই। ৫০

জীবন চর্য্যা সবার সেরা
ঈশ্বরই যার প্রধান পুরুষ
সেই চর্য্যাই তো ধর্ম্মচর্যা—
বাঁচে-বাড়ে সকল মানুষ। ৫১

সত্তাবাদই সেরা বাদ
উৎস যাহার ঈশ্বরে,
ধারণ-পালন সম্বেগ যাহার
চেতন রাখে নশ্বরে। ৫২

ঈশ্বরে তুই নাই বা মানিস্
অস্তিত্বকে বুঝিস তো?
পালন-পোষণ অস্তিত্বে করা
ধর্ম্ম বলে তাকেই তো। ৫৩

শরীর-মনে ক্রিয়া কলাপে
সত্তা-পোষী যা'
সেইটি জানিস্ আসল বিধি
অন্য কিছু না। ৫৪

কৃষি, কৃষ্টি নিয়ে চলিস্
যা'তে তোরা বেঁচে থাকিস্,
কৃতী দক্ষ সন্দীপনায়
নিজ-পরিবার গ'ড়ে তুলিস্,
বন্ধুপ্রীতি পরিচর্য্যা
জনচর্য্যা নিয়ে চলিস্,
প্রিয়ের ঘরে তোর বসবাস্
তাঁর পথেতেই জীবন পালিস্। ৫৫

জীবন চায় তোর থাকতে কিন্তু
চায় কি কেউ নিকেশ হতে?
উদ্বর্দ্ধনার অনুতপায়
চায়ই সবাই বৃদ্ধি পেতে। ৫৬

প্রদীপ হাতে চ'লছে দেখ্ না
ঐ চেরাকী ফকির-জন,

জীবন আলোও চল দেখে চল্
স্নিগ্ধ ক'রে সবার মন। ৫৭

'মুশকিল-আসান' সুরে-গানে
ঘুরে বেড়ায় ফকির ঐ,
সব দরজায় দিচ্ছে হানা
বাঁচা-বাড়ায় চ'ললে কৈ? ৫৮

ইষ্ট নির্দেশ আঁকড়ে ধরবি
স্বাস্থ্যনীতি তা'র মাধ্যমে,
কৃতিনীতির নিষ্পাদনায়
মগ্ন থাকিস্ এই ধরমে। ৫৯

জীবনটা তোর খেলার নয়কো
হেলাফেলার নয়কো সেটা,
বাঁচা-বাড়াই পরম স্বার্থ
বোঝে না এমন মূর্খ কেটা? ৬০

সত্তা যখন বিব্রত হয়
হাত বাড়ায় সে বাঁচার তরে,
প্রকৃতির এ পরম আবেগ
হৃদয় দিয়ে প্রকাশ করে। ৬১

সত্তা-প্রীতি এতই জীবের
বৃত্তি-পাশে রয়না লীন,
সবাই যখন এক-আশ্রয়ে
আত্মরক্ষায় কাটায় দিন। ৬২

দক্ষ হবার উপায় জানায়
দীক্ষার তাই এত দাম,
কৃতী গুরুর কাছে গিয়ে
সার্থক কর্ দীক্ষা-নাম। ৬৩

ঈশ্বরেরই দুন্দুভি ঐ
ধারণ-পালন পোষণ-স্রোতা,
বেঁচে থেকে বৃদ্ধি পাওয়ায়
হচ্ছে যে তার সার্থকতা। ৬৪

ধর্ম্ম যতই ফুটবে তোমার
নিষ্ঠানীতি ব্যবহারে,
প্রতিষ্ঠাও আসবে তেমনি
পারবে নাকো রুখ্তে তারে। ৬৫

উঠে দাঁড়া, এঁটে দাঁড়া
শোন্ কী বলে বরেণ্যে,
সত্তা সাধায় যাবি কেন
বিফল হয়ে অরণ্যে? ৬৬

জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে
নাস্তিকতার ধুয়ো গাও,
অস্তিত্বটা নাকচ ক'রে
দলছ জীবন দিয়ে পাও? ৬৭

অস্তিত্বতে বজায় থেকে
নাস্তিকতার গর্বী তুই,
থাকবে কি তোর দেখ্ না ভেবে,
চাস্ যে ফসল ফেলে ভুঁই। ৬৮

ভেল্কি দেখায় যাদুকরে
সাধুর কাজ তা নয়কো ওরে!
ভেল্কি ভেঙ্গে বাস্তবতায়
কিসে কি হয়— সাধু ধরে। ৬৯

নিজে যদি কর ধর্ম্ম
অন্যকে বাদ দিয়ে,
ধৃতি তোমার হীনবল হবে
দুষ্ট-সংঘাত নিয়ে। ৭০

ঈশ্বরেরই দোষ দিলি তুই
মতিচ্ছন্ন! ভাবলি না,
ইচ্ছা-শক্তি তাঁতে দিয়ে
তুই কেন বল চ'ললি না? ৭১

ঈশ্বরেরই ইচ্ছা-স্রোতে
কল্যাণেরই অতুল বেগে,

চলতে যদি তৃপণ ঢেউয়ে
বাড়ত জীবন কৃতি যোগে। ৭২

গেরুয়া পরে বেড়ালেই
সন্ন্যাসী তুমি হবে?
ইষ্টনিষ্ঠ সদাচারী
সন্ন্যাসী তুমি তবে। ৭৩

ধর্ম্মগুরুর ভান ক'রে তুই
ধাপ্পাবাজি করিস্ না,
ধাপ্পাবাজির ধাক্কায় প'ড়ে
অন্ধকার পথে চলিস্ না। ৭৪

ধর্ম্মই কিন্তু শিক্ষা কেন্দ্র
ধর্ম্মই আনে উন্নতি,
ধর্ম্মাচরণ এনেই থাকে
শিষ্ট-সুন্দর পরিণতি। ৭৫

সকল ধর্ম্মের সেরা ধর্ম্ম—
পুরুষোত্তমের শরণ-নেওয়া,
সর্বপাপের মোচন তাতে
তাতেই হবে সফল চাওয়া। ৭৬

ইষ্টই হচ্ছেন ধর্ম্মমেরু
তাঁকে ধ'রে চলতে থাক,
মেরু ভঙ্গ হ'লে কিন্তু
ঘুরে যাবে সকল বাঁক। ৭৭

অর্থলোভে ইষ্টসেবা
ব্যর্থ করে ভাগ্য
নিষ্ঠাবিহীন বাগ যেখানে
হয় না জীবন যোগ্য। ৭৮

দাগাবাজি ছাড়্ না ওরে
দাগাবাজি ছাড়্,
হয়তো বিপদ উত্‌রে যাবে
আপদ হবি পার। ৭৯

করম ছোড়কে ধরম ভজে
বেকুব বাউড়া হোঈ,
জীবন চলনা তোড় কর,
পতন ভজে সোহি। ৮১

তাড়ন-পীড়ন ভর্ৎসনাতেও
ইষ্ট নেশা না ভাঙ্গে,
কুৎসিতেরই কুটিল চলায়
সত্তা যেন না রাঙ্গে। ৮০

# আদর্শ

সৎ ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয় যার
উন্নতি হয় অবাধ তার। ১

সর্বস্বার্থের সমাধান
জানিস্ ইষ্ট-প্রতিষ্ঠান। ২

আদর্শ নাই লোক মত
কালকবলের পেছল পথ। ৩

আদর্শহীন অবিবেকী
বহু গুণেও হয় সে মেকী।

শ্রেষ্ঠে রেখে তোর আনতি
বাড়িয়ে চলিস্ চলার গতি।

একটাই কিন্তু সোজা পথ
জাহান্নমে যেতে,
আদর্শতে কৃতঘ্নতা—
ভুল নাইকো এতে। ৬

যাকে দেখে চলায় তোমার
চলন সার্থক হয়,
উল্লঙ্ঘনে এড়াতে পার
অনেক বিপর্যয়;
যার ভাবে আর কথায় কর
অন্তর-বিন্যাস,
সেই মানুষই আদর্শ যার
ইষ্টেতে সন্ন্যাস। ৭

সত্যিকার আদর্শ যিনি
সদ্গুরুও তিনি
বেফাঁস লোকে বিভেদ দেখে
বাস্তবে না চিনি। ৮

বিপাক পথে হাত ধ'রে যে
চলার কায়দা জানিয়ে দেয়,
তাঁকেই জানিস্ গুরু বলে
অভয় পথে সেই তো নেয়। ৯

জন্ম দিতে লাগেই যেমন
মায়ের পিতায় উপরতি
জ্ঞান গজাতে ব্যক্তিত্বেরও
ইষ্টে লাগে অনুগতি। ১০

আদর্শহীন পড়শী মাঝে
বহুমুখীন তোর চলন,
এই আদর্শ বিহীনতায়
টুকবোমিতে সব মরণ। ১১

আদর্শেতে তাল রেখে যে
বুদ্ধি-বিচার ধরে,
সৎ-বিচারক শ্রেষ্ঠ পূজক
মানের মুকুট পরে। ১২

স্বামীর ঝোঁকে ছুটলে নারী
শ্রেষ্ঠ ছেলের মা,
ইষ্ট ঝোঁকে ছুটলে পুরুষ
প্রজ্ঞা অনুপমা। ১৩

দশের মতে চললে যে তুই
হবি অযুতে অন্তর্দ্ধান,
এক আদর্শে চললে পাবি
দশের পূরণ গড়ন-জ্ঞান। ১৪

আদর্শটির স্পর্শহারা
যে কাজই তোর হয়,

ঠিকই জানিস্ সে কাজই তোর
পণ্ডতে পায় লয়। ১৫

সিদ্ধান্তে যে আসতে নারে
ত্বরিত চলন বেগে,
বিবেক-বুদ্ধি খিন্ন তাহার
আদর্শ নাই জেগে। ১৬

আদর্শ যেথা অটুট হয়ে
সেবায় আনে বর্দ্ধনা
মুক্ততালে উঠবে সেথায়
স্বাধীনতার মূর্চ্ছনা। ১৭

ইষ্টস্বার্থ বাদ দিয়ে তুই
ব্যাপক স্বার্থ যেই না হলি,
টুকরোমিতে ডুক্‌কারিয়া
ধরলো মরণ , ঐ না মলি! ১৮

লোক মতের ঝোঁক যা দেখ
দলন করে চলো নাকো,
সমবেদনায় সামঞ্জস্যে
বিনিয়ে আদর্শে চলতে থাকো। ১৯

উপকারীর করতে ভাল
আদর্শে করে হেলা,
সব শুভ তার উল্টো ধেয়ে
দেয় আপদের ঠেলা। ২০

পরের ইষ্টে নিন্দা করে
হলি ইষ্টনিষ্ঠ
নিজেরই পা ভাঙ্গলি নিজে
বুঝলি না পাপিষ্ঠ। ২১

সবার পূরণ করেন যিনি
তাঁরই মুখে বিধির বাণী। ২২

যে মনীষী জন্মেন যখন
সময়কালের গর্ত্ত ফুঁড়ে
সার্থকতার বিরোধ বার্তা
অর্থ দিয়ে হটান দূরে। ২৩

যুগের বাঁচা বাড়ার মূলে
গ্লানি যেথায় দেখতে পান
পূরণ পুরুষ সে সবগুলির
বদ্‌লে আনেন অভ্যুত্থান। ২৪

পূর্ব্বতন প্রেরণাতেই
পরবর্ত্তীর অভ্যুত্থান,
চেষ্টা করলেই দেখতে পাবি
তাতেই তাঁদের অধিষ্ঠান। ২৫

ইষ্ট গুরু পুরুষোত্তমদের
এমন বাণীই নেই,
পূর্ব্বতনে বাতিল করে
ধরাতে নিজের খেই। ২৬

বুদ্ধ-ঈশায় বিভেদ করিস্
শ্রী চৈতন্যে রসুল কৃষ্ণে,
জীবোদ্ধারে হন আবির্ভাব
একই ওঁরা তাও জানিস্ নে? ২৭

পুরুষোত্তমের পরম লক্ষণ
বৈশিষ্ট্যপালী সদাই সে,
জীবন-ধর্ম্মের স্বভাব-নেতা
নিয়মনা তাঁর সকাশে। ২৮

সব সত্তারই আপূরণী
পুরুষোত্তম তারে বলে,
ব্যর্থ হলে তোমার জীবন
সার্থকতায় ধরেন তুলে। ২৯

দীন দয়াময় ডাকছে [illegible]
এখনও তুই ওঠরে [illegible]
জীবনব্রতে ব্রতী [illegible]
[illegible] পথে চলবে [illegible]

[illegible] আছেন [illegible]
[illegible] কিছু নাইরে [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

আমারেই করিয়াছি
জীবনের ধ্রুবতারা
ডাকলে [illegible]
[illegible] পথহারা [illegible]

[illegible]
[illegible] কপালে [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

# নীতি

না করে যে পেতে চায়
দুঃখ তার পিছে ধায়। ১

'হ্যাঁ' বলাকে এড়িয়ে চলে
পারার ঝোঁকটি পড়েই ঢলে। ২

'না'র সাথে যার কোলাকুলি
'না'র বুকেতে পড়েই ঢুলি। ৩

ভাবে, কয় করে না
আশা তার ফলে না। ৪

দোষ দেখা ঝোঁক গজালে ওরে
সেই দোষেতেই ধরবে তোরে। ৫

বলায় পটু কাজে কম
নিজেই হয় নিজের যম। ৬
স্বভাব দোষেই অভাব ঘটে
সৎক্রিয়তায় বিভব বটে।

স্বভাব গুণেই অভাব নষ্ট
এটা জানিস খাঁটি স্পষ্ট। ৮

সৎক্রিয়তার বাড়া ঝোঁক
নিপাত যাক অভাব রোগ।

গোলামী করে বইলে জীবন
বংশ লোভী নয় বিচক্ষণ। ১০

মান ভয়ে যার কপট চলন
থামেই কিন্তু তার উন্নয়ন। ১১

বিপদ কালেই আপদ নীতি
তা বিনে সে মরণ-নীতি। ১২

পেতে চাস্ তো দিতে থাকিস্,
যে অবস্থায় যেমন পারিস। ১৩

বিপদ ভেবেই ঘাবড়ে যায়,
জানিস আপদ তাবেই খায়। ১৪

অপাত্রে অযোগ্য দান
দাতা-গ্রহীতা দুই-ই ম্লান। ১৫

শ্রদ্ধাতপে যোগ্য যা'রা
দাবীর পূরণ পাবেই তারা। ১৬

যোগ্যতা নেই দাবী করে
বেঘোর পথে তারাই মরে। ১৭

অকৃতজ্ঞ দুর্বলের
সমর্থনই হয় পাপের। ১৮

পণ করে দেয় দেয় না
শতেক দিলেও পায় না। ১৯

কথায় নীতি কাজে নয়
ভণ্ডামিতেই তার ক্ষয়। ২০

পারাতে সন্দেহ যার
সে কি কভু করে?
পারগতা দূরে যায়
পথ যায় সরে। ২১

যে সংশ্রবে শরীর-মনের
তোমার যেমন হয়,
অপরেরও ঠিক তেমনই
জেনো তা নিশ্চয়। ২২

অভাব যদি সুভাব ভাঙ্গে
ভাবটা হলো কি?
ভাবের নামে করলি যা তুই
ঢাললি ছাইয়ে ঘি। ২৩

যেথায় যেটুক যত্নে তুমি
ফল পাবে সুন্দর,
সেইটুকুই তো ন্যায্য বলা
নইলে অবান্তর। ২৪

কী চাস্ আগে ঠিক ক'রে নে
দ্যাখ সোজা পাস্ কি ক'রে,
ওরে পাগল, বৃত্তি-মাতাল!
সৎভাবে চ'ল তাই ধ'রে। ২৫

পথ খুঁজে তুই কাল হারালি
অনুষ্ঠানের মহড়ায়
অনুষ্ঠানই বস্‌লো পেয়ে
পাওয়া গেল গোল্লায়। ২৬

বিধির নিয়ম পালবি যেমন
যতটা বা যতটুকু
কেটে-ছেঁটে সব-মিলিয়ে
পাবিও ফল ততটুকু। ২৭

হিতের পথে মিষ্টি বোল,
সুকৌশলী সমাধান,
সহ্য করে কৃতী হওয়াই
কর্ম ফলের অবসান। ২৮

কারু স্তুতি করবে না যে
আপন কথায় ব্যস্ত,
হামবড়ায়ী আহম্মক সে
সকল সময় ত্রস্ত। ২৯

যা যা ক'রে চললে ভাল
সেই চলনে ধা
অমনতর ঠিক চলনে
আসেই সুবিধা। ৩০

প্রতিযোগিতায় ইতর অহং
মাথা তুলেই রয়
প্রতিপূরণে আত্মপ্রসাদ
চিত্ত প্রসার হয়। ৩১

আগের করা কর্ম যত
প্রসব করে ফল,
ধায়ই জানিস্ জীবের পিছু
দিয়ে বলাবল। ৩২

আলোচনায় বুঝ মীমাংসা
চাহিদা ওঠে জেগে,
পাওয়ার মত কর্ম করায়
আগ্রহ ছোটে বেগে। ৩৩

পাওয়ার ধ্যান তুই যতই করিস্
করার তপটি বাদ দিয়ে,
পাওয়ার আশা বন্ধ্যা ততই
নাকাল হবি খেদ নিয়ে। ৩৪

সব সময়ই ভাল কথায়
হয় না সবার আনতি,
যদি তাদের নাইরে থাকে
মন-অবস্থার সঙ্গতি। ৩৫

প্রয়োজনে সুবিধা নেয়
স্বার্থে ক্ষতি করে
অকৃতজ্ঞ এমন হতে
থাকিস্ দূরেই সরে। ৩৬

পাওয়ার দিকে ঝোঁক দিলে তোর
করার নেশা টুটবে,
করার দিকে ঝোঁক দিলে তোর
আপনি পাওয়া ফুটবে। ৩৭

আপদ ধর্মে বইলে জীবন
বিপদ পায়েই থাকতে হয়,
সুপথ থাকে দূরেই সরে
মরণ গাহে যমের জয়। ৩৮

তাতেই শুধু অবাধ গমি
যাতেই ভাল হয়
পরহ না তা করতে যাতে
পরের আনে ক্ষয়

শুনেই বুঝিস করলে কিবা
হয় বদনার ক্ষয়
মন না বোঝে করলে তো
সবই বৃথা হয়।

লোগ ধান্দায় মন্টি বাস
ইষ্ট ধান্দাই বর্জিত [illegible]
তবুও চাস নিবিব দয়া
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সাশ্রয়ে যে কাজ করে দেয়
সুষ্ঠু সমাপন
মন্দ চলি খ্যাতি রটায়
হিতাহী সে জন।

সন্দেহেতে দোদুল চিত্ত
ভেবেই দেখে দেখ।
অপদ বিপদ [illegible] ডেকে
করা [illegible] আপসোস

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
ক্রমেই [illegible]

[illegible]
থাকিস সদাই [illegible]
[illegible] অমান থাকি
[illegible]

লোকের কথায় চলছ বেচে
এখনও যেমন সত্য,
তোমার কথাও তেমনি তাদের
[illegible]-বাড়ার পথ্য। [illegible]

[illegible] চলায় স্বাধীন তুমি
[illegible] কিন্তু নয়
[illegible] চলন সংক্রমণে
[illegible] হয় ক্ষয়। [illegible]

[illegible] প্রয়াসী [illegible]
[illegible] তো ভাল [illegible]
[illegible] মুখোশে মন্দ [illegible]
[illegible] পায় না [illegible]

[illegible] বুদ্ধিহারা
[illegible]
[illegible] বুদ্ধি [illegible]
[illegible] মানুষই হয় [illegible]

[illegible] একপেশে হয়
[illegible]
[illegible] মাথা [illegible]
[illegible]

[illegible] কারণ [illegible]
[illegible] আর [illegible]
[illegible] খাবার [illegible]
চলেই এমন শ্রেষ্ঠগণে।

[illegible] মত চাল মারিস [illegible]
[illegible] চাল [illegible],
অভ্যাস, ব্যবহার, দক্ষতা আন-
নইলে বড় কী ক'রে? [illegible]

এক লহমার বেফাঁস কথা
চিন্তা, কর্ম, আলোচনা
ছোটেই নিয়ে পিছু পিছু
দুরদৃষ্টের কী লাঞ্ছনা। [illegible]

বিধির নীতির একটু বেচাল
একটু বেসামাল,
দক্ষতাহীন শিথিল চলন
[illegible] জীবন তাল। [illegible]

এমন [illegible] করবি সৃজন
[illegible] হয় নিকেশ
[illegible]
[illegible] যাতে পাপের লেশ।

[illegible] দায়িত্ব নেবে যাহার
[illegible] কর তা
[illegible] দিলেই করবে [illegible]
[illegible]

[illegible] কারণ না [illegible]
[illegible] দিস না কাকে কিছু
[illegible]
[illegible]

[illegible] কথায় [illegible]
[illegible] মিলায় না
[illegible]
[illegible]

[illegible] কর্ম করবি না আর
প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হবি
[illegible] নীতিতে অপকর্মার
[illegible] যত্ন লবি

[illegible] বিষয় ভাল মন্দ
বুঝলেও কিন্তু মনে [illegible],
[illegible] বলিস হিসাব ক'রে
নইলে পাবি শুধুই দ্বেষ। [illegible]

কাজ ও কথায় অমিল যেথায়
লোক ভাঁড়ান গোপন চলন,
এমন চলায় নিছক জানিস
লুকিয়ে আছে কুটিল পতন।

ভাল বললেও উল্টো বোঝে
রূঢ়. ভাষায় প্রতিদান,
স্বর্গও যদি মর্ত্যে আসে
তৃপ্তিতে তার নাইকো স্থান। ৭১

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্ন যে
বিশ্বাসঘাতক,
তার সঙ্গ সাহচর্য্য
অনন্ত নরক। ৭২

যেমন করায় যা ফল মেলে
তেমন যদি না কর তা',
প্রাপ্তি পথে ব্যাঘাত আসে
দুঃখসহ ব্যর্থতা। ৭৩

চিন্তাগুলি কর্মে যতই
বিচ্ছুরিয়ে মূর্ত হয়,
মগজটা তোর অমনি হলেই
উত্তেজনা মুক্ত রয়। ৭৪

উপদেশ আর বুদ্ধিদানই
আত্মপ্রসাদ যার আনে,
রিক্ত-কর্মা এমন জনার
সার্থকতা নাই প্রাণে। ৭৫

যে সময়ে লাগবে যা'-যা'
গুছিয়ে আগেই ব্যবস্থিতি,
ক'রে সদা তৈরী থাকা
দক্ষকৃতীর স্বভাব নীতি। ৭৬

অর্জনাকে বাড়তি রেখে
ব্যয়টাকে কর নিয়ন্ত্রণ,
এমনতর চলিস যদি
চলনা পাবে স্থিত-চলন। ৭৭

বুকের পাঁজর চূর্ণ ক'রেও
সুখী করার সব প্রয়াস,
এক লহমার চলা-বলা
ঘৃণ্য হলেই সব নিকাশ। ৭৮

সজাগ সন্ধিৎসা নিয়ে
চলাই ভাল সর্বদাই,
কোন্ অবস্থায় কীই বা ভাল
আগাম ভেবে করবি তাই। ৭৯

অস্তিত্বসহ আদর্শকে
সার্থক পূরণ করে
এইটি বুঝে কহিস্ করিস্
ঠকবি নাকো পরে। ৮০

'না' সুন্দরী বধূ যার
'হয় না' যার শালা,
অলক্ষ্মী তার ঘরে গিয়ে
সব করেছে কালা। ৮১

তামিলদারী বুদ্ধি যাহার
পুষ্টপ্রখর ক্ষিপ্র হয়,
হুকুমদারী তারই সাজে
শক্তি গাহে তারই জয়। ৮২

লোক-ক্ষুধা মিটল রে যেই
আদর-সেবা করলি না,
মর্যাদা যে ডুবল রে তোর
সম্পদে পা ফেললি না। ৮৩

উৎস যা' তোর রক্ষণা তা'র
সুখ-সুবিধার চেষ্টা
যেই হারালি, ভব-জীবনে
ঘুচবে না তোর তেষ্টা। ৮৪

কোন-কিছুর ভারটি
নিয়ে যদিই তা শেষ করতে নারিস
না-পারায় তুই বিবশ হ'য়ে
ভুতের মত ছুটবি জানিস্। ৮৫

জন্ম নেছ একা কিন্তু
পরিস্থিতির মধ্যে
বাঁচা, বাড়া রয়েছে তাই
তাহাদেরই সাধ্যে। ৮৬

ভৃত্যেরে তুই ভাবলি আপন
ভর্তারে বাদ দিয়ে?
ভর্তারই দান ভৃত্য জোগায়
দেখ্ কৃতঘ্ন চেয়ে। ৮৭

অসৎভরা অন্যায় যা'
উৎখাতে তার পুণ্য তোর!
প্রশ্রয়ে বা ঔদাসীন্যে
জানিস্ কিন্তু নরক ঘোর। ৮৮

কস্‌রেতেতে সংযমী যেই
হ'তেই যাবি তুই,
কোন্ ফাঁকে তার বাঁধন ভেঙ্গে
ফেলবে তোরে নুই। ৮৯

তুই যদি কা'রো কথা শুনে
বিহিত চলায় নাই চলিস্,
অন্য কেউ কি তোর কথাটি
শুনে চলবে যা'ই বলিস্? ৯০

শোনা কথায় সমীহ রাখিস্
বলে যদি তা জ্ঞানী,
পরে সেটা মিলিয়ে দেখিস্
বাস্তবের না হয় হানি। ৯১

পরের মুখে শুনবি যেটা
লক্ষ্য রেখে তাতে
চৌকস্ মিল হলে পরে
দ্বিধা কি আর নিতে? ৯২

ক্রোধ ক্রোধকেই ডাকে
হিংসা ডাকে হিংসায়,
নিন্দা নিন্দাকেই ডাকে
প্রশংসা প্রশংসায়। ৯৩

অধিক হর্ষ, ক্রোধ বা বিষাদ
কিছুই কিন্তু নয়কো ভাল,
বিজ্ঞজনার এই অভিমত
ভেবে-চিন্তে সাম্যে চল। ৯৪

যুক্তি মানুষ দিক্ না যত
স্থির ও ধৈর্যে শুনিস তা,
নিখুঁত বিচারে করিস সেটা
বাস্তব দেখে বুঝবি যা। ৯৫

মিষ্টি কথা বলো তুমি
স্নেহে সেবা দিও,
সৎপথেতে শ্রদ্ধার দান
পাও যেটি তাই নিও। ৯৬

যে সাহায্য যার কাছে পাস্
কৃতজ্ঞতায় ভরিস বুক,
গুণ স্তোতনায় দীপ্ত রাখিস্
হৃদয়ভরা পাবি সুখ। ৯৭

দুঃখী যারা ব্যর্থ যারা
অধঃপাতে যাচ্ছে দূরে
তাদের ব্যথা বলার অবসর
সতর্কতায় দিবি ওরে। ৯৮

কড়া কথা তোকে বলে যদি কেউ
পারিস্ তো উত্তর দিস্‌নে,
উত্তর যদি দিতে হয় দিবি
সুধী সুন্দর আপ্যায়নে। ৯৯

কী করাই বা উচিত ছিল
কিসেই বা তোর হলো দোষ—
এটা যদি শুধরে না নিস
জীবনভরই রবে আপসোস। ১০০

সবার প্রতি আপ্যায়না
যত পারিস করিস্,
মনে রেখে সতর্কতা
বেঘোরে না পড়িস। ১০১

চালিয়াতি চাওয়া দেখলেই
রুদ্ধ করিস্ দেওয়া,
বুঝেও কিন্তু বলিস না তা
কূটফন্দির চাওয়া। ১০২

যতই পবেব দোষ ধিবি তুই
নিজেব যা দোষ এড়াতে,
পেয়ে বসবে সে দোষ তোমায
দেবেই না পা বাড়াতে। ১৩

দোষগুলি সব এড়িয়ে দেখো
গুণগুলি কাব কোথায কী,
গুণেব ব্যাপাব বাড়িয়ে নিও
এমনি কবেই সব দেখি। ১২

বাজাবে তুই সেইটি কিনিস
যেটি তোকে বাখে বজায
অন্য কিছুব কী হবে আব
সত্তা যাতে পুষ্টি না পায।

বাড়ীব জমি দেখতে গেলে
বাখবি সে বুঝ অন্তবে
স্বাস্থ্য যেথায ভাল থাকে
পড়শী থাকে পবস্পবে

সমালোচনা কবতে গেলেই
সাম্যে বাখ তোব ব্যক্তিত্বটা
শিষ্ট যা তা, সুষ্ঠু যা তা
কব সংহত বিলিয়ে সেটা।

অযথা তোব নিন্দাবাদে
ভাবনা কী তোব? হবে কী?
চর্যা চলন ঠিক বেখে চল
ঠিক বেখে চল নিষ্ঠা ধব।

ভাল কবলে ভালই পাবে—
তেমনতবই আশা বেখো
আশায যদি বিফলও হও
ভাল কবাব পথেই থেকো।

কল থাকলেই তেল দিতে হয
তেল দিবি তা'য এমন কবে,
কলটি যাতে চালু থাকে
তুই না পড়িস তাব বেঘোবে।

টাকা বেখো গুণে গুণে,
মানুষ নিও চিনে-শুনে। ১১১

ভাল যদি কুড়াতে যাও
মন্দও এসে জুটবে
ভাল যা তাই কুড়িয়ে নিও
মন্দ নিলে ঠকবে। ১১১

ব্যতিক্রমেব বাকাপথে
চলিসনে কিন্তু, সাবধান!
যাব ফলেতে অপদস্থ
ধ্বস্ত জীবন, যায মান। ৩

চাইতে গেলেই মিষ্টি হবি
কথায কাজে ব্যবহাবে
অনুকম্পা প্রাণে এলেই
দেবে যদি থাকে ঘবে। ২

দাবী দাওযায নিও না কিছু
মোচড় দিয়ে কাউকে কোনো
এমনি কবে যাও দাড়িয়ে
আমাব কথা যদি শোনো।

মুশাকিলেব মধ্যেও থাকতে পাবে
সেই তো আসল থাকা
গাছে যে ফল পেকে ওঠে
সেই তো সত্যি পাকা। ৬

বুঝিস নে তুই— সবই খাবাপ
তুই কেমন তা ভেবে দেখিস,
ভেবে বুঝে দেখে-শুনে
যাতে ভাল তাই কবিস। ৭

বিপদবিদ্ধ যে হযেছে
বিপদ উদ্ধাব কবে দিও,
অসৎ হলে তাবে কিন্তু
সৎ-এ যুক্ত কবে নিও। ১১৮

ধূপ পাখী ঐ গাছের ডালে
করছে 'ধূপ ধূপ'
আবোল-তাবোল কস্‌নে কথা
চুপ চুপ চুপ। ১১০

রকম দেখে চলো,
অবস্থা দেখে বলো। ১

সৎপথে তুই মন দিয়ে রস
চলায় ফেরায় করিস তাই
দুর্ভাগ্য তোর যাবেই দূরে
দেখবি ক্রমে নাই বালাই

ন্যায়ের পথটি ধরে তুমি
অন্যায্য যা ছেড়ে দিয়ে
অন্যের যাতে কষ্ট না হয়
চল এমন সুভাব নিয়ে।

সমাচার পাওয়া যেখানে যেমন
তাতেই তৃপ্ত থেকো তেমন।

পরের নামে টাকা নিয়ে
আত্মসাৎ করবে না
করলে কিন্তু চরিত্র তোমার
সুষ্ঠুপথে চলবে না

করতে জেনে কর্তা হও
বুঝতে জেনে বোদ্ধা
সমরসুধা তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞায়
হও সুদীপ্ত যোদ্ধা। ২১

শত্রুতাকে উসকে তোলা
নয়কো সমীচীন
শত্রু তাতে হয়ে ওঠে
ক্রুর, কঠোর, হীন।

কাউকে যদি না মানিস তুই
দাঁড়াবি তুই কিসে?
মরবি ঘুরে ইতস্ততঃ
হারা হয়ে দিশে। ১৭

যতই থাকুক আত্মীয়তা
ঘনিষ্ঠতা হোক যতই,
সম্মানযোগ্য একটু তফাৎ
রক্ষা করিস সততই।

বিধির নীতির একটু ব্যাঘাত
একটু অবহেলা তার,
আকাশ পাতাল তফাৎ আনে
দুঃস্থ আনে অবস্থার।

পুরাণের চর্যা নিয়ে
নতুন করে স্থিত
আদর্শেতে চলার সাধ
হতো চলার নীতি।

বিধি কিন্তু নয়কো জানা
নয়কো জ্যান্ত নয় চেতন
ইষ্টানুগ রেখো জ্ঞানের
জ্ঞানেই বিধির নিয়ন্ত্রণ।

জনতার সহজ ঝোঁকেই
ধরে চলা নীতির পথ
বৃত্তিমুখর প্ররোচনা
পাকিয়ে ধরায় নীতি অসৎ

নীতি দাবী করে না কারও
শাস্তি শেখাই নীতিকে ডাকে
নীতি ধরেই বাঁচা বাড়া
ওঠেই বেড়ে বাধার ফাঁকে

স্রোতের বুকে অযুত নীতির
হীরক মাণিক জ্বলে
সেইটি বুঝে কুড়িয়ে পারিস
সুফল যাতে ফলে ১৩৮

নীতিবাক্য লাখ বলুক না
হবে কী তার তা'য় ?
নীতির পথে চললে কিন্তু
সার্থকতাই পায়। ১০৫

খুঁজিয়া জীবনী যত পাঁতি পাঁতি করি
সুবিচারে ভাল-মন্দ করিয়া বিচার,
নিজের জীবনটাকে উপযুক্ত করি
প্রস্তুত থাকিও ভ্রমে পাইতে
নিস্তার। ১০৬

# অনুরাগ

করবে দরদ যাতে যেমন
মমতাও রবে তাতে তেমন। ১

টানটি ধরে যেমন রূপে
সত্তারূপও বদলে চুপে। ২

পারগতা দেখবি যাতে
চাওয়ার টানটি জানবি তাতে। ৩

থাকতে পারিস্ যাই না ভুলে
চাহিদা ঝোঁকও কম তার মূলে। ৪

যার যেখানে বুকের টান
তেমন তার করার প্রাণ। ৫

পরাক্রমের জেল্লা যেমন
ভালবাসার রূপটি তেমন। ৬

টান চাহিদার যেমনি চড়া
সন্ধিৎসা তেমনি তেমনি করা। ৭

ভর দুনিয়ায় যেই যা করুক
ঠিক জানিস্ তুই থোক,
সব করারই মূলে আছে
প্রিয় উপভোগ। ৮

ভালবাসার টান
কর্ম্মে আনে সফলতা
জীবনে উত্থান। ৯

ভালবাসা বাধা পেলেই
নিবিড় পাওয়ায় উদাম ধায়,
এইটি জানিস লেখা আছে
ভালবাসাব লক্ষণায়। ১০

অনুরাগটি যেমনতর
তেমনি মানুষ ধরে সে,
তেমনি তার চাল-চলন
বেড়ায়ও সে সেই বেশে। ১১

বুক ফাটান টান যেখানে
প্রাণ যেখানে ধায়,
তাহারই মন পেতে গিয়ে
তার ভাবই সে পায়। ১২

বাধা-বিপত্তি অভাব পথেও
অভীষ্টতে টান
অতিক্রমে দরদ চলায়
তবেই বুদ্ধিমান। ১৩

বাধা-বিপত্তি অভাব পথে
নিঝুম চাওয়া যার,
আকাশ-পাতাল হলেও দেওয়া
পাওয়া ঘটে না তার। ১৪

দেখতে শুনতে কইতে কিছু
এসেই পড়ে প্রিয়র কথা,
চক্ষু সজাগ কানটি সজাগ
সজাগ প্রাণের তোড়টি তথা,
প্রিয়র দরদ এমনি করেই
দরদী করে তোলে,
প্রিয় হারা চায়না কিছু
টানটি ওরেই বলে। ১৫

প্রেম বকুনি লাখ বকিস না
অনুরাগ তোর সেইখানে,
যারই স্বার্থ মুখ্যরে তোর
বৃত্তি কাবু যেই টানে। ১৬

বাগ্‌বিলাসী তাত্ত্বিকতায়
হয় না জানিস ঝোঁকের টান,
আগ্রহে দায়িত্ব নিলে
উপ্‌চে ওঠে তাতেই প্রাণ। ১৭

অনুরাগের টান ধরাতে
কাউকে তো কেউ পারে না,
টান ফোটে তার তেমনতর
যেমনটি তার কামনা। ১৮

একটি টানের ভাবায় করায়
সার্থক পূরণ হয় যেথায়,
পরস্পরের স্বার্থ হয়ে
বন্ধুত্বটি গজায় সেথায়। ১৯

উচ্চে যারা সহজানত
তারাই শ্রেষ্ঠ বংশজাত। ২০

গুরুর টানে আপ্রাণতায়
কর্ম্মনেশা যেমনি হয়,
নির্ভরতা নিনড় পায়ে
তেমনি এসে গায়রে জয়। ২১

বুকের টানটি উপচে যতই
পরাক্রমে বহমান,
ততইরে তোর হচ্ছে জানিস
দুর্ব্বলতা ক্ষীয়মান। ২২

ভালবাসা খাঁটি যখন
শুনবি তার কী লক্ষণা?
প্রেমাস্পদের অনাদরেও
মোটেই দুষ্ট ক্ষুব্ধ না। ২৩

প্রেমেই থাকে দক্ষতা আর
ক্ষিপ্র নিপুণ সহজ জ্ঞান,
তারই ফলে মানুষ করে
বাস্তবতায় অধিষ্ঠান। ২৪

খাঁটি চাওয়া হলে—
করার তালে পড়বি মেতে
কষ্ট যাবে চলে। ২৫

হলে তুমি ইষ্টপ্রাণ
হবেই দক্ষ জ্যোতিষ্মাণ। ২৬

বৃত্তিভেদী ইষ্টে টান
কর্ম্মে ফুটবে পরিত্রাণ। ২৭

শক্তি যদি চাও—
ভক্তিটাকে অটুট করে
দক্ষপথে ধাও। ২৮

আদর্শেতে আপ্রাণতা
উছল হবে যত,
শৌর্য্য সাহস সহিষ্ণুতা
উথলে উঠবে তত।

মাতৃভক্তি অটুট যত
সেই ছেলে হয় কৃতী তত।

পিতায় শ্রদ্ধা মায়ে টান
সেই ছেলে হয় সাম্য প্রাণ।

মাতৃ সেবার অমোঘ টানে
চল রে তুই চল
থাকবি হতে বীর্যবান
পাবিই বুকে বল। ৩২

পিতা মাতায় অটুট টান
পরম প্রবণ ঝোঁক
সেই ছেলেই ভবিষ্যতে
মহান একটি লোক। ৩৩

যে ভাব ভাষায় ভক্তি ভরে
পিতায় করিস বন্দনা,
কর্মে তাহা ফোটেই যদি
তবেই পিতার অর্চনা। ৩৪

ছেলের নেশা মায়ের উপর
মেয়ের নেশা বাপে,
এমনতর ছেলেমেয়ে
নষ্ট পায় না চাপে। ৩৫

অনুরাগে বৃত্তি কাবু
মমতায় আত্মবোধ,
স্নেহে থাকে ভরণ বুদ্ধি
প্রেমে তামাম শোধ। ৩৬

আগল-পাগল হাল-বেহালে
বেহদ্দ চাল যতই থাক,
সবই হয় তার সিধে সটান
শ্রেষ্ঠটানে লাগলে তাক। ৩৭

আগুন জ্বালা আবেগ যদি
বুকেই তোর থাকে
এক চুমুকে করবি নিকেশ
চলার বাধাকে। ৩৮

ভালবাসার ছোট্ট সাধ
আরও একটি লক্ষণা
হাজার লোকই থাকনা প্রিয়র
করুক না তার অর্চনা
না থাকলে সে না দেখলে তার
কিছুতেই যেন চলছে না,
যতই বেকুব ঝোকটি ঐ তার
লাখ বোঝালেও বুঝছে না।

ভালবাসা গাঢ় নিবিড়
শ্রেষ্ঠ স্বার্থী যত
সমবেদনাও তেমনি গভীর
প্রকাশও তার তত। ৪০

প্রাণের টানটি উপচে উঠে
কথায় মত্ত হয়
সেই প্রেরণাই সেবায় ফুটে
অভাব মুছে লয়। ৪১

বেশ করে তুই খতিয়ে দ্যাখ
চাস যা বলিস চাস কিনা,
পাওয়ার চলার বাঁধ ভেঙ্গে চল
দ্যাখ ওরে তা পাস কি-না। ৪২

বিশেষ দেখে বিশেষেরে
বিশেষ পূরণ করতে পারা,
এইটি হচ্ছে সমানভাবে
ভালবাসার সত্য ধারা। ৪৩

ষ্ঠ নেশায় বৃত্তিকার
সেইতো আসল টান,
ই টানই তো ভালবাসা
শক্তি মূর্ত্তিমান। ৭৪

ন ভক্তি, ভালবাসা
যতই বাধা পায়
ত তারা উচ্ছলতায়
শ্রেষ্ঠ পানেই ধায়।

দর্শে টান, কর্ম্মে পটু
যত নীচই হোক
বৃত্তি তার হতেই হবে
পানেই আলোক

ষ্ট রেখো শক্তি আর
শক্তি পাবে বুকে
বই কর্ম্মে বাঙ্গাও স্বভাব
পড়বে নাকো দুখে

বার সাধে না থাকলে টান
অভাব যাবে কিসে
চাহিদাটিই পাবে না ...
চাইতে হাবা দিশে

ধ বার, ডিঙ্গিয়ে চলা
প্রীণন পোষণ বেগে
র্ধর তায় বৃদ্ধি পাবে
বয় সেথা প্রেম জেগে

ই গানের প্রতিপালি চলাই
দখলে ...
বর খোঁজে ... ...
রেখে সৎ ...

বৃত্তিগুলি ইষ্ট ঝোঁকে
ঐ স্বার্থেতে ছুটলে
জীবন জগৎ শৃংখলাতে
বিন্যস্ত হয়, বুঝলে

প্রত্যয়েরই উদ্দীপনায়
আগ্রহেরই বেগে,
কর্ম্ম ফোটে কৃতিত্বতে
উন্নতি রয় জেগে।

বাধার নিরোধ যতই কঠোর
করুক না হয়রান,
প্রেষ্ঠে অটুট টান ও চলন
গায়ই জয়ের গান। ৮০

সৎ অসৎ তুই যাই করিস না
থাকলে মনে ইষ্টে টান
সব কেটে ইই উঠবি ফেটে
পরবি মুকুট সমহান

টান কেমন হবে সাক্ষী ...
পূরণ প্রবণ ...
কপট পারিবে চাহই কেবল
করেই অভিমান

অপ্রত্যাশী ভালবাসা
...মি প্রবণ প্রাণ
সেথা স্বতঃই বৃদ্ধি থাকে
ঢলঢালা ...

... মনের মাঝখানে ...
... ...
... শ্রেয় ...
... উদ্ধার

... ধান্ধা ...
... বই যাবা ...
প্রেয় নীতি ...
হৃদয় কাবা দীপ্তিহীন

অর্থ লাগি প্রীতি যাদের
হোক না হাজার বুদ্ধিমান,
যাই করুক না তোমার লাগি
তোমার তরে কাঁদে প্রাণ

নেশা তোমার যেমন তর
যাতে যে প্রকার,
আচার-বিচার চরিত্রটি
ধরবে সে আকার। ৬০

প্রিয়র ধাক্কা বয় না যারা
স'য়ে পায় না শান্তি,
প্রীতি কিন্তু কমই তাদের
উচ্ছল চাওয়ার ভ্রান্তি। ৬১

প্রয়োজনের ক্ষুধা মেটে
ধন-দৌলত পাওয়ায়,
বুকের ক্ষুধা মেটে কিন্তু
প্রীতি ভালবাসায়! ৬২

ভালবাসায় নাইকো কভু
স্বার্থ-অন্ধ ধাপ্পা চাল,
থাকে নাকো ভালবাসায়
ভাল ছাড়া মন্দ তাল। ৬৩

সব ছাপিয়ে মনের আবেগ
নিছক টানে যেদিক ধায়,
অন্তরেতে বুঝে রাখিস্
হৃদয়টি তোর তাই-ই চায়। ৬৪

প্রীতি আনে অনুসরণ
সেবামুখর অনুরাগ,
তৃপ্তি ভরা দীপ্তি নিয়ে
বেড়েই চলে জীবন যাগ। ৬৫

প্রীতি যেথায় নিষ্ঠাপূত
ঊর্জ্জীতেজে চলে,
অভিমানের স্থান কোথায় তার?
দীপ্ত হৃদয় বলে। ৬৬

ঢেউয়ের মত চলে জীবন
উঠা-নামার তাল-বেতালে,
সব কিছুরই হয় সমাধান
সাগর-স্রোতায় যদি চলে। ৬৭

মনের মানুষ থাকলে একটি
আর কি কেহ হয়?
চর্য্যা-সেবা চলতে পারে
আচরণে কিন্তু নয়। ৬৮

প্রিয়র জীবন বেসে ভাল
ভরলি না তোর কুটিল বুক,
লাখ সেবা তোর আরতি করুক
পাবি কি তুই একটু সুখ? ৬৯

নেশার চোটে আত্মহারা
সে মত্ততা কোথায় ভাল?
সেবামুখর ইষ্ট নেশা
সব নেশারই দ্যোতন-আলো। ৭০

দাঁত খিচোলেই ভাঙ্গলো প্রীতি
নয়কো ওটা প্রেম প্রকৃতি। ৭১

টাকার টানে পিরীত হয়
সে প্রেম কিন্তু কিছুই নয়। ৭২

সব আমিরই তুমি আছে
নিয়ে সত্তা-সঙ্গতি,
প্রীতি তাতে উচ্ছল হয়ে
আনেই আলোক-দীপভাতি। ৭৩

প্রীতির চর্য্যা করে ওরে
মানুষ উপায় করে চল,
বাড়বে শক্তি, বাড়বে কৃতী
বাড়বে বুকে অদম বল। ৭৪

শিষ্ট-প্রাপ্ত চল্ না নিয়ে
মৃত্যুও গাবে জয়োচ্ছল,
মানসস্মৃতি দেখবে সবাই
চোখের জলে সুটলমল। ৭৫

আকুল প্রাণের আবেগ নিয়ে
যাকে যেমন বাসবে ভাল,
মমতারই উচ্ছলতায়—
তেমনি সে হয় জীবন আলো। ৭৬

ঈশ্বরেরে ভালবেসে
যার যেমনই তৃপ্তপ্রাণ,
সেইতো পারে ভর দুনিয়ায়
করতে তেমন তৃপ্তি দান। ৭৭

---

# আত্মনিয়ন্ত্রণ

ইষ্ট-নিষ্ঠায় অটুট থেকো—
আত্মনিয়ন্ত্রণে তৎপর,
শিষ্ট সুষ্ঠু চরিত্র রেখো
লোক চর্য্যায় দিয়ে ভর। ১

ইষ্ট শাসনে শাসিত হয়ে
বিহিত চলায় চ'লতে থাক,
দেখবে— আশীস্ আসবে নেমে
না পাবায় নাকাল হবে নাকো। ২

ব্যভিচারকে সদাচারে
কে বলে নিয়ন্ত্রণ,
ভাবশুদ্ধ কৃতির হবে
শুভ সম্বর্দ্ধন। ৩

একই ধাঁচে জীবন স্রোতটি
বয় না কা'রো কোনকালে,
গাড়াপেটা যেমনতর
চলনও তা'র তেমনি তালে। ৪

উন্নতি কি হওয়া সোজা
উন্নতে নত না হও যদি—
হামবড়াইয়ের অধিকৃতি
ফাঁকিই দেবে নিরবধি। ৫

যতই কষ্ট হও না তুমি
বাসবেই ভাল তাঁ'কে,
চলার পথে দোষ যা দেখ—
শুদ্ধ হও তাঁয় দেখে। ৬

শিষ্ট পথে চলতে গেলেই
নিজেকে শাসন কর আগে
সিদ্ধ হও ব্যবহারে
বিধায়নার সুপ্রয়োগে। ৭

# আত্মম্ভরিতা

অভিমান যাব যেমন দড়
  মত তাও তাব তেমনতব।

অকৃতজ্ঞ যে অশিষ্ট যে
  আত্মম্ভবি হয় যে জন,
অধঃপাতে গতি তাহাব
  বিধ্বস্তিতেই কাটে জীবন

যা ভেবেছ তা ঠিক ভেবে
  কষে মিলিয়ে দেখলে না
অহংস্পর্ধী মনটি তোমাব
  কবে ছলনা — বুঝলে না

হামবড়াই বোধ আনেই কিন্তু
  অভিমান আব অহংকাব
শিষ্ট চলন নয় নিবিষ্ট—
  ভক্তিপ্রবণ প্রীতি তাব

নম্রা নিপুণ যতই থাক
  শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসায়
মান অভিমান থাকলে সেথা
  [illegible] প্রায়ই ভেঙে [illegible]

প্রায়ই যদি [illegible]
  [illegible]
অভিমান [illegible] হামবড়াই [illegible]
  হয়ই [illegible]

আত্মম্ভবি [illegible]
  চড়িদাবি স্বভাব হয়,
অকৃতজ্ঞ হয়ই তাবা
  পাবেন খ্যাতি কভু না কেন।

ভোগ লালসাব উচ্ছল চলন
  প্রবল হল যেই,
হামবড়ায়ী প্রবৃত্তিটি
  উঠল রুখে সেই। ৮

নিজেব গুণগান কবে সদা
  গায়ই কেবল নিজেব খ্যাতি,
নষ্ট কিন্তু সে জন জেনো
  কুৎসিত তাহাব আত্মবতি।

যাব যতই না হউক মন্দ
  আমাব ভাল চাই ই চাই—
এমনতব হীনমনাদেব
  কুৎসিত ছাড়া গতিই নাই।

খাতিব কবে না যে জন কাবো
  সবাব কাছে চায়ই খাতিব
বুঝো তাদেব হৃদয় আধাব
  প্রায়ই ভবা মন্দ মতিব।

মান অভিমান হামবড়াই যা
  সব যা কিছু ফেল ছিঁড়ে,
শবণ মনেব সার্থকতায়
  সন্তুষ্টি [illegible] ধীবে। ১২

# ব্যক্তিত্ব

নিষ্ঠা নিবেশ যেথায় আছে
হৃদয়ও তার রয় তাজা,
ব্যক্তিত্বটাও অমনতরই
সার্থকতায় পায় মজা। ১

অন্ধকারের বুকে যেমন
উথলে ঊষা ফুটে ওঠে,
ল্যালিমা-রঙিল উৎসর্জ্জনায়
তেমনি তুমি ওঠ ফুটে। ২

গাছের মুকুল ফুল-ফসলে
বিলায় যেমন আশার বাণী,
তোমার অন্তর উঠুক ফুটে
করুক তেমনি স্বস্তি-ধ্বনি। ৩

মঙ্গলতপা যে যেমন হয়—
ফোটেও তেমনি বুকের আলো,
ব্যক্তিত্বটাও তেমনতরই
তপ-দীপনায় বিভা পেল। ৪

আচার্য্য- অধ্যাপক-গুরুর প্রতি
নিষ্ঠা যেমন অটুট হয়—
উন্নতিও তেমনতরই,
ব্যক্তিত্বেরও হয় উদয়। ৫

ভালমন্দ বৃত্তি নিয়ে
যেমন চল, যেমন কর,
ব্যক্তিত্বও তোমার সে রূপ ধরে
ভাবও তো হয় তেমনতর। ৬

তোমার ব্যক্তিত্বের সু বাতাসে
হতাশা যদি কেটেই যায়,
তোমার ব্যক্তিত্বও উঠবে বেড়ে
তৃপ্তি পেয়ে পায়-পায়। ৭

মনুষ্যত্বের শিষ্ট চলায়
অনুকম্পায় তেমনি হ'য়ো
পরিচর্য্যায় স্বস্তি প্রসাদ
যেমন পার তেমনি দিও। ৮

ঝঞ্ঝার মত মহৎ চলায়
কৃতির পথে চল্ ছুটে,
সতর্কী ঐ বোধ বিবেকে
সার্থকতা নে লুটে। ৯

উপকারীর ক্ষতি করে
স্বার্থ বশে অপবাদ,
দেখ না চেয়ে কৃতঘ্নতা
ধরেই আছে তাহার কাঁধ। ১২

ধাপ্পা মেরে অর্থ খেলে
হিত করবার অছিলায়,
দুর্বিপাকে ঘিরেই রাখে
রাখতে বিধি নারেন তায়। ১৩

উপায় করতে জানল না যে
দিলেও রাখতে পারল না,
পাওয়ার কর্ম হারা হ'য়ে
সঞ্চয় করে লাঞ্ছনা। ১৪

দিতে চেয়ে স্বার্থ নেশায়
করে প্রবঞ্চনা,
দুঃখ তারে দারুণ [illegible]
[illegible] লাঞ্ছনা। [illegible]

[illegible] কথা শুনেই [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
তাহার উন্নয়ন

[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

স্বগণ-সহ এমন-জনা
আত্মবিষে হয় সাবাড়। ১৯

হিসাব পত্রে গণ্ডগোল
চোট্টাবুদ্ধি অন্তরে
তলছা মেরে চুপটি করে
পণ্ড কুটিল ছল করে
বিশ্বাসেরই দাবী করে
হিসাবপত্র [illegible]গোছাল,
সাধুর [illegible] জে টেক্কা মারে
বিছিয়ে কতই ধাপ্পাজাল। [illegible]

জন্মগত ভ্রষ্ট যারা
[illegible] দয়ায় হয় না বশ
[illegible] কেবল [illegible]
[illegible] পায় না [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

কাম-আবেশে বেহুঁস চলন
...ল-মন্দ নাই বিচার,
চোখের আড়াল না করলেও
...লবাসা নাইকো তার। ২৬

শ্রদ্ধাহারা বুদ্ধি ইতর
...ইত উপভোগ,
...ধুবন্ধরী ডাইনী চলন
...ইতো কামুক রোগ। ২৭

ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠা তোর
... তলিয়ে যেইখানে
মরণ-হানায় আসছে বিপাক
পথেতেই সেই টানে। ২৮

পরশ্রীতে কাতর হয়ে
...থা করে অত্যাচার,
...নিতে আঘাত ছোটে
...পিছুই জানিস তার। ২...

[illegible] প্রেরিতদের
[illegible] নিন্দা [illegible]
[illegible] কাঁদিস্ নাকো
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বাঁচাবাড়ার হক্ চাহিদা
ঠকিয়ে যারা চলবে লোকের,
সুদে-আসলে একদিন তা'
শুধতে হবে জানিস্ তাদের। ৩৪

মনের মাঝে চিন্তা কামের
ঢেউয়ের মত চলতে থাকে
শিষ্ট যেমন, সংহত তা'
উন্নতি তায় তেমনি ডাকে। ৩৫

অবিন্যস্ত অর্থবিহীন
এমন বৃত্তি মহড়ায়,
যে-অঙ্গেরই চালন করে
সে-অঙ্গটি নিকাশ পায়। ৩৬

সব প্রবৃত্তি সমাহারে
যাই ক'বি আর করবি,
সুফল পথে বাস্তবতায়
কৃতীর মুকুট পরবি। ৩৭

কামের তোড়ে প্রাণ যেখানে
অবশ [illegible] ধায়,
জানিস সেথায় জীবন গতি
[illegible] পায়। ৩৮

[illegible] কামের থাকলে রোখ্
[illegible]

[illegible]

[illegible]

ভক্তি-প্রীতি- ভালবাসা
নিষ্ঠা-রীতির হয় না শেষ,
উর্জ্জীতেজা হৃদয়ে তো
রয়না চর্য্যার ক্লান্তি লেশ। ১৩

পরাক্রমেও মাধুর্য বয়
ভক্তি যেথা জেগে রয়,
মোহনদীপ্তি বিকিরণায়
ধারণ-পালন কৃতিময়। ১৪

ভক্ত যে হয় শক্ত সে হয়,
শ্রদ্ধা নিপুণ নিষ্ঠাযোগে;
উর্জ্জী দ্যুতির স্ফূর্তি নিয়ে
আপদ-বিপদ রোখেই রোখে। ১৫

নিষ্ঠা-ভরা ভজন ছাড়া
ভক্তি কভু রয় না,
সেবাদীপ্ত চর্য্যা বিহীন
ভক্ত কৃতী হয় না। ১৬

ভক্তি যদি নাই থাকে তোর
শক্তি পাবি কিসে?
ভক্তিহারা শক্তি জানিস
স্থিতিকেই বিনাশে। ১৭

ভেট দিলেই যে ভক্তি হ'ল
সেটা কিন্তু নয়,
অনুরাগী পরিচর্য্যাই
ভক্তি-উৎস হয়। ১৮

জীবন-ধূপে মূর্চ্ছনা তোর
বহুক নিত্য গন্ধ ব'য়ে
কৃতির ঢেউটি চলতে দে তোর
কৃতার্থতার ছন্দ ল'য়ে। ১৯

শোষণ-লোভে শিষ্য হ'য়ে
তোষণবাণী যাই বল না,
অপকর্ম্মের অন্তর-আঘাত
ভাঙ্গবে একদিন সেই ছলনা। ২০

নিষ্ঠা অনুগতি কৃতি নিয়ে
ইষ্টকে তুমি জানবে যত,
ভক্তি জ্ঞানের পাল্লা তোমার
বেড়ে উঠবেই ক্রমেই তত। ২১

ইষ্ট জানিস পিতা-মাতার
শিষ্ট বেদন বিগ্রহ,
তাঁহার প্রতি থাকলে নতি
নিরুদ্ধ হয় নিগ্রহ। ২২

শিষ্ট নেশায় ভাববৃত্তিকে
রঙিন ক'রে ইষ্ট টানে,
আন্‌না ওরে সার্থকতায়
পিতা-মাতার কৃপার দানে। ২৩

পিতা-মাতার সংবেদন,
মূর্ত্ত স্বস্তি, মূর্ত্ত জ্ঞান,
ইষ্টেই যে মুখরিত
বুঝবি হলে ইষ্টপ্রাণ। ২৪

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম
পিতাই তপের নন্দনা
পিতৃপ্রীতি চারিয়ে আনে
সব দেবতার বন্দনা। ২৫

জগৎপাতার প্রতীক পিতা
ঐ পিতাতেই আত্মরতি
থাকে যদি মলয় স্রোতা
বাড়েই বুদ্ধি বিবেক মতি। ২৬

আরাধ্যদেব পিতাকে তুমি
নিত্য কর নমস্কার
জ্ঞানদাতা তিনিই জেনো
শিবরূপেতে তিনি তোমার। ২৭

দীপ্ত যাহার পিতৃশ্রদ্ধা
নিনড় যাহার ভক্তি দীপ,
নিষ্ঠা রাতুল নন্দনাতে
উথলে ওঠেন স্বয়ং শিব। ২৮

পিতৃ সেবায় ব্রতী যেজন
সত্তা বিবেক বুদ্ধি নিয়ে,
জীবন ধারার উর্জ্জনা তার
ফোটেই অঢেল আলো বিছিয়ে। ২৯

অস্তিত্বটা গজিয়ে উঠুক
ঐ পিতারই ধন্য বরে,
বৃদ্ধি আসুক, বোধি আসুক
স্বস্তি আসুক দেহের ঘরে। ৩০

স্থিতিমুখর মায়ের আশিস্
কৃতিমুখর বাপে টান,
পিতা-মাতার স্বস্তিবাদে
কৃতার্থতায় ভরে প্রাণ। ৩১

নিষ্ঠা-কৃতী মায়ের প্রসাদ
বোধ-দীপ্তি পিতৃতপে,
তাদের ইচ্ছা আপূরণায়
থাক লেগে তুই সাধন জপে। ৩২

পিতা-মাতায় নিষ্ঠা-ভক্তি
ইষ্ট নেশা গজিয়ে তোলে,
তপের নেশায় দীপন রাগে
জীবন জানিস কৃপায় দোলে। ৩৩

পিতা-মাতা হরগৌরী
তোর সত্তাতে একায়িত,
আরাধনার উচ্ছলাতে
রাখ করে তুই স্বস্তিগত। ৩৪

পিতা-মাতা যেমনই হোক—
ভক্তি-পূজার নিয়ন্ত্রণে
একায়িত শিষ্ট কর
নিবিষ্টতার চর্য্যা-দানে। ৩৫

পিতা-মাতার শিষ্ট নেশায়
ইষ্ট আসন যাদের পাতা,
অটল-নিটোল হয়ে তারা
জীবন কাটায় ধ'রে ধাতা। ৩৬

পিতা-মাতায় যার শ্রদ্ধা ভক্তি
সাম্য স্রোতা উজ্জ্বলা,
বোধ-বিবেকের উর্জ্জনা তার
সঙ্গতিশীল সচ্ছলা। ৩৭

পিতা-মাতার নিষ্ঠা নিটোল
পরিচর্য্যা উপাদান
স্বস্তিসহ বোধ-বিবেকের
সূক্ষ্ম দৃষ্টি করেই দান। ৩৮

পিতা-মাতার প্রিয় তুমি
যতই হবে উর্জ্জনায়
দুনিয়াটাও তেমনি ক'রে
তুলবে তোমায় বর্দ্ধনায়। ৩৯

বড় লোক বা বড় প্রাণ——
দেখবি আছে তাদের সাথে,
লোককে বড় করার চলন
সকল কাজে চিন্তাতে। ৬৭

মানুষ যাদের বড় ভাবে
চলতেও চায় তাদের দিকে,
বড় যাঁরা, তাদেয় বলি
চলতে বড়র আচার রেখে। ৬৮

বিশ্বাসঘাতী প্রতারণাই
চরিত্রে যার এস্তামাল,
সৎ-স্বভাবের সুজন পেলেই
ক'রেই থাকে হাল-বেহাল। ৬৯

কথা শুনে লক্ষ্য রেখো
কাজে করে কী,
দেখে বুঝো কাজের ব্যাপার
খাঁটি কি মেকী। ৭০

কথায় যেমন তেমনি কাজে,
সে লোকটি নয়কো রাজে। ৭১

বিনয় ভরা শ্রদ্ধা-ভক্তি
কাজে-কর্ম্মে ফুটলো যেই,
প্রতিটি হৃদয় উছল ক'রে
ধৃতির নিশান উড়লো সেই। ৭২

মিষ্টি কথা মৈত্রীভাব,
শিষ্ট আচরণ,
বংশ আর ব্যক্তিত্বের
প্রধান লক্ষণ। ৭৩

কাজ করে না পুরো কিন্তু
মজুরীর বেলায় পুরো চায়,
এমনতর লোকও কিন্তু
স্তেয়-দোষে দুষ্ট হয়;
খাটিয়ে নিয়ে পুরো যারা
দেওয়ার বেলায় যৎকিঞ্চিৎ,

চৌর্য্য-দোষে তারাও কিন্তু
দুষ্ট হবে সুনিশ্চিত। ৭৪

উত্তেজনায় অন্তরটি যার
যেমন ফুটে ওঠে
ব্যক্তিত্বও তার তেমনতরই
বুঝে রেখো বটে। ৭৫

সুন্দর যার চলন-বলন
নিষ্ঠা নিপুণ যুক্তি-জ্ঞান,
মিষ্টি মধুর বোধ-ব্যবহার
সৌন্দর্য্যেরই এই তো দান।

কুকুর ডাকে ঘেউ ঘেউ
কাক ডাকে কা-কা,
যার যেমনটি স্বভাব হয়
চালাক না হয় বোকা। ৭৭

অন্ধকারে সাদা থাকে
আলো পেলেই লাল,
পদ্ম হ'লেও নয়কো কমল,
পদলোভী মাতাল। ৭৮

চিনিই শুধু মিষ্টি নয়
বিষও মিষ্টি হয়,
করণ-কারণ দেখে তাহার
করিস্ পরিচয়। ৭৯

অকৃতজ্ঞ দেখবি যারা—
কথায় নেইকো ঠিক,
ভদ্র-শুভ্র হোক না যে-সেই
আসলে বেল্লিক। ৮০

বলায় মিষ্টি করায় খারাপ
এইতো জানিস্ কূটের মাপ

গরম কইলেও ভালই করে
তারাও সতের লক্ষণ ধরে।

যুক্তিযুক্ত সৎ কথা কয়
হৃদ্য ব্যাভার সদ্-বিবেকী
কাজে-কর্ম্মে শুভই করে
সে জন জেনো নয়কো মেকী। ৮৩

সংগ্রহে যে ব্যর্থ সদাই
কর্ত্তা হ'বার বেজায় সাধ,
বেকুব বুদ্ধি রয় সেখানে
ফেলে বেড়ায় কথার ফাঁদ। ৮৪

ভুলভ্রান্তি মানুষেরই হয়
শুধরে যদি চলিস্ সোজা,
দীপ্তি পাবি, তৃপ্তি পাবি
হাল্‌কা হবে বুকের বোঝা। ৮৫

সহজ মানুষ হও—
সৎ-শুভ যা' নির্ভুল জানা
লোকের কাছে কও। ৮৬

মানের দরদ প্রাণের নয়,—
ব্যত্যয়ী সে রাখিস্ ভয়। ৮৭

অর্ঘ্য পাবি কতশত
ধন্য-ধন্য করবে লোক,
ঐ তালেতে মাতিস্ নে তুই
রাখিস্‌নে কো লোভের ঝোঁক। ৮৮

ইয়ার্কি আর ফাজিল বকা
করায় বলায় যে যেমন,
তা' হতে তুমি বেছে নিও
অন্তরে সে লোক কেমন। ৮৯

কথায় কটু কাজে ভাল
অনুকম্পায় অটুট রোখাল,
যেমনই হোক এমন জনা
ভালই করে, নয়কো বেচাল। ৯০

ভয়াল তার জীবন
অসুস্থতায় সুস্থ ভাবে
ঔষধে নাই মন। ৯১

আমি বাঁচি, ধ্বংসে হোক সব—
ধারণা যার এই মনের,
হিংসা-দ্বেষতো তখনই আসে
ক্ষতি-বুদ্ধিও সেই জনের। ৯২

খেঁকশিয়ালের ডাকগুলিতে
রয় কি ধৃতির উছল হাওয়া?
তেমনি ডাকে দিস্‌নে রে কান
করিস না ব্যর্থ জীবন বাওয়া। ৯৩

ধাপ্পাদারী গালগল্পে
বাহাদুরী নেওয়া স্বভাব যার,
জাঁক-জমক তার যতই থাকুক
বোধ-ব্যবহার খিন্ন তার। ৯৪

অপটুত্ব নিজের যা'-যা'
সে-সব কজন বুঝে থাকে?
মানুষের শুধু দোষ দিয়ে তারা
নিজের দোষটি পুষে রাখে। ৯৫

জানে না কিন্তু অনেক বলে
অধঃপাতে তারাই চলে। ৯৬

স্বভাবটাইতো তোমার হওয়া
যেমন স্বভাব তেমনি তুমি,
তেমনতরই চলন-বলন
তেমনি তোমার চিত্ত ভূমি। ৯৭

অর্থ আছে কোথায়?—
লোকদরদী হৃদয় নিয়ে
সত্তাচর্য্যা যেথায়। ৯৮

ধনী তবে কে?
বাঁচা-বাড়ার পরিচর্যায়
লোকস্বার্থী যে। ৯৯

বিদ্যে আছে কার?—
জানে-শোনে করে অনেক

বেশ্যা, দুষ্টা, কলঙ্কিনী—
হও না তুমি যেমনতর,
শ্রেয়নিষ্ঠ আনুগত্যে
কৃতিচর্য্যায় হবেই বড়। ২৮।

নিষ্ঠা-স্রোতা কৃতি চলন
অনুরাগের রঞ্জনা
যতই বাড়ে ততই আসে
ভর দুনিয়ার বন্দনা। ২৯

নিষ্ঠা যদি থাকেই তোমার
আগ্রহশীল রাগে
যা হয়ে যা করতে হবে
ফেলবেই ক'রে আগে। ৩০

নিষ্ঠা যদি না থাকেই তোমার
আগ্রহশীল রাগে
করবি ব'লে ভাববি যেটা
আসবে কমই বাগে। ৩১

ভঙ্গপ্রবণ নিষ্ঠা যেথায়
সে নিষ্ঠা কিন্তু নিষ্ঠাই নয়,
আবেগ-ঝোঁকা বিচ্ছিন্ন যা
ভক্তি জ্ঞান কি তাতে হয়? ৩২

বীর্য্যতেজা নয়কো নিষ্ঠা
আনুগত্যে নাই উর্জ্জনা,
কৃতি সম্বেগ ছিন্ন-ভিন্ন
আসবে কিসে বর্দ্ধনা? ৩৩

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
শ্রেষ্ঠে নিবদ্ধ নয়কো যার,
ব্যক্তিত্ব ভরা চঞ্চলতা
নয়কো সুষ্ঠু জীবন তার। ৩৪

নষ্ট পুরুষ নষ্ট নারী
তারাও হলে ইষ্ট-নিষ্ঠ,
অনুশীলনী কৃতি সেবায়
তারাও তো হয় জ্ঞানগরিষ্ঠ। ৩৫

শতেক পাপের পাপী হলেও
শ্রেয় নিষ্ঠা হৃদয় ভরা,
যেমনতর যাই না হোক
জীবন তাদের দুঃখহরা। ৩৬

আগ্নেয়গিরির ফোয়ারা আছে
আগুন কি তোমার অন্তরে নাই?
ইষ্ট-নিষ্ঠা অটুট রেখো
আগুনটাতো সক্রিয়তাই। ৩৭

ইষ্ট-দেবের কী অভিযান
কখন তিনি কেমন চান,
নিষ্ঠ যারা শিষ্টভাবে
বুঝেই করে তার বিধান। ৩৮

তাড়ন-পীড়ন যাই আসুক না
থাকলে সৎ-এ নিষ্ঠা দড়,
ঐ নিষ্ঠা অনুগতি কৃতি
করেই থাকে লোককে বড়। ৩৯

ঈশ্বরেরই কুকুর তুমি
নিষ্ঠা শিকল গলায় পরা,
ডাকলে তিনি কাছে আস,
তাড়ালে থাকো দূরেই খাড়া। ৪০

কুকুরের থাকলে প্রভুভক্তি
আনুগত্য প্রীতি প্রবল,
প্রভুর নির্দেশ ছাড়া খায় না
লোভনীয় যা থাকে সকল;
প্রভুর বিরহে জীবন ত্যাজে
অনেক কুকুর এমনি দেখো,
নিষ্ঠা আনুগত্য কৃতি
দেখে বুঝে পারতো শিখো। ৪১

নিষ্ঠা অনুগতি কৃতি
নাইকো যাদের এমন মানুষ
অধম ব'লে বুঝে নিও
পশু হতেও অনেক বেহুস,
প্রভুকে চেনা, প্রভুকে মানা—
এমনতর শক্তি আছে,
বোধনা নিয়ে অসাধ্য সাধন
করতে কত লোক দেখেছে। ৪২

আরো বলছি আবার আবার
নিষ্ঠাতে বিপর্যয় এনে,
বিক্ষত তায় করিস নাকো
অশিষ্ট ব্যভিচার হেনে। ৪৩

নিষ্ঠা যাতে অবসন্ন হয়
কিংবা ভাঙ্গন ধরে তায়—
এমন কিছু করিস নাকো
আত্মঘাতী তাতেই হয়। ৪৪

নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতি
যাতে যেমন বয়;
বোধ-বিবেক আর বুদ্ধি জেনো
তেমনতরই হয়। ৪৫

হীনে নিষ্ঠা, আনুগত্য
কৃতিচর্যা রয় যেথায়,
হীনত্বেই তার জীবন চলে
রয় হীনতা পায়ে পায়। ৪৬

একমুষ্টি ধূলিও যদি
গুরুর আশিষ হয় তোর,
নিষ্ঠা থাকলে সে মূলধনেই
অনেক বাড়ায় জীবন ভোর। ৪৭

পথের কড়ি ইষ্ট নিষ্ঠা
নিরেট হয়ে থাক সেথায়,
সেবা, শ্রদ্ধা, কৃতি সম্বেগ
স্মৃতি চর্য্যা জাগে যেথায়। ৪৮

ইষ্ট নিষ্ঠা সাম্য আনে
সরল করে জীবন বল,
বিবেক-বিচার, ধৃতির চলন
তেমনি তাহার হয় অটল। ৪৯

জপতপ তুমি লাখ কর না
তত্ত্ব কথায় সাঁতার কাট,
জীবনদ্যুতিই জাগবে নাকো
দুষ্ট-নিষ্ঠায় থাকলে খাট। ৫০

সুসময়ে প্রভাত এলেই
দোয়েল-শ্যামার গানের সুর,
মলয় নিটোল দীপ্তপ্রাণে
ছড়িয়ে পড়ে বহুত দূর;
নিষ্ঠা-প্রভাত যেমনি ফোটে
অন্তরেও তেমনি সুর
ঘটে ঘটে ছড়িয়ে পড়ে
বিছিয়ে যায় সে অনেক দূর। ৫১

ইষ্ট-নিষ্ঠ কৃতিচর্যায়
বিভবের অভাব কী
ছাইয়ে ফলে সোনা তাদের
জলে গজায় ঘি। ৫২

নিষ্ঠায় পরাক্রম নাই যদি রয়
নাই যদি থাকে উর্জ্জনা,
নিষ্ঠা তোমার আছে কি নাই—
বলবে প্রকৃতি 'না গো না'। ৫৩

যেমনতর নিষ্ঠা আবেগ
তেমনতরই ধ্যান,
তেমনতরই চলন-ফেরন
তেমনি বোধ ও জ্ঞান। ৫৪

নিষ্ঠা আনে প্রাণের দ্যুতি
নিষ্ঠা আনে উছল প্রাণ,
নিষ্ঠাতেই তো জীবন গজায়,
নিষ্ঠায় বাড়ে জীবনখান। ৫৫

নিষ্ঠা যেমন যার,
প্রকৃতিও তেমন তার। ৫৬

নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য ছেড়ে
ফেরেই অবাস্তবের পিছু। ১৩২

জংলী কুকুরের লক্ষণই এই
নিষ্ঠা নাই তার অন্তরে
মাংস লোভে খুঁজে বেড়ায়
এদিক সেদিক কন্দরে। ১৩৩

নষ্টামি তো জাল পেতেই ব্যয়
করতে নষ্ট সজ্জনে,
ভ্রষ্ট পথে ছিঁচড়ে নিয়ে
লোভ দেখায়ে শুধু টানে। ১৩৪

নামে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর
রুদ্ধ কামের বোধাগ্রহ
কু-আচারে দেশ-সমাজের
ক'রছে বিষম কী নিগ্রহ! ১৩৫

অসৎ ব্যাভার নয়কো ভাল
যতই ক্ষমা যেই করুক না,
অসৎ বৃত্তি গর্জ্জে উঠে
আনেই কিন্তু লাঞ্ছনা। ১৩৬

ষড়রিপুর প্ররোচনা
ভাঙ্গতে পারলে নিষ্ঠা-ডোর,
তেমনতরই হীন ব্যক্তিত্ব
অন্তরেতে আছে তোর। ১৩৭

নিষ্ঠায় ভাঙ্গন ধরলেই কিন্তু
শিষ্টাচারটি ব্যাহত হয়,
স্বল্পকালেই চললে অমনি
ব্যতিক্রমের দিকেই ধায়। ১৩৮

দেখছ যখন ইষ্টনিদেশ
পালায় আসছে গাফিলাতি,
তখনই বুঝো ধরছে ঘুণে
নিষ্ঠা অনুগতি-কৃতি। ১৩৯

ইষ্টনিদেশ ব্যতিক্রমী
কথা-কায়দা, চাল-চলন—
শুনলে-করলে সায় দিলে তা'য়
নিষ্ঠাতে তোর ধরবে ভাঙ্গন। ১৪০

ইষ্ট কিংবা শ্রেয় নিদেশ
অগ্রাহ্য যেই করলে তুমি,
নিছক জেনো-অন্তর তোমার
হামবড়ায়ের বৃত্তিভূমি। ১৪১

শ্রেষ্ঠগর্ব না থাকলে তোর
গৌরব হবে কিসে?
শ্রেয়ার্থবাহী এ গর্বই কিন্তু
দিগদর্শনের দিশে। ১৪২

প্রবৃত্তি অসৎ যেমনই হোক না
লিপ্সা-উপভোগে লাগাস না,
শ্রেষ্ঠ সর্ব্বর্দ্ধনী লোকহিতী সেবায়
অশুভ নিরোধে লাগাস তা;
প্রবৃত্তিগুলোব এই চর্য্যায়
স্বস্তি-আশিসে হবি ভোর,
প্রবৃত্তির অধীন হবি নাকো
স্বস্তিতে রবে সত্তা তোর। ১৪৩

নিষ্ঠাবিহীন প্রণয় যাদের
আনুগত্য কৃতিহীন,
বৃত্তি মাতাল হয়ে চলে—
সত্তা যাতে হয়ই ক্ষীণ। ১৪৪

বস্তাপচা করলি জীবন
নড়লি নাকো এতটুকু,
ভগবানের দোষ দিয়ে তুই
মুখের কথায় হলি পটু। ১৪৫

ইষ্ট নেশার ক্ষীণ স্রোতও তুই
ব্যাহত করে ফেললি যেই,
ঠিক বুঝিস্ তুই অন্তরে তোর
ব্যতিক্রম ছাড়া গতি নেই। ১৪৬

স্বার্থনিষ্ঠ অনুরাগে
অর্থ-মানের প্রতিষ্ঠায়
ভাঁওতাবাজি চললে করে—
প্রকৃতি নিজে তাকে তাড়ায়। ১৪৭

ঠগ্‌বাজি আর ধাপ্পাবাজি
নিষ্ঠা-লোকচর্যা হারা—
দুর্ভাগ্য সেথায় এগিয়ে আসে
দুষ্ট দুঃখে হয়ই সারা। ১৪৮

অন্ধকারের গহন তমোয়
আলো কি কভু ফুটতে পারে?
পাপের চিন্তা চলন করণে
পাপই চলে শুধু বেড়ে। ১৪৯

নিষ্ঠাভাঙ্গা মেয়ে-পুরুষ
প্রবৃত্তিমুখী হয়ই হয়,
সত্তা সেবা শিষ্ট তালে
হয়না কভু, নষ্ট পায়। ১৫০

শ্রেয়নিষ্ঠা নাইকো যাদের
মেয়ে-পুরুষ যেই না হোক,
ভণ্ডুল তাদের জীবনগতি
অশিষ্টতেই তাদের ঝোঁক। ১৫১

অসৎ বুদ্ধির ভাঁওতা নিয়ে
স্বার্থ সেবায় চলবি যত,
আসবে বিপদ দরিদ্রতা
অমনি করে তেমনি তত। ১৫২

অসৎ বুদ্ধি যাই কর না
যেমনতর গুপ্ত ভাবে,
ফাঁকে পেলেই সে মারবে ছোবল
আনবে ব্যাঘাত, ক্লিষ্ট হবে। ১৫৩

সব প্রবৃত্তির সু-এর টানে
একনিষ্ঠ যে জন হয়
ব্যক্তিত্ব তাকে ব্যাপ্তি নিয়ে
কৃতিযোগে গাহেই জয়। ১৫৪

তোয়াজ খেয়ে যে সব নিষ্ঠা
অভিমানে পুষ্টি পায়,
নিপট নিষ্ঠা নাইকো সেথায়
লুব্ধ মানই তারাই চায় ১৫৫

ইষ্ট সেবার ভাঁওতা নিয়ে
স্বার্থ সেবা করেই যে,
ব্যর্থতা তার হাতছানিতে
ডেকেই থাকে সত্তাকে! ১৫৬

অভিমান কিংবা বন্ধুত্ব-ত্যাগ
শয়তানেরই উর্জ্জনা.
ফুরসৎ পেলে আনেই ব্যাঘাত
আনে নিষ্ঠুর বর্জনা। ১৫৭

হামবড়াই যাদের অন্তরেতে
বাসা বেঁধে বসত করে,
জ্ঞানদীপ্ত হয় না তারা
অসৎ পথই তারা ধরে। ১৫৮

নিষ্ঠাবিহীন প্রাণ
কোথায় তাহার পূজা দীপ্তি,
প্রবৃত্তিতেই টান। ১৫৯

অপরাধ যদি করেই থাকো
সেটা নয়কো সমীচীন,
নিষ্ঠা নিপুণ ক্ষমায় এনো
স্বস্তি রহুক তোমায় লীন। ১৬০

অন্যায় কিংবা অপঘাত যা
লোক-বেদনা সৃষ্টি করে,
ঐ বেদনা বেফাঁস চ'লে
সত্তাকে কিন্তু চেপেই ধরে। ১৬১

ভাবভরা তোর কুৎসা কেবল
সবল নস তুই কোন কালে,
শক্তি তাতে বাড়বে কোথায়?
চলবে জীবন ওই তালে? ১৬২

অশিক্ষিতে শিক্ষা দেওয়া
বরং অনেক সোজা হয়
কুশিক্ষিতের শিক্ষক হওয়া
সেটাই কঠিন, সোজা নয়। ৩০

যেটুক জানিস যেটুক বুঝিস
খাটাস সেসব মঙ্গলে
জানা-বোঝার তাল পাকাসনে
কল্পনারই জঙ্গলে। ৩১

দীক্ষা নিয়ে শিক্ষা ধরিস
আচার্যকে করে সার
আচরণী বোধ চয়নে
জ্ঞানের সাগর হ না পার। ৩২

বই পড়ে তুই হলি যে বই
বইয়ের নিদান ধরলিনা
ধরে করে না চললে কি
জাগবে বোধের নিশানা? ৩৩

লেখাপড়া করবি যখন
মন মাথাতে নিস এঁকে
লিখে সেটা পরখ করিস
যায় কি না যায় তা বেঁকে। ৩৪

ঝোঁক না বুঝে শিক্ষা দিলে
পদে পদে কুফল মিলে। ৩৫

নিষ্ঠাবিহীন যে অধ্যাপক
চরিত্রে সু-জেল্লা নাই
নীতি-আচার পালে না যে
শিক্ষার্থী পাবে কোথায় ঠাঁই? ৩৬

শিক্ষক-চরিত্র এমন হবে
ছাত্রের তিনি শিক্ষক পিতা
পিতা হলেই হতে হবে
উন্নতিশীল চর্যা-পাতা। ৩৭

বাস্তব যা দেখে বুঝে
বিশ্লেষণ আর সংশ্লেষণে
বুঝে সুঝে সাবুদ চলায়
হবি বিজ্ঞ বিজ্ঞানে। ৩৮

ভুল করে যে খায়নি ধমক
পায়নি কোন লাঞ্ছনা
ভুল তাহারে ভুলিয়ে নিয়ে
করেই জ্ঞানে বঞ্চনা। ৩৯

বই পুস্তকে তত্ত্ব শেখা
হয় না বইয়ের পাতা খুঁজে
বাস্তব জ্ঞান পেতে হবে
তথ্যটাকে জেনে বুঝে। ৪০

পারিবারিক শিক্ষাই আদি-শিক্ষা
স্বভাব চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে
পরিবারের এইটি দেখে
সেইগুলি সব লোকে ধরে। ৪১

শিক্ষকদের পরিপালন ভার
গ্রামের কিন্তু নেওয়া ভাল
নইলে শিক্ষক চাকরি বশে
হয়ে ওঠে ক্রমেই কাল। ৪২

জ্ঞানী হবি, চতুর হবি,
করবি নিয়ন্ত্রণ সেই জ্ঞানে
লোকের যাতে হয়ই ভাল
সেইটি যেন রয় প্রাণে। ৪৩

বিজ্ঞান সাহিত্যে ভেদ করিসনে
বিজ্ঞান দেখ সাহিত্যে কোথা!
সাহিত্যটা দেখ বিজ্ঞানে
এমনি দাঁড়ায় আন সমতা। ৪৪

আইন-কানুন বিজ্ঞান সাহিত্য
যেমন যেথায় দেখতে পাবি

সমত্বেরই চক্ষু দিয়ে
সে সবগুলি কুড়িয়ে নিবি। ৪৫

বিদ্যার আদিম লক্ষ্যই জানিস
অমৃতকে খুঁজে পাওয়া
ঐশ্বর্য জ্ঞান বিভবাদি
ঐ পথেতেই কুড়িয়ে নেওয়া। ৪৬

ভালটাকে জানবেই তো
মন্দটাকেও নিও বুঝে
ভালয় মন্দ, মন্দে ভালো
সেটাও নিও নিও সুঝে। ৪৭

শিক্ষকতা করতে গেলেই
ছাত্রদের ধাত বুঝে নিও
ভাল লাগার রকম দেখে
সেই পথেতে শিক্ষা দিও। ৪৮

ধাতের উল্টো চলতে গেলে
যতই শেখাও হবেই কম।
শিক্ষা সাধু হবে নাকো
উড়িয়ে দিলে রুচি-রকম। ৪৯

ঠিক জানিস্ যা শিক্ষা দেওয়ার
আবেগ থাকা ভালইতো
তাই বলে তার ফেরীওয়ালা হয়ে
করিসনে কৃষ্টি অবনত। ৫০

উপাধি যাদের ব্যাধি হয়ে
কাণ্ডজ্ঞানকে করেছে নষ্ট
শিক্ষক-নেতা নয়কো তারা
একথা জানিস্ খাঁটি স্পষ্ট। ৫১

গুরু, শিক্ষক যাই বল না
শিক্ষা নিচ্ছো কাছে যাঁদের
আনুগত্য নিয়ে সেথায়
যেমন পার দিওই তাঁদের। ৫২

গুরু যদি অপমান করেন
বাড়েই শিষ্যের মান,
তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনায় হয়
জ্ঞানের অভিযান। ৫৩

নতুন কাউকে দেখলে পরে
মিষ্টি চোখে তাকিয়ে দেখো
আগাগোড়া দেখে তাহার
বিশেষত্ব মনে রেখো। ৫৪

যতটুক গল্প হলো
বলা-কওয়ায় শুনলি যা
সেটুকু আগে অভ্যাসে আন্
ক্রমেই আসবে আরো তা। ৫৫

শিক্ষা দিও এমনিভাবে
বুঝতে না পারে শিখছে সে
কৃতিও সে তেমনি হয়
বুঝবে না সে তরাসে। ৫৬

অঙ্কশাস্ত্রই মেধামিতি—
আয়ত্তে বাড়ে পরিমাণ,
মেধা-দীপ্তি নিয়ে আসে,
আনে সমস্যার সমাধান। ৫৭

বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ে
যতই বিদ্যা শিখুক না,
বাড়ীর শিক্ষা সুষ্ঠু নইলে
শিষ্ট স্বভাব হয়ই না. ৫৮

অন্যায়-আচার দেখলে শিষ্যের
শাসন-নিয়ন্ত্রণ না করলে গুরু,
তমসারই আবছা আঁধার
ক্রমেই কিন্তু হয়ই শুরু। ৫৯

তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনাতে
হয় না যাদের হৃদয় ম্লান,
সত্তা তাদের স্বতঃই শিষ্ট
কৃতি-উচ্ছল হয়ই প্রাণ। ৬০

আসবে সুযোগ সুফল সাথে
জয় গম্ভীর হাঁকে। ১৯৬

চলা বলা যা কিছু তোর
ইষ্টস্বার্থ সমর্থনে
অস্তিত্বকে বিলিয়ে চলবি
ওই পথেতে নিয়ন্ত্রণে,
শাস্ত্র নীতি ন্যায়পরতা
চলায় বলায় পড়বে ধরা,
দুনিয়াটা হাসিব ভরে
উঠবে হয়ে উজল করা। ১৯৭

কথা দিলেই করতে হবেই
নিশ্চয় জানিস মনে,
না পারলে তুই বুঝিয়ে তাবে
জানাবি সেই ক্ষণে। ১৯৮

[illegible] ভেবেই তুই শ্রান্তিভরে
ক্ষান্ত [illegible] যাসনে দমে
[illegible] চলতে পারে
[illegible] উদ্যমে। ১৯৯

[illegible] তুই কি করছিস
[illegible]
[illegible] কর
[illegible]
[illegible] তুই
[illegible] উড়বে ব্যথা,
[illegible] নি
[illegible] না তা

সহ্য যত করবি হবি
ক্ষমার অধিকারী
ক্ষতি না করে করিস ক্ষমা
শক্তি পাবি ভারি। ২০১

চাল-চলন তোর ঋজু রেখে
চলিস অনুক্ষণ
পড়শী দিগের স্বার্থ হয়ে
বাঁধিস তাদের মন
উৎপাতা সব ঠক প্রতারক
থাকেই চারিধার,
ছাইয়ের মত উড়বে তারা
করবে কী তোমার! ২০২

[illegible] অপকর্মের
ফলগুলি তোর কাটছে কি না
বুঝতে দেখবি চরিত্র তোর
উচ্চ ঝোঁকে ছুটছে কি-না। ২০৩

# সাধনা

করতে গেলে যা যা করে
হাসিল তাহা হয়,
সেই চলনে চললে তবে
সাধন তারে কয়।

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, মান
রুদ্ধ করে পরিত্রাণ।

সাধ হবে তোর যেমনতর
সাধনায়ও তেমনি,
দুঃখ-বাধা হটিয়ে দিয়ে
সিদ্ধিও পাবি [illegible]।

বাধার কথা শুনিস নে [illegible]
ইষ্টপানে চল
[illegible]
[illegible]

ঊষা নিশায় মন্ত্রসাধন
চলাফেরায় জপ
যথাসময় ইষ্ট নির্দেশ
মূর্ত করাই তপ।

তুই যদি তোর ইষ্ট পথে
চলতে নারিস পাকা
তোরে ধরে চলছে যারা
তারাও চলবে ফাঁকা।

বস্তু-হারা শুধু যেমন
[illegible]
[illegible]
[illegible]

# শিল্পকলা

বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ
কলাবিদ্যার কৃতি বিভব
ইষ্ট-নিষ্ঠ ভজনারই
সবই জানিস দ্যোতন স্তব;
ওগুলিকে বরবাদ করে
সংস্কৃতির ইষ্ট সেবা,
হয় না কিন্তু ঠিকই জানিস,
রুদ্ধ হয়ই ইষ্ট-বিভা। ১

গানও কভু নয়কো গান,
আমোদও কিন্তু মিছে সব,
যদি না তাতে উথলে ওঠে
নিষ্ঠারতি কৃতি-বিভব। ২

ভাব বিতানে সুরের নাচন
সঙ্গতিশীল না হলে
গান কি আসে দোদুল দোলায়
মাধুর্য ঢেউয়ে পাল তুলে? ৩

সঙ্গীতে হয় শ্বাসের ব্যায়াম
দেহের ব্যায়াম নাচে
এই ব্যায়ামই আদত ব্যায়াম
নেই কিছু এর কাছে। ৪

অভিনয়ের সার্থকতা
ধৃতিমুখে বিরাজ করে,
ধী ও প্রীতির দ্যোতন দোলায়
সব জীবনকে আগলে ধরে। ৬

আচার-ব্যবহার সৎ বোধনা
সুচরিত্র যেথায় নাই,
অভিনয় কি করে কিছু
কুৎসিততার সেথায় ঠাঁই। ৭

সাত্বত হয় সেই অভিনয়
উৎকর্ষে যা নিয়ে যায়
নিটোলভাবে জয় করে যা
অপকৃষ্ট উদ্দীপনায়। ৮

অভিমুখে নিয়ে যায় যা—
যে আদর্শের অনুক্রিয়ায়,
অন্তরেরই উদ্দীপনায়
উচ্ছলতার আবেগে ধায়;
এমনতর রঙ্গ লীলায়
অভিনয় লোকে বলে থাকে
আচার-ব্যাভার চালচলনে
তাকে সঞ্জীবিত রাখে। ৯

শিষ্ট-শুভ সেই অভিনয়
স্বস্তি শিক্ষা যাতে থাকে
দীপন দ্যুতির সংবর্ধনায়
স্বতঃই জাগায় জীবনটাকে। ১০

সত্তা সেবী শিষ্ট চলন
যে ব্যাপৃতি উস্কে দেয়
যাত্রাগীতি তাকেই জেন
নইলে যাত্রা সেতো নয়;
জীবন যাত্রার জয় যা আনে
উছল করে জীবন পথ,
সেই গতিইতো জীবন গতি
সেই গতিইতো ধৃতি রথ। ১১

ীবনীয় সার্থকতায়
বিনায়িত অভিনয়—
্যক্তিত্বকে উছল করে
তারই করে উপচয়। ১২

অভিনয়ী অনুক্রিয়া
শিষ্ট মিষ্ট বিশেষ হলে—
লোক-হৃদয়ও তেমনি করে
নেচে ওঠে তালে তালে। ১৩

# বৃত্তি ধৰ্ম্ম

াপন স্বার্থে ব্যস্ত যারা
দুর্দ্দশাতে হয়ই সারা। ১

াস্তি এলো সেই—
উৎস-বিমুখ চলন-বলন
াসলো পেয়ে যেই। ২

পেতেই শুধু আত্মীয়তা
ক চালাকের এই মূঢ়তা। ৩

যে-ভাব হ'তে চাহিস্ ত্রাণ
তা হতে ঝোঁক ফিরিয়ে আন্। ৪

পাপ-স্বভাবের সমর্থনে
াপমুক্ত হ'তে যাওয়া
ভণ্ড কথা জানিস্ ওটা
ঝাঁক কিন্তু পাপেই ধাওয়া। ৫

মনের মতন না হ'লে যার
নটা ক্রোধে লালে লাল,
দিগ্‌বিজয়ী দুর্দ্দশাতো
দৌড়ে ধরে তার নাগাল। ৬

চাক্ষুষেরে দিয়ে বিদায়।
শোনা কথায় ঝাঁকে,
দুনিয়ায়, সে কেনা বেচায়
ফাঁকিই পেয়ে থাকে। ৭

যে-বৃত্তিকে করবি খাতির
সেই হবেরে শক্তিমান,
তারই হেল্লায় হবিরে তুই
ঊর্দ্ধ অধে অধিষ্ঠান। ৮

হামবড়ায়ী অহমিকা
ক্রুদ্ধ অভিমানে ফোলে,
বাধা যা তায় করতে নিকাশ
সমর্থনী কাঁদন তোলে। ৯

কাম, ক্রোধ জানিস্‌রে তুই
তখনি দোষের অতি
ইষ্টস্বার্থ হটিয়ে যবে
লোকের করে ক্ষতি। ১০

ইষ্টপ্রীতি অবসন্ন
স্ত্রী-প্রভাব প্রবল,
বংশ এতে অবশ হয়ে
খায় মরণের জল। ১১

উপকারীর ক্ষতি করে
স্বার্থ বশে অপবাদ,
দেখ না চেয়ে কৃতঘ্নতা
ধরেই আছে তাহার কাঁধ। ১২

ধাপ্পা মেরে অর্থ খেলে
হিত করবার অছিলায়,
দুর্বিপাকে ঘিরেই রাখে
রাখতে বিধি নারেন তায়। ১৩

উপায় করতে জানল না যে
দিলেও রাখতে পারল না,
পাওয়ার কর্ম হারা হ'য়ে
সঞ্চয় করে লাঞ্ছনা। ১৪

দিতে চেয়ে স্বার্থ নেশায়
করে প্রবঞ্চনা,
দুঃখ তারে দারুণ বেগে
দেয়ইরে লাঞ্ছনা। ১৫

লোকের কথা শুনেই যারা
নিন্দা নিয়ে চলে,
বিষাদ-সহ বিপদ তাদের
পদে-পদেই ফলে।১৬

কেবল পাওয়ার ফন্দী যাহার
দেবার হাতটি হত চেতন,
এক ডাকেতে বলছি আমি
ব্যর্থ তাহার উন্নয়ন। ১৭

প্রবঞ্চকের মনটি ভরা
বঞ্চনারই ভয়,
যাচা-লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে
মেগে আনে ক্ষয়। ১৮

শ্রেষ্ঠ সৎ এর কুৎসা রটায়
স্বার্থ নেশায় অত্যাচার,
স্বগণ-সহ এমন-জনা
আত্মবিষে হয় সাবাড়। ১৯

হিসাব পত্রে গণ্ডগোল
চোট্টাবুদ্ধি অন্তরে
তলছা মেরে চুপটি ক'রে
পণ্ড কুটিল ছল করে,
বিশ্বাসেরই দাবী করে
হিসাবপত্র গোছাল,
সাধুর খুঁজে টেক্কা মারে
বিছিয়ে কতই ধাপ্পাজাল। ২০

জন্মগত ভ্রষ্ট যারা
সৎ বা দয়ায় হয় না বশ,
ভয়েই কেবল অনুগত
শুভের পথে পায় না রস। ২১

হামবড়ারী নির্ম্মাল্য যা
নিলেই এমন দান,
ভবিষ্যতে বিড়ম্বনায়
ঘায়েল করে প্রাণ। ২২

পণ্ডিতি যার উপদেশেই
কাজের ভিতর ম্লান,
মূর্খ সে জন ছন্নছাড়া
নাইকো পরিত্রাণ। ২৩

সংহতিতে ভাঙ্গন ধরায়
চাল-মোলায়েম যমের দূত,
এমন এদের সাহচর্য্যে
হর মানুষ হয় জ্যান্ত ভূত। ২৪

নিজের ত্রুটির ধার না ধেরে
পরের ঘাড়ে দোষ চাপায়,
অহংমত্ত এমন বেকুব
ক্রমে-ক্রমেই নষ্ট পায়। ২৫

কাম-আবেশে বেহুঁস চলন
ভাল-মন্দ নাই বিচার,
চোখের আড়াল না করলেও
ভালবাসা নাইকো তার। ২৬

শ্রদ্ধাহারা বুদ্ধি ইতর
াহিত উপভোগ,
ধুরন্ধরী ডাইনী চলন
সেইতো কামুক রোগ। ২৭

ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠা তোর
ায় তলিয়ে যেইখানে
মরণ-হানায় আসছে বিপাক
ঐ পথেতেই সেই টানে। ২৮

পরশ্রীতে কাতর হয়ে
যথা করে অত্যাচার,
বিনীত আঘাত ছোটে
পিছু পিছুই জানিস তার। ২৯

ভব দুনিয়ায় প্রেরিতদের
বিভেদ গাথায় নিন্দা করে,
সমর্থন তুই করিস্ নাকো
সেজন হতে থাকিস্ স'রে। ৩০

যখন যেটার হয় প্রয়োজন
শরীর-মনের খোরাক দিতে
না পেলেই তা' বিগড়ে যাওয়া—
সহনশীল নয় স্বভাবটিতে। ৩১

আহব তোদের সেইখানে—
ইষ্টানুগ বাঁচা বাড়ায়
াঘাত ব্যাঘাত যেইখানে। ৩২

দুর্ব্বলতা অলস চক্ষু
াটিমিটি চায়,
বৃত্তি পথে দিয়ে হানা
াগে পেলেই খায়। ৩৩

বাঁচাবাড়ার হক্ চাহিদা
ঠকিয়ে যারা চলবে লোকের,
সুদে-আসলে একদিন তা'
শুধতে হবে জানিস্ তাদের। ৩৪

মনের মাঝে চিন্তা কামের
ঢেউয়ের মত চলতে থাকে
শিষ্ট যেমন, সংহত তা'
উন্নতি তায় তেমনি ডাকে। ৩৫

অবিন্যস্ত অর্থবিহীন
এমন বৃত্তি মহড়ায়,
যে-অঙ্গেরই চালন করে
সে-অঙ্গটি নিকাশ পায়। ৩৬

সব প্রবৃত্তি সমাহারে
যাই ক'বি আর করবি,
সুফল পথে বাস্তবতায়
কৃতীর মুকুট পরবি। ৩৭

কামের তোড়ে প্রাণ যেখানে
অবশ চলায় ধায়,
জানিস্ সেথায় জীবন গতি
বেকুব চলন পায়। ৩৮

তল্ছা কামের থাকলে রোখ্
সঙ্গ নেশার মত্ত ঝোঁক,
ভয় সমীহ শ্রদ্ধা-মান
দূরত্বজ্ঞান হবেই ম্লান,
আদর সোহাগ মাখামাখি
স্পর্শ-লিপ্সা ডাকাডাকি
জাহান্নামের ইশারাটি
ডাকছে তোরে জানিস খাঁটি,
সামাল বেকুব সাবধান হ'
মন টেনে তুই দূরেই র'। ৩৯

পর চর্চ্চায় সহস্র মুখ
শুধরানে নাই আগ্রহ,

আপনার দোষ নাই নজরে—
ছোটেই পিছু নিগ্রহ। ৪০

আত্মস্বার্থী ভোগ-লালসায়
বিলোল ভালবাসা,
কাম্য নিয়ে স্বার্থসিদ্ধি
সেইতো সর্ব্বনাশা। ৪১

বাঁচা বাড়ার প্রয়াস পথে
বৃত্তিগুলির উপভোগ,
সহজ মানুষ এমনি চলে
সার্থকতায় পেতে যোগ। ৪২

ষড়রিপুর ছয় কুঠুরী
লাখ-চাহিদার বাস,
আপন নেশায় বাতুল সবাই
নাই কোন নিকাশ,
রিপু-রঙ্গিন নেশায় পাগল
চাহিদাগুলিকেই
বৃত্তি ব'লে জেনে রাখিস্
যেমন বুঝিস্ যেই। ৪৩

বৃত্তিগুলো সত্তাটাকে
টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়েই খায়,
শ্রেষ্ঠপ্রাণ হ'লে কিন্তু
ও-সব হ'তে রেহাই পায়। ৪৪

করার ঝোঁকটি নিবু-নিবু
বাধায় নাজেহাল,
এমনি হ'লেই দেখিস্ খুঁজে
কোথায় কামের জাল। ৪৫

ইষ্টপ্রীতি মলিন যেথায়
ইচ্ছায় অবসাদ,
নিশ্চয় জানিস্ কাম-ডাইনী
ধরেছেই তোর কাঁধ। ৪৬

কাম যেখানে কামিনী চায়
কামোদ্দীপ্তি নিয়ে,
লাঞ্ছনারই মাল্য তাহার
লাগে কণ্ঠে গিয়ে। ৪৭

করবি নাকো, চাইবি শুধুই
করবি আপসোস্ নাইকো কেউ,
পেঁচি বেকুব স্বার্থ-অন্ধ
বেড়াল ডাকিস্ মেউ-মেউ। ৪৮

মান-গরবে অহংবশে
ধরলি রে ধাঁজ বেকুব চতুর,
চলনে তোর দিগ্‌গজী ভাঁজ
দেখতে যেন ক্ষিপ্ত কুকুর। ৪৯

আপন মায়ে ভক্তি ফোটে না
ভক্তি পরের মায়ে
ভক্ত জানিস্ কারুর নস্ তুই
ফিরিস্ বৃত্তি দায়ে। ৫০

মা-মাসী বোন নিজের যারা
টান মোটে নাই তার প্রতি
পরের মা-বোন, পরের মাসী
নিয়েই যাহার সঙ্গতি,
মত্ত অলীক অজান বেকুব
বুঝেও বুঝতে চায় না যে,
অবাধ্য কাম অজানভাবে
ধরেছেই, টের পায় না সে। ৫১

বেগোছাল জিনিস-পত্র
ঢিলে ব্যবস্থিতি,
এই দেখলেই বুঝতে পারবি
কেমন বৃত্তি রীতি। ৫২

মেয়ে দেখলেই ভিড়ে পড়ে
দরদ সেবায় কাটায় দিন
পুরুষ সঙ্গের নাইকো সময়
সন্দেহের— সে, মতিহীন। ৫৩

বৃত্তিগুলি ব্যক্তিত্বে তোর
হর খেয়ালে খেলছে ভাটা,

কত নাচনে নাচ্ছিস্ রে তুই
হিসেব করে দেখলি সেটা?
বাঁদর-নাচন নাচলি কত
বাহাবাও কত পেলি বাতুল,
ভাবছিস তুই মস্ত্মানুষ
কেউ কি আছে তোর সমতুল?
পাগল-বেকুব ওরে দিগ্‌গজ
খতিয়ে কি দেখলি তায়,
প্রেষ্ঠস্বার্থী টান ছাড়া কি
অখণ্ডতা তোর গজায়? ৫৪

নারীর খেয়াল করতে তামিল
চলছিস্ ক'রে কি নিয়ত,
ইষ্টনীতি চুলোয় গেল
করতে তারেই অনুগত?
কলুর বলদ হ'য়ে নারীর
তুষ্টি সেবায় মন দিলি,
নিজেরে তুই করলি খতম
তাকেও সাবাড় ক'রে নিলি। ৫৫

জীবন জোয়ার এলোরে তোর
স্নান ক'রে নে যত পাবিস,
বৃত্তিবাদী হাঙ্গর কুমীর
কামঠগুলোয় খেয়াল রাখিস। ৫৬

এলোমেলো বইছে হাওয়া
তরঙ্গ কী নাচছে ছলে,
ছুটলি ওরে দিতে পাড়ি
নাই ধ'রে হাল যুক্তি বলে;
তরণী তোর তাল-বেতালে
হাওয়া জলের আঘাত খেয়ে,
ডুবেই যাবে ভাব্ এখনও
কী নিয়ে তুই যাবি বেয়ে!
ছলাৎ-ঝলাৎ ঘূর্ণী জলের
বৃত্তিপাকের তলছা টান,
পারবি না রে সামাল দিতে
ফেররে যদি রাখবি প্রাণ। ৫৭

হৃদয় যদি আশ্রয় পায়
প্রিয়-প্রীতির কোলে,
সবকিছু তার সার্থকে ধায়
উল্লাস পায়ে চলে। ৫৮

চিন্তা-চলন যেমন
চরিত্রও তেমন। ৫৯

মুখমিষ্টি অসৎ-ব্যাভার,
শয়তানেরই অবতার। ৬০

মূর্খ তারা ক্ষতি প্রবণ
এই ধরণী তলে,
বেফাঁস কথা বলে যারা
বেঢক চলায় চলে। ৬১

আমার চিত্ত চলন কর্ম দীপন
শক্তি-স্বস্তি নিয়ে,
শিবসুন্দরে সার্থক হোক্
সব তোমাকেই দিয়ে। ৬২

গুপ্ত কথা যেজন তোমার
অন্যায্যতায় ফাঁসিয়ে দেয়,
হোক্ না কেন বিশাল বন্ধু
সুবিধা পেলেই সুযোগ নেয়। ৬৩

কথায় কাজে মিল আর
কুশল ব্যবস্থিতি,
ঐতো সাক্ষী চরিত্রের
কেমন অবস্থিতি। ৬৪

বীর্যবত্তা সাহস কথার
অযথা যারা গল্প করে,
কাপুরুষতা জেনে রাখিস্
তাদের কিন্তু আছেই ধ'রে। ৬৫

কৃতী যা'রা সাহসী যারা,
নিজের কথা কমই জানায়,
ন্যায় পরতা, সাহস-কথা
পরিবেশ তো আপনিই গায়। ৬৬

বড় লোক বা বড় প্রাণ——
দেখবি আছে তাদের সাথে,
লোককে বড় করার চলন
সকল কাজে চিন্তাতে। ৬৭

মানুষ যাদের বড় ভাবে
চলতেও চায় তাদের দিকে,
বড় যাঁরা, তাদের বলি
চলতে বড়র আচার রেখে। ৬৮

বিশ্বাসঘাতী প্রতারণাই
চরিত্রে যার এস্তামাল,
সৎ-স্বভাবের সুজন পেলেই
ক'রেই থাকে হাল-বেহাল। ৬৯

কথা শুনে লক্ষ্য রেখো
কাজে করে কী,
দেখে বুঝো কাজের ব্যাপার
খাঁটি কি মেকী। ৭০

কথায় যেমন তেমনি কাজে,
সে লোকটি নয়কো রাজে। ৭১

বিনয় ভরা শ্রদ্ধা-ভক্তি
কাজে-কর্ম্মে ফুটলো যেই,
প্রতিটি হৃদয় উছল ক'রে
ধৃতির নিশান উড়লো সেই। ৭২

মিষ্টি কথা মৈত্রীভাব,
শিষ্ট আচরণ,
বংশ আর ব্যক্তিত্বের
প্রধান লক্ষণ। ৭৩

কাজ করে না পুরো কিন্তু
মজুরীর বেলায় পুরো চায়,
এমনতর লোকও কিন্তু
স্তেয়-দোষে দুষ্ট হয়;
খাটিয়ে নিয়ে পুরো যারা
দেওয়ার বেলায় যৎকিঞ্চিৎ,
চৌর্য্য-দোষে তারাও কিন্তু
দুষ্ট হবে সুনিশ্চিত। ৭৪

উত্তেজনায় অন্তরটি যার
যেমন ফুটে ওঠে
ব্যক্তিত্বও তার তেমনতরই
বুঝে রেখো বটে। ৭৫

সুন্দর যার চলন-বলন
নিষ্ঠা নিপুণ যুক্তি-জ্ঞান,
মিষ্টি মধুর বোধ-ব্যবহার
সৌন্দর্য্যেরই এই তো দান।

কুকুর ডাকে ঘেউ ঘেউ
কাক ডাকে কা-কা,
যার যেমনটি স্বভাব হয়
চালাক না হয় বোকা। ৭৭

অন্ধকারে সাদা থাকে
আলো পেলেই লাল,
পদ্ম হ'লেও নয়কো কমল,
পদলোভী মাতাল। ৭৮

চিনিই শুধু মিষ্টি নয়
বিষও মিষ্টি হয়,
করণ-কারণ দেখে তাহার
করিস্ পরিচয়। ৭৯

অকৃতজ্ঞ দেখবি যারা—
কথায় নেইকো ঠিক,
ভদ্র-শুভ্র হোক না যে-সেই
আসলে বেল্লিক। ৮০

বলায় মিষ্টি করায় খারাপ
এইতো জানিস্ কূটের মাপ

গরম কইলেও ভালই করে
তারাও সতের লক্ষণ ধরে। ৮২

যুক্তিযুক্ত সৎ কথা কয়
হৃদ্য ব্যাভার সদ্-বিবেকী
কাজে-কর্ম্মে শুভই করে
সে জন জেনো নয়কো মেকী। ৮৩

সংগ্রহে যে ব্যর্থ সদাই
কর্ত্তা হবার বেজায় সাধ,
বেকুব বুদ্ধি রয় সেখানে
ফেলে বেড়ায় কথার ফাঁদ। ৮৪

ভুলভ্রান্তি মানুষেরই হয়
শুধরে যদি চলিস্ সোজা,
দীপ্তি পাবি, তৃপ্তি পাবি
হাল্কা হবে বুকের বোঝা। ৮৫

সহজ মানুষ হও—
সৎ-শুভ যা' নির্ভুল জানা
লোকের কাছে কও। ৮৬

মানের দরদ প্রাণের নয়,—
ব্যত্যয়ী সে রাখিস্ ভয়। ৮৭

অর্ঘ্য পাবি কতশত
ধন্য-ধন্য করবে লোক,
ঐ তালেতে মাতিস্ নে তুই
রাখিস্‌নে কো লোভের ঝোঁক। ৮৮

ইয়ার্কি আর ফাজিল বকা
করায় বলায় যে যেমন,
তা' হতে তুমি বেছে নিও
অন্তরে সে লোক কেমন। ৮৯

কথায় কটু কাজে ভাল
অনুকম্পায় অটুট রোখাল,
যেমনই হোক এমন জনা
ভালই করে, নয়কো বেচাল। ৯০

ভয়াল তার জীবন
অসুস্থতায় সুস্থ ভাবে
ঔষধে নাই মন। ৯১

আমি বাঁচি, ধ্বংস হোক সব—
ধারণা যার এই মনের,
হিংসা-দ্বেষতো তখনই আসে
ক্ষতি-বৃদ্ধিও সেই জনের। ৯২

খেঁকশিয়ালের ডাকগুলিতে
রয় কি ধৃতির উছল হাওয়া?
তেমনি ডাকে দিস্‌নে রে কান
করিস না ব্যর্থ জীবন বাওয়া। ৯৩

ধাপ্পাদারী গালগল্পে
বাহাদুরী নেওয়া স্বভাব যার,
জাঁক-জমক তার যতই থাকুক
বোধ-ব্যবহার খিন্ন তার। ৯৪

অপটুত্ব নিজের যা'-যা'
সে-সব কজন বুঝে থাকে?
মানুষের শুধু দোষ দিয়ে তারা
নিজের দোষটি পুষে রাখে। ৯৫

জানে না কিন্তু অনেক বলে
অধঃপাতে তারাই চলে। ৯৬

স্বভাবটাইতো তোমার হওয়া
যেমন স্বভাব তেমনি তুমি,
তেমনতরই চলন-বলন
তেমনি তোমার চিত্ত ভূমি। ৯৭

অর্থ আছে কোথায়?—
লোকদরদী হৃদয় নিয়ে
সত্তাচর্য্যা যেথায়। ৯৮

ধনী তবে কে?
বাঁচা-বাড়ার পরিচর্য্যায়
লোকস্বার্থী যে। ৯৯

বিদ্যে আছে কার?—
জানে-শোনে করে অনেক

অহঙ্কার নাই যার। ১০০
মূর্খ তবে কে?

অল্প কিছু জেনে-শুনেও
গর্ব্বে ফাটে যে। ১০১

ঠিক চলা কা'ক্ কয়—?
যেথায় যেমন চ'লে ক'রে
কুড়িয়ে আনে জয়। ১০২

ইষ্টপ্রাণ কা'ক্ কয়-?
জীবনভরা যার চাহিদার
মূলেই ইষ্টের জয়। ১০৩

মায়ের ভাঁওতায় ছেলে পাতিয়ে
মত্ত যারা তাই নিয়ে,
কাম-ডাইনী ঐ আড়ালে
রুধির চোষে ছোঁ দিয়ে। ১০৪

সৎকে যারা বিদায় দিয়ে
অসৎ পথে চলতে থাকে.
অসতে হয় সর্ব্বহারা
পড়েই নানা দুর্বিপাকে। ১০৫

লোভের-স্বপন-বিহ্বল হয়ে
সঙ্ঘ-সমাজ টুকরো করে।
সর্ব্বনাশা এই স্বভাবটি
জাতি-সম্পদ মারেই মারে। ১০৬

লোভের দায়ে লোলুপ হয়ে
তাঁকে ভাঙ্গিয়ে খাবে যত,
অধঃপাতের ধাপ ভেঙ্গে তুমি
পড়বে নীচে তেমনি তত। ১০৭

তোমার স্বার্থে দরদী পেলে
তার সাথে তোর বেজায় ভাব,
দ্বন্দ্ব তখন সেইখানেতে
খর্ব্ব যেথায় তোমার লাভ। ১০৮

লক্ষ কু-এর মহড়া দিয়ে
কাটাচ্ছ কাল-রাত্রদিন,
'ভগবানের নাইকো বিচার'
তবুও বল,— এমনি হীন? ১০৯

সব প্রবৃত্তি সুস্থ থাকুক
শক্তি-সবল কাজের বেলায়,
ইষ্ট-নিষ্ঠ প্রকৃষ্ট হোক,
তৎপর হোক তা তাঁরই সেবায়। ১

হামবড়াইয়ের দম্ভ নিয়ে
অহং বেড়ায় গর্ব্ব ক'রে,
আশীর্বাদের বর্ষা এলে
রোধেই ব্যর্থ দর্প ভরে। ১১১.

স্বার্থবান লোভের দায়ে
কু কাজ করে যাঁরা,
ঐ পথেতেই স্বভাব গড়ে
হয়ই ছন্নছাড়া। ১১২

যা' যা' তোমায় পেয়ে ব'সে
করায় তোমায় যেমন কাজ
সেইটি জানিস্ গ্রহের লীলা
সু কিংবা কু তাহার সাজ। ১১৩

কাম-কল্লোলে কাটলো জীবন
তোমার কামনার কেউকি তিনি?
লাখ কামনায় অঞ্জলি দাও
না চিনেও তাঁয় বলিস্ চিনি? ১১৪

অশ্লীল বা অশুভ যা'
লোলুপ তাদের আকর্ষণ,
লোলুপ ক'রে নিঝুম টানে,
অপলাপই করে বর্ষণ। ১১৫

মন্দ মনে আসে আসুক
আমল দিসনে তার,

ভাল কিছু এলেই মনে
করবি তার সুসার। ১১৬

প্রবৃত্তি সব সংযমে বাখ্
কু যেটা তার ধারিস্‌নে ধার,
সংযত প্রবৃত্তির সুব্যবহারে
উৎসারণা পাবি অপার। ১১৭

স্বার্থ ঝোঁকা যেমন বাঁক,
বোধ-বিকাশের তেমনি ফাঁক। ১১৮

কাপট্য যার অন্তরে রয়
প্রীতির ভাবটি যাই দেখাক,
কাজে-কর্ম্মে কপট সে যে
যতই ছাড়ুক প্রীতির বাক্। ১১৯

ব্যভিচার আর বিকৃতিরই
অধিষ্ঠিতি যেথায় যেমন,
বিকার আসে করতে শিকার
ভাঙ্গন-বুদ্ধি হয়ই তেমন। ১২০

স্বার্থলোলুপ হৃদয় হ'লে
বোধ-বিবেকও ভোঁতা হয়,
কু-বুদ্ধি আর ধাপ্পাবাজি
নষ্টামিতেই নিকেশ পায়। ১২১

লুব্ধ অলস কায়দাবাজের
বোধ-বিবেকের এমনি খাত
অশিষ্টতায় চ'লেই থাকে
পাওয়ার কিস্তি করতে মাৎ। ১২২

অসৎ-বিদ্ধ শাতন-প্রভাব
নিয়েই যারা মুহ্যমান,
অশিষ্টকে শিষ্ট ব'লে
তেমনি করে আখ্যা দান। ১২৩

জাহান্নামে যাবেই যদি
ঐ দেখ তার পথ সোজা
অবৈধ অনুচলনের
মাঝে মাঝে ফতোয়া গোঁজা। ১২৪

ব্যতিক্রমী দুষ্ট চলন
নিঃস্ব করে দিনকে দিন,
জীবন-দীপন ক্ষিণ্ণ হ'য়ে
সর্ব্বনাশে হয়ই লীন। ১২৫

প্রবৃত্তি নেশায় লোভের দায়ে
অঘটন করে দুষ্টজন,
অসৎ চলায় সাবুদ হ'য়ে
ভাগাড়ে টানে সৎ-জীবন। ১২৬

দুষ্ট নেশা যাদের যত
অশিষ্টতায় তাদের রোখ্
এমনি ক'রেই আনে ডেকে
ক্রমে আরো দুঃখ শোক। ১২৭

দোষ দেখবার প্রবৃত্তিটাকে
উস্‌কে দিয়ে দুষ্ট হওয়া
নয় সমীচীন, সেটা কিন্তু
অলক্ষ্যে জাহান্নামেই যাওয়া। ১২৮

নিরাকরণ বুদ্ধি নিয়ে
ক'রে আরোগ্যের অভিপ্রায়,
দুষ্ট যা 'তা' দেখে নেওয়া
সেটা দোষ-দর্ষিতা নয়। ১২৯

গুরুজনের তিরস্কার যা'
বেচাল ব'লে ধরিস্‌না,
আহাম্মকী অহঙ্কারের
নষ্টামিতে ঢুকিস্ না। ১৩০

গুরুজনের তিরস্কারে যে
বিচলিত বা বিকৃত হয়,
নিষ্ঠাধৃতি কেমন ধাঁচের
তারই মাপ, তার পরিচয়। ১৩১

প্রতিষ্ঠা-বাহাদুরির তরে
মানুষ করে অনেক কিছু,

নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য ছেড়ে
ফেরেই অবাস্তবের পিছু। ১৩২

জংলী কুকুরের লক্ষণই এই
নিষ্ঠা নাই তার অন্তরে
মাংস লোভে খুঁজে বেড়ায়
এদিক সেদিক কন্দরে। ১৩৩

নষ্টামি তো জাল পেতেই রয়
করতে নষ্ট সজ্জনে,
ভ্রষ্ট পথে ছিঁচ্‌ড়ে নিয়ে
লোভ দেখায়ে শুধু টানে। ১৩৪

নামে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর
রুদ্ধ কামের বোধাগ্রহ
কু-আচারে দেশ-সমাজের
ক'রছে বিষম কী নিগ্রহ! ১৩৫

অসৎ ব্যাভার নয়কো ভাল
যতই ক্ষমা যেই করুক না,
অসৎ বৃত্তি গৰ্জ্জে উঠে
আনেই কিন্তু লাঞ্ছনা। ১৩৬

ষড়রিপুর প্ররোচনা
ভাঙ্গতে পারলে নিষ্ঠা-ডোর,
তেমনতরই হীন ব্যক্তিত্ব
অন্তরেতে আছে তোর। ১৩৭

নিষ্ঠায় ভাঙ্গন ধরলেই কিন্তু
শিষ্টাচারটি ব্যাহত হয়,
স্বল্পকালেই চললে অমনি
ব্যতিক্রমের দিকেই ধায়। ১৩৮

দেখছ যখন ইষ্টনিদেশ
পালায় আসছে গাফিলাতি,
তখনই বুঝো ধরছে ঘুণে
নিষ্ঠা অনুগতি-কৃতি। ১৩৯

ইষ্টনিদেশ ব্যতিক্রমী
কথা-কায়দা, চাল-চলন—
শুনলে-করলে সায় দিলে তা'য়
নিষ্ঠাতে তোর ধরবে ভাঙ্গন। ১

ইষ্ট কিংবা শ্রেয় নিদেশ
অগ্রাহ্য যেই করলে তুমি,
নিছক জেনো-অন্তর তোমার
হামবড়ায়ের বৃত্তিভূমি। ১৪১

শ্রেষ্ঠগর্ব না থাকলে তোর
গৌরব হবে কিসে?
শ্রেয়ার্থবাহী এ গৰ্ব্বই কিন্তু
দিগদর্শনের দিশে। ১৪২

প্রবৃত্তি অসৎ যেমনই হোক না
লিপ্সা-উপভোগে লাগাস না,
শ্রেষ্ঠ সম্বৰ্দ্ধনী লোকহিতী সেবায়
অশুভ নিরোধে লাগাস তা;
প্রবৃত্তিগুলোর এই চর্য্যায়
স্বস্তি-আশিসে হবি ভোর,
প্রবৃত্তির অধীন ছবি নাকো
স্বস্তিতে রবে সত্তা তোর। ১৪

নিষ্ঠাবিহীন প্রণয় যাদের
আনুগত্য কৃতিহীন,
বৃত্তি মাতাল হয়ে চলে—
সত্তা যাতে হয়ই ক্ষীণ। ১৪৪

বস্তাপচা করলি জীবন
নড়লি নাকো এতটুকু,
ভগবানের দোষ দিয়ে তুই
মুখের কথায় হলি পটু। ১৪৫

ইষ্ট নেশার ক্ষীণ স্রোতও তুই
ব্যাহত করে ফেললি যেই,
ঠিক বুঝিস্‌ তুই অন্তরে তোর
ব্যতিক্রম ছাড়া গতি নেই। ১৪৬

স্বার্থনিষ্ঠ অনুরাগে
অর্থ-মানের প্রতিষ্ঠায়
ভাঁওতাবাজি চললে করে—
প্রকৃতি নিজে তাকে তাড়ায়। ১৪৭

ঠগবাজি আর ধাপ্পাবাজি
নিষ্ঠা-লোকচর্যা হারা—
দুর্ভাগ্য সেথায় এগিয়ে আসে
দুষ্ট দুঃখে হয়ই সারা। ১৪৮

অন্ধকারের গহন তমোয়
আলো কি কভু ফুটতে পারে?
পাপের চিন্তা চলন করণে
পাপই চলে শুধু বেড়ে। ১৪৯

নিষ্ঠাভাঙ্গা মেয়ে-পুরুষ
প্রবৃত্তিমুখী হয়ই হয়,
সত্তা সেবা শিষ্ট তালে
হয়না কভু, নষ্ট পায়। ১৫০

শ্রেয়নিষ্ঠা নাইকো যাদের
মেয়ে-পুরুষ যেই না হোক,
ভণ্ডুল তাদের জীবনগতি
অশিষ্টতেই তাদের ঝোঁক। ১৫১

অসৎ বুদ্ধির ভাঁওতা নিয়ে
স্বার্থ সেবায় চলবি যত,
আসবে বিপদ দরিদ্রতা
অমনি করে তেমনি তত। ১৫২

অসৎ বুদ্ধি যাই কর না
যেমনতর গুপ্ত ভাবে,
ফাঁকে পেলেই সে মারবে ছোবল
আনবে ব্যাঘাত, ক্লিষ্ট হবে। ১৫৩

সব প্রবৃত্তির সু-এর টানে
একনিষ্ঠ যে জন হয়
ব্যক্তিত্ব তাকে ব্যপ্তি নিয়ে
কৃতিযোগে গাহেই জয়। ১৫৪

তোয়াজ খেয়ে যে সব নিষ্ঠা
অভিমানে পুষ্টি পায়,
নিপট নিষ্ঠা নাইকো সেথায়
লুব্ধ মানই তারাই চায় ১৫৫

ইষ্ট সেবার ভাঁওতা নিয়ে
স্বার্থ সেবা করেই যে,
ব্যর্থতা তার হাতছানিতে
ডেকেই থাকে সত্তাকে। ১৫৬

অভিমান কিংবা বন্ধুত্ব-ত্যাগ
শয়তানেরই উর্জ্জনা,
ফুরসৎ পেলে আনেই ব্যাঘাত
আনে নিষ্ঠুর বর্জনা। ১৫৭

হামবড়াই যাদের অন্তরেতে
বাসা বেঁধে বসত করে,
জ্ঞানদীপ্ত হয় না তারা
অসৎ পথই তারা ধরে। ১৫৮

নিষ্ঠাবিহীন প্রাণ
কোথায় তাহার পূজা দীপ্তি,
প্রবৃত্তিতেই টান। ১৫৯

অপরাধ যদি করেই থাকো
সেটা নয়কো সমীচীন,
নিষ্ঠা নিপুণ ক্ষমায় এনো
স্বস্তি রহুক তোমায় লীন। ১৬০

অন্যায় কিংবা অপঘাত যা
লোক-বেদনা সৃষ্টি করে,
ঐ বেদনা বেফাঁস চ'লে
সত্তাকে কিন্তু চেপেই ধরে। ১৬১

ভাবভরা তোর কুৎসা কেবল
সবল নস তুই কোন কালে,
শক্তি তাতে বাড়বে কোথায়?
চলবে জীবন ওই তালে? ১৬২

বোধ যদি তোর খারাপ থাকে
স্বার্থভরা মন,
যতই বিভু দেন না কেন
যায় কি অনটন? ১৬৩

কামদীপ্ত হৃদয় যাদের
সুষ্ঠু কামই ঔষধ তাদের। ১৬৪

শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রেয় নারীর
কুৎসিত আচরণ হয় যেথায়,
জাতির ভিতর কুৎসিত ধৃতি
ক্রমে ক্রমে তারাই বাড়ায়। ১৬৫

কামদীপ্ত পুরুষ হলে
বিকৃতির পথে চলেই প্রায়,
অমনি করে হারিয়ে ফেলে
জনপালনী শিষ্ট দায়। ১৬৬

কাম যেখানে নয়কো শিষ্ট
নয়কো বিহিত, নয়কো সৎ,
প্রীতি বিনায়নে চ'লে
দীপ্ত করিস নিষ্ঠা পথ। ১৬৭

কামনার সুষ্ঠু চলন
দীপ্তি আনে অন্তরে,
অসৎ যতই হোক না মিষ্ট
অস্তি তাহার গহ্বরে। ১৬৮

কাম-কামনায় যদি দেখিস
নষ্ট ব্যবহার,
সাবধানে তুই চলিস ফিরিস
রাখিস নজর তার। ১৬৯

কাম যেখানে কুটিল হয়ে
প্রীতির বাহানা বয়—
সর্বনাশটি দরদ ভরা
মিটির চোখে চায়। ১৭০

কামক্লিন্ন হৃদয় যাদের
লুব্ধ তারা কামের বশে,
কামকামনার উদ্দীপনায়
অশিষ্টতা ঘিরে বসে। ১৭১

কামজিৎ যদি হতেই পার
শিষ্টাচারী সদ বিভায়,
বিনায়নী তৎপরতায়
তৃপ্তি পাবেই তায়। ১৭২

কামকামনার উচ্ছলতা
ছাড়ে না সহজে সত্তাকে,
শিষ্টভাবে ইষ্ট পূজায়
সুষ্ঠু হয়ে থাক সুখে। ১৭৩

শুদ্ধকামের স্বস্তি চলন
যেমনতর হোক না যার,
প্রীতিদীপক নিষ্ঠাচলন
দীপ্তই হয়ে থাকে তার,
প্রীতি বিহীন কাম কামনা
ব্যাভিচারের ব্যতিক্রম
তাতে কিন্তু হয় না ভাল
দীর্ণই হয় জীবন দম। ১৭৪

বন্ধুর সেবায় দিন খোয়ালি
চলল জীবন বেমালুম
এক স্বার্থী না হওয়াতে
জীবন হলো শুধু জুলুম। ১৭৫

প্রবৃত্তি তোর যাই না থাকুক
সৎ নিয়ন্ত্রণ না হলে,
সত্তাকে সে ফেলবে খেয়ে
মরবি ভয়ে তার ফলে। ১৭৬

বৃত্তি সব সু-এর পথে
চালিয়ে নিয়ে সার্থকতায়
মন্দমতি তারাও অনেক
উন্নতিরই আলোক পায়। ১৭৭

প্রার্থনাতে কইলি কত
করলি না তা কাজে
ফুটলো ওটা কল্পনাতে
ফলটি পেলি বাজে। ১৭৮

শাসন করে সংযমশীল
পাপ বুদ্ধি যত
সেবায় আনে সম্বর্ধনা
চরিত্র উন্নত। ১৭৯

মন্দ যা' তা' কায়দা করে
করবি এমন চুর
ভাল ছাড়া করবি না আর
তবেই বাহাদুর। ১৮০

ভাল মন্দ যা কিছু সব
নিজের সাথে মিলিয়ে নিবি,
ভাল যা তা আঁকড়ে ধরে
মন্দগুলির নিপাত দিবি। ১৮১

ভয় এড়িয়ে জয়ের পথে
যতই তুই চলবি রে,
নির্ভয় হবি নির্ভর পাবি
শক্তি সুলভে থাকবি রে। ১৮২

বাধা যদি নিয়ন্ত্রণে
শুভই করে দান,
তবেই জানিস ওরে পাগল
তুইরে শক্তিমান। ১৮৩

দুঃখ কথাব হাম বড়ায়ে
কীই বা হবে তোর,
লোকের ভাল হয় যাহাতে
তাই নিয়ে তুই ঘোর। ১৮৪

দোষের রঙে র'ঙেই যদি
থাকে তোর নজর,
ভালর দিকে ঘুরিয়ে তারে
স্বচ্ছ শুদ্ধ কর। ১৮৫

শোনরে ওরে পাগল বেকুব
হামবড়াই চাল এখনও ছাড়,
পড়শীদিগের ভালয় মন্দে
থাকিস দেখিস ধারিস ধার। ১৮৬

ঝগড়াঝাঁটি মনের বেমিল
কারও সঙ্গে হলেই জানিস
অবিলম্বে তার কাছে গিয়ে
আবেদনে কহিস, শুনিস। ১৮৭

লোক-সমক্ষে বললে যাহা
অনেকের হয় ক্ষতি,
এমন বলার লোভটি থেকে
থাকিস দূরে অতি। ১৮৮

সাপ নিয়ে তুই খেলবি যদি
ওরে বেদেব ছেলে,
মন্ত্র ওষুধ ঠিক রাখিস, নয়
মরবি ছোবল খেলে। ১৮৯

দুর্ব্বলতায় ঠিকরে দিয়ে
দাঁড়ারে ওরে দাঁড়া
রক্ত চোষা বাদুড়গুলো
তাড়ারে ওরে তাড়া। ১৯০

ঠক চালাকী বৃত্তিবাদ
নিকেশ কর, নিপাত কর,
আগলহারা আগুন রাগে
কর্ম্ম নিয়েই ধর্ম্ম ধর। ১৯১

যে চাহিদায় দেখতে গিয়ে
যে আচারে চলতে হয়,
তাই বুঝে না চলতে পারা
বেকুব বুদ্ধি তারে কয়। ১৯২

সু-এর সাথে যোগ দিয়ে তুই
সফল কর তাকে,

আসবে সুযোগ সুফল সাথে
জয় গম্ভীর হাঁকে। ১৯৬

চলা বলা যা কিছু তোর
ইষ্টস্বার্থ সমর্থনে
অস্তিত্বকে বিলিয়ে চলবি
ওই পথেতে নিয়ন্ত্রণে,
শাস্ত্র নীতি ন্যায়পরতা
চলায় বলায় পড়বে ধরা,
দুনিয়াটা হাসির ভরে
উঠবে হয়ে উজল করা। ১৯৭

কথা দিলেই করতে হবেই
নিশ্চয় জানিস মনে,
না পারলে তুই বুঝিয়ে তারে
জানাবি সেই ক্ষণে। ১৯৮

পথ ভেবেই তুই শ্রান্তিভরে
ক্ষান্ত হয়ে যাসনে দমে,
মানুষ কিরে চলতে পারে
না করে ভর স্ব-উদ্যমে। ১৯৯

তার অবস্থায় তুই কি করতিস
এইটি খতিয়ে নিয়ে
বলবার করবার যা থাকে কর
সমবেদনা দিয়ে,
এনা করে ভুল করে তুই
দিলে কাউকে ব্যথা,
অনুতাপে শুধরে নিবি
ফিরে করিস না তা। ২০০

সহ্য যত করবি হবি
ক্ষমার অধিকারী
ক্ষতি না করে করিস ক্ষমা
শক্তি পাবি ভারি। ২০১

চাল-চলন তোর ঋজু রেখে
চলিস অনুক্ষণ
পড়শী দিগের স্বার্থ হয়ে
বাঁধিস তাদের মন
ওঁৎপাতা সব ঠক প্রতারক
থাকেই চারিধার,
ছাইয়ের মত উড়বে তারা
করবে কী তোমার! ২০২

পুঞ্জীভূত অপকর্ম্মের
ফলগুলি তোর কাটছে কি-না,
বুঝতে দেখবি চরিত্র তোর
উচ্চ ঝোঁকে ছুটছে কি-না। ২০৩

# সাধনা

রতে গেলে যা যা করে
হাসিল তাহা হয়,
াই চলনে চললে তবে
সাধন তারে কয়। ১

শা, লজ্জা, ভয়, মান
রুদ্ধ করে পরিত্রাণ। ২

াধ হবে তোর যেমনতর
সাধনায়ও তেমনি,
ঃখ-বাধা হটিয়ে দিয়ে
সিদ্ধিও পাবি অমনি। ৩

াধার কথা শুনিসনে তুই
ইষ্টপানে চল,
তেক অভাব মোচন হবে
বাড়বে বুকে বল। ৪

াখের তোড়ে বৃত্তি যখন
ধরবে তোরে কষে,
ঃ কাজেতে লাফিয়ে পড়িস
জয় পাবি তুই বসে। ৫

দীক্ষা তুই এক্ষুণি নে
ইষ্টেতে রাখ সম্প্রীতি,
ণ-তরণ এ-নাম জপে
কাটেই অকাল যমভীতি। ৬

ক্ষা-বিয়ের আনুষ্ঠানিক
সাম্যভাঙ্গা মন্থরতা,
নেই জীবন কর্মশালায়
মন্দ বধির অলসতা। ৭

ঊষা নিশায় মন্ত্রসাধন
চলাফেরায় জপ,
যথাসময় ইষ্ট নির্দেশ
মূর্ত করাই তপ। ৮

তুই যদি তোর ইষ্ট পথে
চলতে নারিস পাকা,
তোরে ধরে চলছে যারা
তারাও চলবে ফাঁকা। ৯

বস্তু-হারা গুণ যেমন
ভাবতে পারা যায় না,
ব্রহ্মবিৎ বিনেও তেমনি
ব্রহ্ম পাওয়া হয় না। ১০

চলনহারা চরণ পূজা
বন্ধ্যা পূজা সেই জানিস,
আদর্শেই অটুট চলন,
বর্ধনা তোর তাই মানিস। ১১

ইষ্টে চেতন ব্যক্তি দ্রষ্টা
মন্ত্রে চেতন মন
ইষ্টভৃতে দীক্ষা চেতন,
সেবায় চেতন ধন। ১২

ইচ্ছাশক্তি করতে প্রবল
থাকেই যদি তোর মতি—
রোজই করিস ভাল যা তা-ই
বাড়িয়ে তুলিস তার গতি। ১

মন যাতে তোর লেগেই থাকে
মুগ্ধ হয়েই রয়,

তারই প্রীতির চলন বলন
প্রাপ্তি তাকেই কয়। ১৪

ঈশ্বর তোরে বাসেন ভাল
স্বার্থ তাতে কী?
তুই ভাল না বাসলে তাঁরে
সবই ছাইয়ে ঘি। ১৫

'যদি' 'যেন' যতই দিবি
প্রার্থনা আর কর্মস্থলে
সাধ্য আবেগ সাঁতার দিয়ে
চলবে প্রায়ই ভাটি জলে। ১৬

বহ্নি ফাগের ধমক দেখি
হপকে যাবি তুই,
এমনি কেন ভাবিস বেকুব
পড়বি ওতে নুই। ১৭

আদর ভরা ফুল্ল বাণী
আশার পীনাক হাতে,
প্রাপ্তিটাকে আনবি ডেকে
তপের আলোকপাতে। ১৮

প্রশ্ন আমার অস্তে যাউক
রহুক যুক্তি সরে,
তোমার ব্রত করব পালন
মরণ স্তব্ধ করে। ১৯

অসীম জানিস সসীম হয়ে
সীমায় করে বাস,
সসীমেতে দেখলে অসীম
তবেই কাটে ফাঁস। ২০

ঈশ্বরেরই ডাক এসেছে
তাঁর কাজে তোর সঙ্গতি,
যোগান দিয়ে ধন্য হ' তুই
হোক দলিত দুর্মতি। ২১

নাম-নিরতি ভাঙলো যেই
বাড়লো মনের ডাঙ্গবাজি,
বৃত্তিরোচক যা পেল তায়
অমনি সোজা হল রাজী। ২২

কর্মযোগী না হলে তুই
জ্ঞানযোগ তোর রবে কোথায়?
জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্মেরই দান,
স্বর্গটাকে মর্ত্যে নামায়। ২৩

সব যোগেরই প্রথম প্রধান
ভক্তিযোগীর সামের গান
ভজন যাতে উপচে ওঠে—
কৃতিই আনে যাহার ত্রাণ। ২৪

বৃদ্ধ হ'য়েও থাকবি যুবা
অটুট থেকে জীবন নিয়ে,
অনন্তেরই সলিল বেয়ে
জীবন-সুধা সবে বিলিয়ে। ২৫

জীবনটা তো কোলাহলই
হলাহল তো পেছন ধায়,
কুড়িয়ে নে তুই অমর চলন
চল্ ভেসে চল্ মলয় বায়। ২৬

হাতে-কলমে অভ্যাস ছাড়া
স্তবস্তুতির কী দাম?
অভ্যাসে না আয়ত্ত হলে তা'
পূরে কি মনস্কাম? ২৭

ইষ্ট তোমার দাঁড়িয়ে আছেন
জীবনভূমির পারে-ওপারে,
আপন করে নে তাঁরে তুই
কর্ম-আচার-ব্যবহারে। ২৮

কোথায় এলি, কোথায় যাবি—
এসব ভেবে লাভ কী তোর?
শ্রেয়চর্যা চল করে তুই
থাকুক জীবন মত্ত- ভোর। ২৯

পাছটানে যে মুহ্যমান,
চলার পথে নাইকো ত্রাণ। ৩০

কথায় অটল কাজে টলে,
যুক্ত সে নয়, সে টলমলে। ৩১

তপেই জনম, তপেই জীবন
তপেই বিধান-বিধৃতি,
তপশ্চর্যায় হও আগুয়ান
অমৃতত্বে কর স্থিতি। ৩২

আছাড় খেয়েই হাঁটতে হবে
উঠতে হবে উদ্যমে,
এমনি অটুট চলায় জীবন
হবেই জয়ী সংগ্রামে। ৩৩

সাধবি যা তুই সাধলি না তা'
যাচ্ছে জীবন ব'য়ে,
উন্নতি তোর অবশ হলো
জনম-মরণ স'য়ে। ৩৪

চেষ্টা অনেক তেষ্টা মেটায়
নিষ্ঠা মাফিক বোধবিবেকে,
ভাবাচলাও তেমনতরই
আগ্রহ নিয়ে চলতে থাকে। ৩৫

সাধনা মানে সেধে নেওয়া
স্মরণ-মনন-করণেতে,
অভ্যাসেতে স্বতঃ হ'লে
সিদ্ধ হয়ে ওঠে তা'তে। ৩৬

ভাবতে ভাবতে আসে ধ্যান,
করতে-করতে আসে জ্ঞান। ৩৭

নিজের বিচার নিজেই ক'রে
নিজেকে শাসন নিজেই কর্,
আত্মশাসন অনুনয়নে
স্বস্তি চর্যা অটুট ধর। ৩৮

নিজেকে বিচার করতে জানে না
অন্যের বিচার করবে কে?
বিচারের নামে অবিচারই
বাড়বে ক্রমে তাকে-তুকে। ৩৯

ঢলঢলে ঐ চাঁদটি কেমন
উঠল ফুটে ঐ গগনে,
ইষ্টনিষ্ঠ ভরা বুকে
ওঠ না থেকে সেই গগনে। ৪০

হলদে পাখী গাছের ডালে
আনন্দে গায়— 'খোকা হোক',
তুমিও তেমনি গেয়ে চল
ইষ্টার্থ তোমার স্বার্থে রোক। ৪১

মাকড়সাগুলি দেখছ কি?
কেমন সুন্দর জাল বোনে,
জাল বুনে তা'রা ব'সে থাকে
দেখো— কিন্তু মাঝখানে;
তুমিও তেমনি শরীর যন্ত্রের
নিষ্ঠা-নিপুণ কেন্দ্রে থাকো,
কেন্দ্রের অনুপাতে যা-সব
করণীয় করতে ভুলো নাকো। ৪২

দেবার ডাকে ডাকছে তোরে
উৎসর্গ আমন্ত্রণে,
কে যাবি রে আয় ছুটে আয়
এমন শুভক্ষণে। ৪৩

সংশয় যত ছিন্ন ক'রে
দৃঢ় প্রত্যয় যখন হবি
সব দুনিয়ায় লাগবে রে তাক্
দেখে তোরই মুখর ছবি। ৪৪

পাখীও কত পড়ে-করে
শিখতে করে সাধনা,
তুই কি ভাবিস— এমনি বর্বর
করতে কিছু পারবি না? ৪৫

বিভু যেমন অণুর অণু
  মহৎ হয়েও অতি মহান,
তোমার স্বভাব তেমনি রে হোক
  রেখে তেমনি বিপুল প্রাণ। ৪৬

যারাই জানিস্ গুরু ধরে
  মান-যশ আর অর্থ লোভে,
ফাঁকিবাজির উদ্দীপনায়
  বেঘোর পাঁকে তারাই ডোবে। ৪৭

একেই যারা বহু দেখে
  তাৎপর্য্যেরই তত্ত্ব নিয়ে,
সঙ্গতির ঐ সার্থকতায়
  সবই জাগে ফিনিক দিয়ে;
তীব্রতর ওঠ্না হ'য়ে
  দিব্য রেখে হৃদয়খান,
অন্ধতমস কাটবে স্বতঃই
  অমৃতে কর অভিযান। ৪৮

যতই আঁধার ঘনিয়ে আসুক
  তারার দঙ্গল তেমনি ফোটে,
তপোদীপ্ত না হলে কি
  ওদের বিভা অমনি জোটে? ৪৯

সৌরজগৎ দেখছ কেমন!
  ঐ তপনের সন্ততি,—
তারই কিন্তু স্নেহল টানে
  নিয়ন্ত্রিত তাদের গতি;
ইষ্টনিষ্ঠ যে হয় যেমন
  মন, বিবেক আর বৃত্তি নিয়ে,
তপের টানেই সে ঠিক থাকে
  ঐ তপনে হৃদয় দিয়ে। ৫০

বাক্যে আর কায়মনে
  বস্তু কিংবা বিষয়ের
ইষ্টোচ্ছল নিয়ন্ত্রণ
  সারমর্ম ধেয়ানের। ৫১

প্রাণের যেথায় প্লাবন আনে
  হৃদয় ধ'রে তুলে
এইটুকুই তো লুকিয়ে আছে
  তীর্থ করার মূলে। ৫২

কাম-আবেশে স্ত্রী-পুরুষে
  যেমন করে উপভোগ,
প্রেষ্ঠ-কাজে বাস্তবতায়
  তেমনি হলে তবেই যোগ। ৫৩

যা নিয়ে তুই থাকবি মেতে
  যোগ হবে রে তাতেই তোর।
ফলও পাবি তেমনি রে তুই
  তেমনি জানায় থাকবি ভোর। ৫৪

করা যখন হটিয়ে বাধা
  অভীষ্টেতে চলে
পাওয়া তখন কৃপা হয়ে
  উচ্ছলতায় দোলে। ৫৫

# ভালবাসা

গলবাসার টান
তৃপ্ত করে হৃদয়টাকে
ুশী করে প্রাণ। ১

ভালবাসার টান
র্ম্মে আনে সফলতা
জীবনে উত্থান। ২

ব যেখানে টান
তার সেখানে প্রাণ। ৩

ালবাসা তবে কী?
যার ভালতে বসবাস তোর
র্য্যা নিপুণ ধী। ৪

লোভ বা স্বার্থে প্রীতির দানা
তই দেখ অটুট যত,
প্রীতি তা নয়, লোভ-লালসা
ঙ্গেই, ভেঙ্গে হয় বিচ্যুত। ৫

নাইকো নিষ্ঠা প্রেষ্ঠে তোমার
ষ্ঠের প্রিয় তাও হবে?
প্রেষ্ঠ যদি হৃদয় ঢেলে
সন ভাল, তাওকি পাবে? ৬

ইষ্টকেন্দ্র যিনি তোমার
ত কেন্দ্র তাই হোক,
নয়তো জেনো প্রবৃত্ত হবে
য় কোনও অন্য রোখ। ৭

একনিষ্ঠ প্রীতির আবেগ
র বাহির বিনায়নে,
শিষ্ট করে তোলে জীবন
প্রীতিনিষ্ঠ নিয়মনে। ৮

নাইকো প্রীতি নাইকো দরদ,
মুখে কেবল প্রীতির কথা,
এমনতর পীরিত ব্যর্থ জেনো—
স্বার্থসেবী, নাইকো ব্যথা। ৯

নিষ্ঠানিবেশ নাইকো যাহার
সেবাচর্য্যা নাইকো যার,
কথায় প্রীতি হলেই কিরে
খোলে তাহার হৃদয় দ্বার? ১০

নিষ্ঠানিপুণ রাগদর্শন
যতই স্রোতল চলবে,
অস্খলিত প্রীতি নিয়ে
দর্শন ও জ্ঞান বাড়বে। ১১

ভালই যদি বেসে থাকো
শ্রদ্ধাপূত হয়েই থাক—
অস্খলিত অন্তরেতে
পরখ করে বুঝে রাখ।
বিক্ষুব্ধ তুমি যতই হবে
প্রিয়র বিরাগ ব্যতিক্রমে,
বিক্ষোভ তোমায় ছিন্ন করে
প্রীতিকে ছিন্ন করবে ক্রমে
ঠিক বুঝ তোমার অন্তরেতে
ভালবাসা নেই প্রিয়ের প্রতি,
তোয়াজেই ভাল, বেসেছিলে তুমি
তোয়াজ পাওয়াতেই তোমার রতি,
স্বার্থবাদী এমন হৃদয়

শ্রেয়নিবিষ্ট হতেই না'রে,
তোয়াজ পাবে যেমনতরই
তেমনতরই ধরবে তারে। ১২

তুমি লুব্ধ-লোলুপ সেইখানে
শ্রেয় প্রেয় ভাসিয়ে দিয়ে
মত্ত র'লে যেইখানে। ১৩

পিকী ডাকে ঐ পিক পিক পিক
কোকিল ডাকে, কুহু কুহু
বলছে যেন প্রীতির রাগে
হলি নাতো একে বহু। ১৪

প্রীতিতে যেথা নাইকো নিষ্ঠা
নাইকো পরাক্রম,
সে প্রীতি কিন্তু নয়কো শিষ্ট
নয়কো শুভক্ষম। ১৫

স্বার্থ-লোলুপ ফাঁকা প্রীতি
যেথায় যেমন বয়,
প্রীতি নেইকো সেখানে কিন্তু
সন্দেহটিই রয়। ১৬

দরদীর প্রতি দরদ যখন
নিজেকে ছাপিয়ে ওঠে
প্রণয় সেখানে তৃপ্তি দীপনে
রয়েছে অন্তরে বটে। ১৭

পীরিত সেথায় বাঁধা
খাক বা না খাক
পাক বা না পাক
চর্য্যা যেথায় সাধা। ১৮

কামে আনে স্বার্থ সেবা
প্রীতি ছিটায় সত্তা পোষণ
মরুর বুকে জল ছিটিয়ে
সবায় করে তৃপ্তি তোষণ। ১৯

কাম কিংবা স্বার্থরাগে
রয় কি প্রীতি অটুট হয়ে?
অস্খলিত প্রীতি বন্ধন
যায় কি কভু ভেঙ্গে ক্ষয়ে?

আপনার করে নিয়েছিলে যাদের
হয়ে গেল তারা পর,
পরকে আপন করে দিয়ে তুমি
বাঁধলে প্রীতির ঘর। ২১

তিরস্কারের কশাঘাতেও
অটল-নিষ্ঠ মতি,
প্রীতি তাদের অন্তরেতে
ধৃতিচর্য্যী গতি। ২২

প্রীতি শাসন দুই-ই কিন্তু
নিয়ন্ত্রণী সুদণ্ড,
পালন পোষণ করলে যাহা
চলন হয় না পণ্ড। ২৩

প্রীতি যখন দীপ্তি নিয়ে
মলয় চলায় চলে
[illegible]শীল তৎপরতা
ফুলে ওঠে— বলে। ২৪

প্রীতির লক্ষণ তখন—
প্রিয়র জন্যে কষ্ট করেও
সার্থক সুখী যখন। ২৫

তৃপ্তিই যদি চাও—
সুষ্ঠু চলায় শিষ্টতালে
প্রীতি চর্য্যায় ধাও। ২৬

# ব্যবহার

নিতে চায় দেয় না
তার হাভাত যায় না। ১

দিতে যে পারে না
পাওয়া তার ঘটে না। ২

যতর স্বার্থে স্বার্থবান
ততই বড় তার মান। ৩

বাঁচ তুমি দানে যাদের
আগেই মোছ অভাব তাদের। ৪

বলার ভিতর ভাল যা' তায়,
ফলিয়ে তুলিস্ বাস্তবতায়। ৫

বাঘ নখেতে ধরবি তাই,
বিবেক-বলে করবি যাই। ৬

ঘৃণা, লজ্জা, মান, অভিমান
ভয়আদিরে বিদায় দিয়ে
শ্রেষ্ঠ স্বার্থে ওঠরে ফুটে
প্রাণন ধারায় উচ্ছলিয়ে। ৭

পারিপার্শ্বিক হৃদয় গুলি
শ্রেষ্ঠে বেঁধে তোল্,
উপভোগে অঢেল হবি
নিত্য নবীন ভোল। ৮

নিজেই বুঝে হতে রে পাকা
ধাক্কা খেতে হবেই অনেক,
বহুদর্শীর হাত ধরে তাই
দূর করিস তোর শঙ্কা যতেক। ৯

সব কথারই বাঁক যদি রয়
আবেদনী ঠারে,
সেইতো ভাল ঘাত লাগে না
কারও অহঙ্কারে। ১০

চাকর-বাকর-মজুর প্রতি
মেজাজ চলন যেমনিই
স্বভাবতঃ জানিস লোকের
প্রকৃতি প্রায় তেমনই। ১১

অনুরোধী আবেদনে
আদেশ দিতে হয়,
এই স্বভাবের এস্তামলে
গায় লোকে তার জয়। ১২

আবেগ ভরা গুণগ্রাহিতার
তৃপ্ত দীপন সুর,
মন-মানুষের আকর্ষণে
করেই ভরপুর। ১৩

বাঁচা বাড়ার বিরোধ-নীতি
উগ্রমুখী দেখতে পেলে,
দাপট-বাধায় রুখিস ধীমান
প্রজ্ঞা, শৌর্য্য, দীপ্তি জ্বেলে। ১৪

কাউকে দুষে কসনে কথা
ইষ্টে দ্বেষ না হ'লে,
দুষলেও এমন বলিস নাকো
বর্দ্ধনা যায় দলে। ১৫

উপকারের আশায় যদি
দেয় কিছু কেউ তোরে,

নিলেই তাহা করবি তাহার
  সৎ-দীপনায় ভ'রে। ১৬

বলবে ব'লে ভাবছ যাহা
  ত্বরিৎ ভেবে ফলাফল,
সুফল পেতে সুকৌশলে
  বলতে পেলেই পাবি বল। ১৭

ইষ্টানুগ সংহতিকে
  বজায় রেখে সর্ব্বথা,
সব ব্যাপারেই সকল কাজে
  হিসাব ক'রে কস্ কথা। ১৮

একটু ক'রে ধীর চলনে
  হয় না অভ্যাস এস্তামাল,
অমনতর চললে বাড়েই
  ব্যর্থ-বেফাঁস কুজঞ্জাল,
যা করবি তুই বুঝলে মনে
  এক ঝাঁকিতে কর তাহা,
সমানে চল এই চলনে
  এমন চলাই ঠিক রাহা। ১৯

বৈদ্যে রুষ্ট করেই যারা
  বাক্যে আর ব্যবহারে,
ব্যাধির বালাই বয়ই তারা
  কষ্ট দিয়ে রোগী মারে। ২০

শিষ্টাচারে শঠ প্রতারক
  না-ই যদি হয় জয়,
তুল্য ভয়াল সংঘাতে কর
  শাঠ্যবুদ্ধি ক্ষয়! ২১

যেমন আসুক বাধা মন্দ
  প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি দিয়ে,
দূরদৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে
  নিবিই শুভে মোচড় দিয়ে। ২২

আগের বলা করার সাথে
  পিছে যদি বেমিল হয়,
সামঞ্জস্যে-সার্থকতায়
  এনেই করবি শুভময়। ২৩

শত্রু কেউ তোর হ'তে পারে
  দেখলে মনে জানি,
আগেই মিত্র করবি তারে
  সেবা-সম্বেদ দানি। ২৪

ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠা তোর
  বাঁচাবাড়ার সূত্র ধরি,
সব ব্যাপারে এই চলনে
  সার্থকতায় উঠবে ভরি। ২৫

বিশেষ-কিছু করতে গেলেই
  জিজ্ঞাসি নিস্ পাঁচ জনে,
উপায়টিও নিস্ জেনে তুই
  উদ্দেশ্যটি সম্পূরণে;
আতম্ভরীর বিরাগ হ'তে
  রেহাই পাবি নিছক ওতে,
সমর্থনে থাকবে মানুষ
  রাখিস এটা ঠিক মনে। ২৬

  স্বাধীনভাবে বাড়তে দিস্,
করার পথে বেচাল শুধু
  কড়া নজরে তাড়িয়ে দিস্।

উপকারে উছল হ'য়ে
  আত্মপ্রসাদ-মনে,
দেয় যদি কেউ নিস্ তাহা তুই
  বিনীত সম্ভাষণে। ২৮

অত্যাচারে সায় দিতে কেউ
  মিনতি করে যদি,
লুব্ধ ক'রে চাহেই দিতে
  রুখিস তাহার গতি। ২৯

যে কাজে যা'য় ভার দিবি তুই

দুই পক্ষকেই বুঝে-সুঝে
  করিস্ মতের নির্ণয়ন,
মন-গড়া একপেশে বুঝে
  ঘটায় কিন্তু অঘটন। ৩০

বৃত্তি-তাড়ায় আগল-পাগল
  স্বভাব যাদের সাম্য-ভাঙ্গা,
সহিস-বহিস নিয়ন্ত্রণে
  উৎচেতনে রাখিস চাঙ্গা;
এই চলনে স্বভাব রেখে
  সব সময়ই চলিস যদি
বিরাগভাজন কমই হবি
  থাকবি শ্রেয়ে নিরবধি। ৩১

যেমন প্রাণে যা' দিবি তুই
  তেমনি দেবার অনুসৃতি
হবে লোকের জানিস খাঁটি—
  দুনিয়ারই এই প্রকৃতি। ৩২

বাদ-প্রতিবাদ স্বার্থবিবাদ
  ঘটেই যদি জীবনটাতে,
যত পারিস্ ত্বরিত-ঝটিত
  চেষ্টা করিস্ তা মেটাতে,
তাতেও যদি নাই মেটে গোল
  ন্যায় ও প্রমাণ দৃঢ় থাকে,
বিরোধ ছেড়ে ন্যায়-বিচারে
  মিটাস্ গিয়ে শত্রুতাকে। ৩৩

মন্দেরে তুই নিরোধ করিস্
  সম্ভব যদি হয়,—
প্রতিক্রিয়ায় মন্দই আসে
  নিরাকরণে জয়। ৩৪

পরের কুশল দক্ষতাকে
  করে যারা খর্ব্ব,
খাটে আত্ম-প্রতিষ্ঠাতে
  কুহকে খায় সর্ব্ব। ৩৫

যতই ভাববে তোমাকে কেউ
  বোঝে না বা খতায় না,
বুঝবে তোমার চিন্তা চলন
  তাদের কিছুই জোগায় না। ৩৬

নেবার বেলায় আত্মীয়তা
  দেবার বেলায় নয়কো কেউ,
চাটুর মত ফেরেই তারা
  বাঘের সঙ্গে যেমনি ফেউ। ৩৭

কটু কথা এলেও মনে
  কিংবা মন্তব্য,
বলিস না তা', বলতে হলেও
  বলবি সুভব্য। ৩৮

আপন করা আপ্যায়িতে
  সুষ্ঠু চতুর ব্যবহারে,
শত্রুকেও করলে আপন
  চলবে জীবন দীপ্তি-ভারে। ৩৯

দুষ্ট হ'লেও নিস্‌নে যে-দোষ
  ইষ্টস্বার্থে যদিই চলে,
বিনাশ আনে মিথ্যা যা'তা'
  রুখবি পারিস্ যে-কৌশলে। ৪০

তার অবস্থায় পড়লে তুমি
  কী কর না জেনে,
দোষ দিও না কারও তুমি
  নিওনা তা' মেনে। ৪১

যে কথাটি আস্‌ছে মনে
  ত্বরিৎ ভেবে পূর্ব্বাপর,
বললে তাহা সুকৌশলে
  চলায় হবি সুতৎপর। ৪২

বঞ্চনারই কুটিল প্রেমে
চাস যদি তুই অব্যাহতি,
যাকে দিয়ে পুষ্টি রে তোর
পুষ্টিতে তার রাখ মতি। ৪৩

কাউকে যদি বলিস কিছু
সংশোধনের তরে
গোপনে তা বুঝিয়ে বলিস
সমবেদনা- ভরে। ৪৪

কুৎসা-কুজ্ঝটিকায় কি হয়
জ্ঞানের আলো বিচ্ছুরিত?
তাচ্ছিল্যেরই ফটকা মেরে
কুৎসা করিস্ বিদূরিত। ৪৫

ষড়যন্ত্র হচ্ছে বুঝে
তোর বিরুদ্ধে হয়ে রুষ্ট,
ভেবে দেখবি তার মূলে কে?
তাকেই গিয়ে করবি তুষ্ট। ৪৬

ঋণ কারও তুই করে থাকলে
রাখিস মনে এই চলনটি,
চাওয়ার আগেই নজর রেখে
ফিরিয়ে তারে দিবিই খাঁটি। ৪৭

এমনভাবে ঋণী দিস্ তুই
যেন সইতে পারিস্,
না পেলেও তোর হয় না ক্ষতি
তাকেও তুলে ধরিস্। ৪৮

ওরে ঋণী আয়রে কাছে
আমার কথা শোন্,
ধার করলেই শোধ দিও তা
কমিয়ে প্রয়োজন। ৪৯

বাধাই যদি হস্ রে তুই
খারাপ কিছু অন্যায়ের,
এমন করেই বাগিয়ে নিস্ তা
পথ না থাকে তোর ক্ষয়ের। ৫০

কারও কিছু অনিচ্ছায় তার
করতে অধিকার,
সখের উপর জুলুম ক'রে
করিস্নে আব্দার;
জবরদস্তির ফলেতে তুই
দুঃখ পেয়েই যাবি,
বেকুব চলায় সমবেদনার
কারেও কি তুই পাবি? ৫১

উপকারী ভুল করেও তোর
করলে অপকার,
তোর যা কথা বলিস্ তারে
কু করিস্ না তার। ৫২

লোকে যারে শ্রেষ্ঠ মানে
তারেও কিন্তু তুই মানিস্,
যাতে শ্রেষ্ঠ সে হয়েছে
সেবায় তাহার সেইটে নিস্। ৫৩

আয় বুঝে ব্যয় না ক'রে তুই
ব্যয়ের বহর বাড়িয়ে নিলি,
সংস্থিতিকে কুড়ুল মেরে
বৃদ্ধিরে তোর চুলোয় দিলি। ৫৪

ছোট্ট যারা স্নেহ ভরে
আপ্যায়নে আপন রাখিস্,
উন্নয়নী ব্যবহারে
যত পারিস্ তাদের বহিস্। ৫৫

ইষ্টভ্রাতা খারাপ হ'লেও
নজর রাখিস্ দেখিস তায়,
অন্যে যেন দলতে নারে
ক্রূর-কুটিল ধৃষ্টতায়। ৫৬

লোক-সমক্ষে বললে যাহা
সবাই পায় সুফল,
বুক ফুলিয়ে এমন কথা
যতই পারিস্ বল। ৫৭

মানুষের মন-বৃত্তি ভূমে
কোন্ কথাটি কেমন গড়ায়,
সেই দিকে তুই নজর রেখে—
কহিস্ কথা সেই দাঁড়ায়। ৫৮

গুরুর প্রতি টান কমে যায়
এমন সঙ্গে হুঁশিয়ার,
সর্ব্বহারা ঘিরবে নইলে
ক্ষয়ে নিকেশ দুর্নিবার। ৫৯

আপনকরা সমবেদনার
সুরটি ফুটে উঠ্লে,
সেই সুরেতে শাসন করিস্
শাস্তি হবে— বুঝলে? ৬০

আপদ-বিপদ হ'লে কারও
করছে মানুষ দেখলে ঢের,
ভিড় করিস্নে, লক্ষ্য রাখিস্
তামিল কর্ প্রয়োজনের;
সবাই মিলে হট্টগোলে
করার বেগে ধাস্ যদি,
করা হবে না, পণ্ড হবে,
নষ্ট হবে তার গতি। ৬১

ঋণের তাগিদ এলে পরে
ফিরাস্নে তায় খালি হাতে,
যেমন থাকিস্ পারিস যদি
করেই দেখ না কী হয় তাতে। ৬২

গোপন কথায় যাস্নে কোথাও
না ডাকলে কেউ অনাহূত,
লুকিয়ে শুনলে গোপন কথা
মিথ্যা যে পাপ হয় অযুত। ৬৩

কারও যাতে ক্ষতি না হয়
এমনি করে সব জনায়,
বাড়িয়ে দিয়ে তুলবি পদে
পদ দিলে তা পাওয়াই যায়। ৬৪

কারও কোন ন্যায্য মতে
দিস্না কোন বাধা,
অমিল হলেও বুঝিয়ে বলিস্
যে বোধটি তোর সাধা। ৬৫

ওরে বেকুব নিন্দা করে
হতে চাসনে বড়,
নিন্দুকের তুই সেরাই হবি
এই কথাটিই দড়। ৬৬

ব্যথার কথা বললে কেহ
শুনিস্ আগ্রহ নিয়ে,
যেটুক পারিস্ মুক্ত করিস্
সার্থক-সেবা দিয়ে। ৬৭

কেউ না কেউ দেয় বলেই তোর
জীবন-চলনা সম্ভব হয়,
না পেলেও কি পারতিস্ বাঁচতে?
কোথায় যেতিস্ হয়ে ক্ষয়। ৬৮

ধর্মপথে ন্যায়পরতায়
সাম্য দোলে হাসি মুখে,
সাম্যে থাকা হরেক রকম
ভাঙ্গলে জীবন যায়ই দুখে। ৬৯

কথা কইবে গুড়ের মতো
লেপটে রবে গায়,
মিষ্টি কথা শক্ত হলেও
উল্টো পানেই ধায়। ৭০

কাউকে আপন করতে হলেই
আপন-আপন ভাববি তায়,
সপক্ষে তার করবি কইবি

দেখবি দোষ তার উপেক্ষায়। ৭১

ব্যক্ত করে বাঞ্ছিত যা
বাক্যে এঁকে ভঙ্গীভরে,
স্নেহল দৃষ্টি গুণ-গ্রাহিতায়
তাতেই লোকের হৃদয় হরে। ৭২

প্রীতিপূর্ণ মেলামেশা
দীপন মধুর বাণী
শ্রদ্ধোদ্দীপী অনুচর্য্যা
হৃষ্ট করে প্রাণী। ৭৩

কথা কইবি এমনভাবে
উত্তর পাবি ঈপ্সিত,
দক্ষবাচী এমন হলেই
কৃতার্থে তুই উন্নীত। ৭৪

বয়স বেশী দেখবি যেথায়
দিবি সেথায় যোগ্য মান,
সম্বন্ধ আর বর্ণ-শ্রেষ্ঠে
করবি যোগ্য শ্রদ্ধা দান। ৭৫

সৎ যা তাকে করতে কায়েম
করিস্ কহিস্ যা,
সবই হবে ধর্ম্মপ্রদ
খাঁটি জানিস তা'। ৭৬

জলদ তালে কইবে কথা
বুঝ দীপনায় সমঝাভাবে,
কইবে যা তা স্বল্পক্ষণে—
এমনি কওয়ায় তৃপ্তি পাবে। ৭৭

তোড়ের রোখে এক ঝাঁকিতে
উদ্বোধনায় উন্নতি,
চারিয়ে যদি নাই দিলি তোর
প্রত্যয়ের কি হিম্মতী? ৭৮

খুঁচিয়ে কিংবা উপেক্ষাতে
শত্রুতাকে বাড়িও না,
মুগ্ধ রেখো তোমার পানে
দিয়ে শুভ বর্দ্ধনা। ৭৯

যে চাহিদায় যেই না আসুক
বুঝলে সমীচীন,
ফুল্লদানে করবি তারে
তৃপ্তি সমাসীন। ৮০

যেথায় দেখবি দ্বন্দ্ব নেহাৎ
এটা ঠিক কি ওটা ঠিক,
সামঞ্জস্য হয় যাহাতে
বিনিয়ে ধরবি তেমনি দিক্। ৮১

গুণ-গরিমায় আঘাত দিয়ে
কসনে কথা সম্ভব মত,
অনুরোধী আবেদনের
সুরে কথা কস নিয়ত। ৮২

নিন্দা কারো শুনলেই তা
ভাবিস নাকো নেহাৎ ঠিক,
ভজালে বা খতালেই তা
বাস্তবে প্রায় হয় অলীক। ৮৩

ভুল কিংবা আক্রোশে কেউ
করলে দোষারোপ,
তড়িঘড়ি বুঝ প্রমাণে
করবি তার বিলোপ। ৮৪

মিত্রকেই যে শত্রু করে
উপকারীর অপকার,
বিশ্বাসঘাতক হয়ই সে
নরক তার দুর্নিবার। ৮৫

মিষ্টি সরস ভরসা ঘেরা
সেই কথনই জানিস্ সেরা।

ভালই যদি বাসবি কারও
শোন কী কইতে চাই,
ভাবিস, বলিস, বাসিস ভাল
কাজেও করিস তাই। ৮৭

কাম কুহেলে পড়িস্ যখন
আমার কথা শোন্—
মাতৃ-চিন্তা-বিভোর হয়ে
সৎকাজে দিস্ মন। ৮৮

দোষ দিয়ে দোষ করবি ক্ষালন
এমনি বেকুব তুই?
দোষ দিয়ে দোষ মাজলে পরে
দোষ বাড়ে শুধুই। ৮৯

দোষেরে তুই করবি ঘৃণা
দোষীরে কিন্তু নয়,
এই কথাটি রাখিস মনে
হবিরে নির্ভয়। ৯০

নেবার বেলা আপন বলো
দেবার বেলা পর,
এ স্বভাবটি থাকলে পরে
অপঘাতের বর। ৯১

যার কাছে তুই পেলি পাগল!
তারেই আগে পূরণ কর্,
তাই যদি রে করতে পারিস
তবেই সত্যি স্বার্থপর। ৯২

তোমার অভাবে দিচ্ছে যারা
তাদের কেন দিচ্ছ না,
এমনি যদি চলতে থাক
মুক্ত বিপাক হচ্ছ না। ৯৩

আলস্য আর দোষদৃষ্টি
থাকে যদি তোর,
দুঃখ-আঘাত-অবসাদে
হবি রে বিভোর। ৯৪

নটের মতো চল ওরে তুই
ভব রঙ্গমঞ্চ মাঝে,
ইষ্টস্বার্থ রাখতে অটুট
কর্ অভিনয় তেমনি ধাঁজে। ৯৫

ণ-স্বরূপা বলেই জানিস্
নিজ প্রসূতি জননীরে,
বর্দ্ধনে তুই থাকিস্ সজাগ
বাঁচাবাড়ার নীতি ঘিরে। ৯৬

রঙ্গিল থাকিস্ ইষ্টপ্রাণে
স্বার্থে তাঁহার প্রতিষ্ঠাতে
ণত্ব জ্ঞানের হবেই উদয়
ঝলসে যাবে জগৎ তাতে। ৯৭

গাল যদি দিস্ কা'য়—
এমনভাবে দিস্ গালি তায়
(যেন) তৃপ্তি ভ'রে যায়। ৯৮

ঐশ্বর্য তোর লাখ থাকুক না—
বিভব রহুক ভরা প্রাণ,
ব্যবহার যদি না জানিস তা'র
ধরবে কি তা' কোন নিদান? ৯৯

চাউনি তোমার মিষ্টি কর
মিষ্টি কর কথা,
চলন তোমার মিষ্টি ক'রে
ঘুচাও সবার ব্যথা। ১০০

হৃদয় দিয়ে হৃদয় কেনো
সেবা দিয়ে সেবা,
স্বভাব দিয়ে স্বভাব কেনো
বিভব আনুক শোভা। ১০১

মিষ্টি কথার বৃষ্টি দিয়ে
সৃষ্টিকে তুই শান্ত কর্,
কুশলচর্যী ব্যবহারে
দুনিয়াটাকে আগলে ধর্। ১০২

কথায় যদি মিষ্টি ফোটে
সোহাগ ব্যবহারে
দরদী তুই অনেক পাবি
অন্তরে-বাহিরে। ১০৩

প্রীতির স্বরে কথা বলিস্
ছেড়ে অসৎ ধৃষ্টতা,
দোষের কথা বলতে গেলেও
অনুকম্পায় বলিস্ তা। ১০৪

দরদ নিয়ে প্রীতির পথে
শ্রদ্ধা সমাদরে,
পারিস যদি বলিস্ কথা—
হৃদয় স্পর্শ ক'রে। ১০৫

দৃষ্টি রেখে মিষ্টি ক'রে
সুযুক্তিতে ক'স কথা,
আপ্যায়নায় ফুল্ল করিস্
দিসনে কা'রো মনে ব্যথা।১০৬

বিনয়-বীণার ঝঙ্কারে তুই
আলাপ করিস্ সবখানে,
কথার রণন ভাব-ভঙ্গীতে
ঢেউ তুলে দিস সব প্রাণে। ১০৭

হামবড়াহয়ে শোনায় তোমায়
সত্যি-মিথ্যা যা হোক তাই,
সুধী-সুন্দর উত্তর দিয়ে
ভেঙ্গেই দিও তার বড়াই। ১০৮

আচার-ব্যাভার সৎ হোক্ তোমার
জীবন-চলন হোক্‌রে সাধু
হৃদয় ভরা স্বস্তি রহুক
কথায় ফুটুক মিষ্টি-মধু। ১০৯

মিষ্টি কথাই ভাল কথা
সব সময় নয় এমনতর,
শুভ সন্দীপনী যেটা
তা'ইতো ভাল, তা'ইতো দড়। ১১০

ব্যথিত হৃদয় তৃপ্তি পায়
এমন কথা ব'লো
কাজে যাতে শান্তি পায়
এমন চলায় চ'লো। ১১১

তোমার প্রতি যে ব্যবহার
অন্যে করলে ভাল লাগে,
তুমি কিন্তু অন্যের প্রতি
তেমনতরই ক'রো আগে। ১১২

সবার কথাই শুনতে থেকো
ধীর-শান্ত ভঙ্গী নিয়ে,
উত্তর দিলে দিও স্নিগ্ধ
ন্যায্য বাক্-ব্যাভার দিয়ে। ১১৩

সমবেদনা মুখে দেখায়
কাজের বেলায় ভাঁওতাবাজি,
বান্ধবতা যতই দেখাক
হয়ো না তুমি তাতে রাজী। ১১৪

দোস্তি তোমার হোক না যতই
যতই যা'কে বাস ভালো,
ইষ্ট নিষ্ঠার ব্যতিক্রমে
হবেই জীবন অন্ধ-কালো। ১১৫

চটেই যদি কেউ
স্তুতি-বিনয়ে কইলে কথা
কমেই রাগের ঢেউ। ১১৬

চট'লেও ব'লো মিষ্টি কথা
জাগ্রত রেখে বোধ-বিবেক,
দেখবি পাবি বহুত সুফল
শ্রেয়ও ওরে পাবি অনেক। ১১৭

চটা লোককে চটিয়ে দেওয়া
বেকুব বুদ্ধিরই পরিচয়,

ঠাণ্ডায় অনুকম্পী করাই
বুদ্ধিমত্তার ঘোষে জয়। ১১৮

বিরক্ত যে তোমার উপর
চ'টে ম'টে লাল
বুঝো, তোমার বেঠিক ব্যাভাব
ক'রেছে গোলমাল। ১১৯

রোখালো মনে যাই আসুক না
গরম মাথায় মুখের কাছে,
ভাল যা তুই সেইটি বলিস
বাদ দিয়ে সব বেছে বেছে। ১২০

তোকে যদি কেউ কটুই বলে
উত্তরেতে হোস্‌নে কটু,
হৃদ্য কথায় বলতে হয় যা'
তা'ই ব'লে হ'তাতেই পটু। ১২১

মিথ্যা-মন্দে করছ যাদের
বিধ্বস্ত ও অপদস্থ,
হয়তো আসবে একদিন তা'
নাজেহালে তোমা করতে ব্যস্ত। ১২২

যতই ভাল হও না তুমি
আচার-ব্যাভারে কটু কথা
লোকের প্রাণে ব্যথা দিলেই
পাবেও ব্যথা ফিরে সেথা। ১২৩

তোমার শত্রু হয় হোক কেউ
তুমি কারো শত্রু নও,
আপদ-বিপদ ঠেকিয়ে চলো,
বিশেষ স্থানে বিশেষ বও। ১২৫

তিক্ত ব্যবহার রুচ্য ক'রো
যেমনতর শুক্তো,
তাতে কিন্তু ফলে ভাল
ঝিনুকে যেমন মুক্তো। ১২৬

হিংসায় হিংসা বাড়ায়
প্রীতি বাড়ায় প্রীতি,
ক'রবে যেমন পাবেও তেমন
এই সাধারণ রীতি। ১২৭

দোষের কথা বলতে হলেই
তিক্ত করে নয়,
আদরমাখা অনুকম্পায়
ভিজিয়ে হৃদয়। ১২৮

সমঝে চল, ভেবে তুমি—
সার্থক হবে তোমার হৃদয়
সার্থক মাতৃভূমি। ১২৯

ক্রোধীর সাথে ক্রোধ করতো
বাড়বে ক্রোধের রোখ্‌,
কুভাষার উত্তরে কুভাষ হলে
জাগবে কু-এর ঝোঁক। ১৩০

ছোটর উত্তরে ছোট ব্যাভারে
আসলে ছোট কথা,
ছোটর মত স্বভাব হবে
আপশোস হবে বৃথা। ১৩১

ছোট যারা নীচু যারা
নীচ ব্যাভারেই দাম্ভিক হয়,
উঁচুর জীবন এমনি গঠন
দুর্ব্যবহারেও পিষ্ট নয়। ১৩২

শোনা কথায় বেভুল হয়ে
বলিস্‌ যাকে কটু কথা,
জানিস্‌ যদি শুদ্ধ করিস
পারিস্‌ যত দিস্‌ না ব্যথা। ১৩৩

প্রতিধ্বনির মতই জানিস্‌
আচার-ব্যবহার কথা-বার্তা,
ক'রবে যেমন পাবে তেমন
ঐতো প্রতিষ্ঠাপন-কর্তা। ১৩৪

সবাকে তুই চলবি বেঁধে
  বান্ধবতার বন্ধনে—
নিজেকে তুই ক'রে পূত
  সত্তাচর্যা-চন্দনে। ১৩৫

(শুধু) ভর্ৎসনাতেই দোষের কিন্তু
  হয় না কিছু নিরসন,
প্রীতির পথে জাগলে বিবেক
  করে প্রায় তার নিয়মন। ১৩৬

শুভর পথে সুনিয়ন্ত্রণ
  তাকেই জেনো শাসন বলে,
শিষ্টাচারে সৎ-দীপনা
  ফুটেই থাকে শাসন-ফলে। ১৩৭

চাল-চলনটি এমনি করিস্
  অন্যে দেখলে যা,
অসৎ বৃত্তি ক'রে নিরসন
  হ'য়ে ওঠে তাজা। ১৩৮

চাস্‌নে কিছু লোকের কাছে
  স্বার্থবাজির লোভ-লালসে,
পারগতায় যা' জোটে দিস্
  নিস্ যা' দেয় সে ভালবেসে। ১৩৯

যদি কিছু কেউ দেয়ই তোমায়
  তুমিও দিও সাধ্য মতন,
পরিচর্যী দেওয়া-নেওয়ায়
  বৃদ্ধিই পাবে ক'রবে যেমন। ১৪০

যেখানেই কেন থাকিস্ না তুই
  হোস্ নাকো ভার কোনকালে,
যার বাড়ীতেই যাস না কেন
  রাখিস তাদের তৃপণ-তালে। ১৪১

তুমি মিষ্টি কতখানি
  জ্ঞানদীপ্ত কতটুক্,
লোকে কেমন ভালবাসে
  সেটি কিন্তু জানার তুক্। ১৪২

অন্তরে যদি ব্যথাই লাগে—
  সক্রিয় সহানুভূতি আছে যা'র,
তাহার সাথে ব'সো— ব'লো
  বিহিত ক'রো সেই ব্যথার। ১৪৩

বড়র প্রতি শ্রদ্ধানতি
  ছোটর প্রতি স্নেহ,
যেই হারালি অমনি রে তোর
  রইলো না আর কেহ। ১৪৪

খাওয়া-দাওয়া, চলা-বলা
  বিবেক সহ দেখে নিস্,
যে জায়গাতে যেমন খাটে
  তেমনতর ক'রে চলিস্। ১৪৫

ব্যবহার আর চাল-চলনটি
  শিষ্ট সুন্দর, যদিও হয়,
ক্ষিপ্র-কুশল বুদ্ধিমত্তা
  বিনে কিন্তু সার্থক নয়। ১৪৬

আপন-বিপদ অপমানে তোর
  প্রতিরোধে শক্ত হয়ে,
দাঁড়ান যাঁরা তাঁদের তরেও
  করবি তেমন হৃদয় দিয়ে। ১৪৭

তোমার কষ্টের সুবিধা নিয়ে
  স্বার্থ বাড়ায় যে-জন নিজের,
সাবধান থেকো তা' হ'তে তুমি
  নষ্ট না পায় তোমার কাজের। ১৪৮

স্ত্রী'র কাছে নয় শিষ্ট স্বাধীন
  সন্তানের কাছে তাচ্ছিল্য পায়,
ব্যবহার অনভিজ্ঞ এমন ব্যক্তির
  মনঃকষ্ট হয় পায় পায়। ১৪৯

ছেলেপুলে আত্মীয়-স্বজন
  নিজের পাড়ার পরিবার,
পারস্পরিক বাঁধনে আন্

তৃপণ-দ্যুতি বুকে সবার। ১৫০

সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব কিন্তু
সবার সাথেই রাখা ভালো,
ঋত্বিক, ইষ্টভ্রাতা যা'রা
তাদের সাথে তেমনি চ'লো। ১৫১

শিষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য,
কৃতিসম্বেগ, সৎস্বভাব,
যাদের যেমন দেখবে তেমন
তা'দের সাথে রাখবে ভাব। ১৫২

সাপের মুখের খুলতে যে বিষ
ধূর্ত্ত বেদে হ'তে হয়,
ইষ্ট-নিষ্ঠ চালে পাকা,
নইলে সে তো বেদেই নয়। ১৫৩

সত্য বলো প্রিয় ক'রে
অনুকম্পী রাগে,
অপ্রিয় সত্য ব'লে কেন
পড়বে দোষের ভাগে? ১৫৪

অপ্রিয় সত্য বলতে হলেও
সুধী-সুন্দরভাবে
ব'লো সেটা, বললে কিন্তু
শুভই তাতে হবে,
তাই ব'লে ব'লো না কভু
অসত্য প্রিয় ভাবে। ১৫৫

সইতে তুমি নাই পার যদি
অন্যের কটু ব্যবহার,
কেমন ক'রে সইবে তারা
তোমার তিক্ত অত্যাচার। ১৫৬

মন্দ ব'লে ঘৃণা করলে
দুষ্ট গতি বেড়েই যায়,
মনের দিকে দৃষ্টি রেখে
বলবি এমন— শুধরে নেয়। ১৫৭

সাজ-পোষাক তুই করবি যেমন
মনের বাকও বাড়বে ক্রমে,
চলাফেরা বাক্-ব্যবহারেও
তেমনি হবে দমে দমে। ১৫৮

আপদের উৎস যে-জন তোমার
করবে আগে তারে হাত,
অনুকম্পী করতে পারলেই
কমবে অনেক উৎপাত। ১৫৯

প্রীতি রেখো সবার সাথে
ভাবীর সাথে ভাব রেখো,
হা'তে-কলমে ক'রে বুঝে
জ্ঞানে তুমি সব দেখো। ১৬০

উল্টোপথে করলে ভাব
উল্টো ফলই হয়ই লাভ। ১৬১

নিন্দা-ঠাট্টা যেই করুক না
শ্লেষ মস্কারি যেই করুক,—
শিষ্ট সুষ্ঠু ব্যাভার ক'রো—
হৃদয় তাদের তাই ধরুক। ১৬২

ঠাট্টা যদি করতে চাও কা'কে—
মনে রেখো, ঠাট্টা দিয়ে
খুশি করা চাই তাকে,
খোঁচামারা ঠাট্টায় কিরে
তৃপ্তি দেয় কা'কে? ১৬৩

প্রাণ মাতানো কথা ব'লো
শিষ্ট সুধীভাবে,
তৃপ্তি আসবে হৃদয়েতে
সার্থকতাও পাবে। ১৬৪

রাগ নিষ্ঠার ভঙ্গী ক'রে
আত্মম্ভরিতায় ফুলিয়ে বুক
যারাই চলে প্রীতি হারায়,
পায় না পরিবেশে সুখ। ১৬৫

শিষ্ট-সুষ্ঠু কথা ব'লো
মিষ্টি ব্যবহারে,
চলন-বলন এমনি ক'রো
ক্রূরতা যা'য় হারে। ১৬৬

খেয়াল রাখিস্ অন্তরে তুই
কী-অবস্থায় বলবি কি?
বলায় যেন ওঠে ফুটে
কূটনীতি আর ব্যক্ত ধী। ১৬৭

মিষ্টি কথা, দৃষ্টি মধু
মাতানো ব্যবহার,
হৃষ্ট হয় সে সপরিবেশ
হৃদয় দীপ্ত তার ১৬৮

নিষ্ঠা পরখ করতে হলে
রুষ্টের ভান সহজ পরখ,
বিহিত মতন ব্যবহারে
হয়ই তাহা শিষ্ট নিরখ। ১৬৯

ভ্রান্তি ভরা যারা আছে
শান্তি এনে তাদের দে,
বিদ্যা আসুক, বুদ্ধি আসুক
চরিত্রে প্রীতি ঢেলে দে,
শুদ্ধ-সেবী প্রাণে-মনে
তাদের ভালো যা পারিস্—
করতে কসুর করিস্ না'কো,
শুভর পথে তাদের ধরিস্। ১৭০

যেমতেই যা'রা দীক্ষিত হোক্
সৎ-শিষ্ট যারা সঙ্গতিত্,
আত্মীয় ব'লে তাদের জেনো
হয় না ব্যভারে তারা পতিত। ১৭১

ক্রুদ্ধ ব্যবহার যেথায় যেমন,
শিষ্টাচারও করবি তেমন। ১৭২

বিশ্বাস হারালে যেই—
দেখবে তোমার আশেপাশে
দরদী কেউ নেই। ১৭৩

বিশ্বাস যাহার এলোমেলো
একব্রত হয় না সে,
দীপন-দীপ্তি রয় না বোধে
নিষ্ঠা হারায় তরাসে। ১৭৫

আপনার ব'লে নাও ভেবে নাও
পর ভেবেছিলে যাদের তুমি,
শিষ্টাচার মিষ্ট সেবায়
কোল দিয়ে নাও হৃদয় চুমি। ১৭৬

বগ্‌বগানি ঠক্‌ঠকানি
বেকুব বুদ্ধি দে ছেড়ে
আপন ক'রে নে সবারে
সুষ্ঠু চালের দীপ ধ'রে ১৭৭

শক্ত কথায় যা করবি তুই
সুষ্ঠু হয় কি তা'?
মাঝের থেকে খোয়াবি কেন
সিক্ত সততা! ১৭৮

মিষ্টি বুলি বল ওরে তুই
মিষ্টি বুলি বল্,
শিষ্টভাবে তৃপ্ত হয়ে
দীপ্ত পথে চল। ১৭৯

নিন্দা করতে অনেক জান
ভাল করতে জান নাকি
ভালর পথে চলো বলো,
ক'রো ভাল, নইলে মেকী। ১৮০

কী করলে কে সুখী হয়
ভেবে দেখে বুঝে নিও,
তৃপ্তি দিয়ে তেমনি তাকে
আপন বলে জানতে দিও। ১৮১

ভগবান ব'লে ডাকছ কত—
নিষ্ঠা ধৃতি নাই তোমার,
তাতেই কি আর সুফল ফলে
বিনা শিষ্ট ব্যবহার। ১৮২

# পুরুষ-নারী

নারী পাবে পুরুষ-চলা
পুরুষ নারীর মতন,
পাগলা কথার ফোকলা মানে
দুয়েরই এতে মরণ;
নারীর ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠা নারী
ধাত্রী পাত্রী মাতা সে,
পুরুষ কিন্তু পৌরুষে ধায়
গৌরব গুরু উল্লাসে। ১

পূরণ-প্রবণ পালন নিয়ে
বৃদ্ধির হয়ে রথী,
পুরুষ চলে কৃষ্টি রথে
নিয়ে গৌরব-গতি। ২

নারী দেহের গড়ন পেটন
কোষের উপাদান
পুরুষ-পোষক বলেই কিন্তু
ভিন্ন তার আধান।

পূরণ-প্রবণ পরস্পরের
সাম্য-স্বার্থী অনুকূলে
পূরণ করা গড়ন ভরা
কর্ম্মে সত্তা ওঠে ফুলে। ৪

বীরত্ব যার মেয়ে মহলে
বাগ্-বিলাসে ধায়,
বাস্তবতার আতপ-তাপে
শুকিয়ে ওঠে প্রায়।

মানদুরত্ব ঘুঁটিয়ে দিয়ে
নারীর সঙ্গ করে,
এমন জনায় নিশ্চয় জানিস্
কাম-ডাইনী ধরে। ৬

নারীমুখো রোখালো যারা
তারা কিন্তু কাপুরুষ,
বাহাদুরী সবই তাদের
ভজে জেনো মেয়েমানুষ। ৭

উচ্চে নারীর একনিষ্ঠ
ফুল্লরাগের দ্যোতনায়,
জীবন-জয়ে দীপ্ত পুরুষ
নিত্য নবীন মূর্চ্ছনায়।

জাত-জনম-জীবন নারীর হাতে
শুচির নিয়ম তাই হয় মানাতে। ৯

নারীর পথে পুরুষ যখন
প্রগতিশীল নারীর টানে
পুরুষত্বের বিলীনতায়
যাবেই উবে ধ্বংস পানে;
নারী যখন পুরুষ ছাঁচে
গড়ে তোলে তার প্রকৃতি।
নারীত্বে তার পেত্নীভাবের
ঘটেই থাকে কুবিকৃতি। ১০

কুমারী একটু বড় হলেই
পুরুষ ছুঁতে নেই,
যথাসম্ভব এর পালনই
উন্নয়নের খেই। ১১

বাপ-ভাই ছাড়া কারু কাছে
নিতে নেইকো কিছু,
নিলেই জেনো হয় মেয়েদের
মনটা অনেক নীচু। ১২

গান-বাজনা কি উৎসবে
কিংবা ভ্রমণেতে
বাপ-ভাই ছাড়া পুরুষ সঙ্গে
দিসনে মেয়ে যেতে।
এই নীতিটি করলে পালন
কমই হবে মেয়ের স্খলন,
পুণ্যভরা সুফল পাবি
চলবি শুভে মেতে। ১৩

শাসন ভরা ভয় সমীহে
মিত সোহাগ আদরে
গজিয়ে উঠলে দক্ষ সেবায়
সেই মেয়ে ঘর আলো করে। ১৪

পতিব্রতী উপাসনায়
আলোক লোকে সতী গজায়,
ও তপস্যায় থাকলে জোর
পালায় দুঃখ বিপাক ঘোর। ১৫

সতীর বাড়া পুণ্য নাই
বংশ-সমাজ আলো,
এই সতীত্বের উপাসনায়
অটুট আবেগ জ্বালো।

দুঃখ-কষ্ট যাই-না আসুক
থাকলে সতী ঘরে,
শুভ হ'য়ে বন্দনা গায়
মলয় দোকুল ভরে। ১৬

সতীর হাওয়া লাগলে গায়
পড়শী বেড়ে ঊর্ধ্বে ধায়। ১৭

জীবন-বৃদ্ধি চর্য্যা ক'রে
সাধলে স্বামীর উন্নতি,
পতিব্রতা কয়ই তা'রে
সিদ্ধ-কামা সেই সতী। ১৮

সতী-পতিব্রতার চেয়ে
ধর্ষিতা যদিও ন্যূন,
শ্রেষ্ঠমুখী তপের বলে
থাকে না কালে ঘুণ। ১৯

ছেলে-মেয়ে এক যোগেতে
করলে পড়াশুনা,
পড়ার সাথে বাড়ে প্রায়ই
কামের উপাসনা। ২০

পেটের ছেলেয় থাকেই নেশা
স্বামীর প্রীতির সুরে,
অন্যেতে যার ভালবাসা
রয় ছেলে তার দূরে। ২১

কত অল্পে কত বেশীর
পোষণ করতে পারিস্,
গৃহিণীপনার তুকটিই এই
নিছক মনে রাখিস্ ২২

ঘর-করনার কাজে-কর্ম্মে
সতত রাখিস্ কড়া নজর,
প্রয়োজন বুঝে কত অল্পে
করতে পারিস্ কত সুন্দর,
এই অভ্যাসের নিয়ন্ত্রণে
লক্ষ্মী বউটি হ'বি,
অল্পের ভিতর উপচে দিয়ে
সাশ্রয়েতে রবি ২৩

কটমটিয়ে সুপারি খাওয়া
নাক ডাকিয়ে পাড়া ঘুম,
ঘুমের মুখে চপ্‌চপানি
লালাপড়া বেমালুম;
দেখলে এমন পুরুষ মনের
অনুগতি দৈন্য পায়
এড়িয়ে চলার মেজাজ জাগে
সম্বেগও তার মিইয়ে যায়;
মুখে ঘামে চুলে গন্ধ
ময়লা কাপড়, শায়া,
কুৎসিত এমন চলন-চালে
তিক্ত পুরুষ মায়া ২৪

পিতৃ গৌরব শীলযুতে রাখ
শ্বশ্রূ-শ্বশুরে মহিমায়,
ভ্রাতৃদ্যুতি দীপন হৃদয়ে
দেবরে পালিও দ্যোতনায়;
মাতৃস্বভাব সুরভি আহরি
সৌরভে রাখিও প্রকৃতি,
ভগিনী-স্নেহল পালন-পরশে
ননদে দানিও সুকৃতি;
নিজসত্তার প্রতীক জানিয়া
স্বামীরে এমনি সেবিও,
দৈন্যে হানিয়া ঈশ চেতনায়
তাহারে সজাগ রাখিও;
পরিজন হতে আহরি আদর
সেবা-সম্মান-প্রতীতি
তুষিও পুষিও নিয়ত সবারে
রেখো মেয়ে মোর এ নীতি ২৫

বউ-সর্ব্বস্ব হলি যেই
শয়তানেতে ধরল সেই ২৬

পিতা-মাতা, গুরুজনে
বউ-এর সেবা পেল না কেউ,
স্ত্রী তোর সে কেমনতর?
বাঘের সঙ্গে যেমনি ফেউ ২৭

শ্বশুর, ভাসুর, দেবর, ননদ
এদের প্রতি যেমন
কথাবার্তা সেবা-কায়দা
প্রাণের প্রসারণ;
যেমনভাবে করবি আপন
অভ্যাস ব্যবহার,
সন্তানেরও হৃদয়টি তোর
ফুটবে সে প্রকার ২৮

পিতৃকুলের দুর্দ্দিনে নারী
শ্বশুর গৌরব বাহিয়া
স্মিত বদনে অভয়ে দাঁড়াও
পিতৃদৈন্য নাশিয়া ২৯

মাতৃত্বটি সত্যি সজাগ
জানিস্ মেয়ে সেইখানে,
পরের ছেলের দরদ-ব্যথায়
মাতৃ-ঝলক যেই প্রাণে ৩০

বাপের বাড়ী হামেহাল
থাকলে নারী পয়মাল ৩১

বাপের বাড়ী পুষলে মেয়ে
পুষ্ট বৃত্তি মাথা তোলে
প্রবৃত্তি তার বশ থাকে না
প্রায়ই নষ্ট অনেক স্থলে ৩২

নষ্টা নারী তারেই কয়—
স্বামী ছেড়ে যে অন্যে বয়

স্বামীদ্বেষিণী নারী যারা
প্রসব করে কু
আদর্শহীন হলে পুরুষ
বৃত্তিমুখী মেকু ৩৪

নারী যখন পুরুষ নিয়ে
বন্ধু-বান্ধবতায়
ভাববিলোলী সহানুভূতি
সেবায় এগিয়ে যায়;
নারীর ব্যথায় নাই কোন টান
ব্যস্ত পুরুষ নিয়ে,
অলক্ষিতে কাম-পেত্নী
ধরেছে তারে গিয়ে ৩৬

পুরুষ যখন নারীর প্রতি
অবাধ অনুরাগে
সমবেদনায় জর্জ্জরিত
রঙীন প্রীতির ফাগে;
পুরুষ প্রীতি সমবেদনা—
ব্যথায় বীতরাগ—
সে পুরুষের নষ্ট মাথা
কামেই সজাগ। ৩৭

স্বামী ছাড়া পুরুষ সঙ্গে
গোপন পথে-ঘরে
যেতে নাইকো জানিস্ মেয়ে
রাখিস মনে করে। ৩৮

অসতী হলেই সর্বনাশ
কুলটার তো আরো
দ'ন্ধে দ'ন্ধে সেতো মরে
মরণ সমাজেরও। ৩৯

সাধ্বী তোরা নারী তোরা
ফাগুন রাগে আগুন জ্বাল্,
দুর্ব্বিনীত ইতরামি যা
জ্বালিয়ে ফ্যাল পুড়িয়ে ফ্যাল্।

কেশ, বেশ, বোধ, ব্যবহার—
চারই মেয়ের অলঙ্কার। ৪১

লজ্জা, সম্ভ্রম, সমীহ আর
শিষ্ট আচরণ—
এ-সব জেনো মেয়েদের
উৎকর্ষী লক্ষণ। ৪২

না বলিতে কাজ বুঝিয়া যে কর
নারীত্ব সেখানে জাগা,
সেবায় অলস, বুঝেও বোঝে না-
স্ত্রীত্ব সেখানে ফাঁকা। ৪৩

বিলাসিতার নাই বাহানা
মিতিচলন সাধ,
দেখিস চেয়ে সেই মেয়েরাই
বৈভবে অগাধ। ৪৪

ধর্ম্মে-কর্ম্মে দৃপ্ততেজা
দীপ্ত সেবা ব্যাভারে,
সেই মেয়েরা স্বস্তিরই দূত,
হৃদয় ব্যথা হরে। ৪৫

কথা বেচে গিন্নী হলি
করলি কি তা কাজে?
করায় ফলন না করবি যা
হবেই সেটা বাজে। ৪৬

স্বামীর স্মৃতি অন্তরে যেন
সুজাগ্রত সদাই রয়,
তোমার কৃতি নৈবেদ্য হয়ে
সেবা চর্য্যায় তাকেই বয়। ৪৭

মীতে যারা শান্তমনা
অস্থিরতা তাদের কমে,
বোধ ও বিদ্যায় ক্রমচাতুর্য্যে
বাড়েও তারা ক্রমে ক্রমে। ৪৮

াম-আনতি-অনুনয়ন
সমীচীন নয় সবখানে,
ামী ছাড়া ব্রহ্মচর্য্যী
কাম শ্রেয় নয় কোনখানে। ৪৯

শুরবাড়ী যে মেয়েদের
অগাধ অটুট টান—
ারাই তো লক্ষ্মী মেয়ে
সেবাবিপুল প্রাণ। ৫০

াপের বাড়ীর গৌরবেতে
যে মেয়েরা মত্ত
শুরবাড়ী আত্মনিবেশ
করাই তাদের শক্ত। ৫১

পেক্ষা করে স্বামী চর্য্যা
সন্তানচর্য্যায় যারা পাগল,
মেয়েদের ভাগ্য বেতাল,
সন্তানদেরও রয় না আগল। ৫১

ামীর কি দোষ ধরিস্ না মেয়ে!
বলিস্ নে তায় খোঁচা দিয়ে,
ন্তরে তার তৃপ্তি দিয়ে
শুধ্রে নিবি সব বিনিয়ে। ৫২

ামী ছাড়া নিষ্ঠা নেশা
করলে মেয়ে কারো প্রতি,
বপর্য্যয়ী ব্যতিক্রম তার
রেই নিরোধ শুদ্ধগতি। ৫৩

নষ্ঠা-নেশা অটুট হয়ে
স্বামীর পানে ছুটছে না,

এমন মেয়ের গর্ভে প্রায়ই
শিষ্ট ফসল ফলে না। ৫৪

পতির চাইতে প্রীতি ও সেবা
অন্য জনের উপরে প্রবল,
বুঝে রাখিস্ সেথায় কিন্তু
পাতিব্রত্য নেহাৎ দুর্ব্বল। ৫৫

যত গুণই থাকনা মেয়ের
সতীত্ব যার নাই,
কুলক্ষণা সে-ই জানিস্
দুনিয়ার বালাই। ৫৬

একনিষ্ঠ একচর্য্যী
মেয়ে-পুরুষ যারাই হয়,
উচ্ছলাতে তারাই করে
দুনিয়াটার হৃদয় জয়। ৫৭

ছেলের চাইতেও স্বামী-প্রীতি—
সতী নারীর জীবন নীতি। ৫৮

দুরদৃষ্টের কশাঘাতে
পতিহীনা হয় যে মেয়ে,
ব্রহ্মচর্য্য পালাই ভাল
ব্রাহ্মীতপা নিষ্ঠা নিয়ে। ৫৯

তাই তো বলি মেয়ে আমার!
দেহে মনে সঞ্চারিণী
হয়ে কর দুনিয়াটাকে
ধৃতি-প্রতুল উৎসারণী। ৬০

লোকপালী লোকচর্য্যী
মায়ের মতন বিভব নিয়ে,
উন্নতিতে নিয়ন্ত্রিত
করনা সবে— আমার মেয়ে! ৬১

আশা দিও ভরসা দিও—
সুচারু সুব্যবস্থায়,
যাতে সবাই উচ্ছলাতে
অন্তরেতে তৃপ্তি পায়। ৬২

মা ও মেয়ের সন্দীপনায়—
সবার সাথে কথা কয়ো,
তেমনি চোখে তেমনি মনে
করণীয় যা' তাকে বয়ো। ৬৩

বাপের প্রতি ছেলে মেয়ে
যেমন এগিয়ে দিতে হয়
নিজেরও কিন্তু তেমনিতরই
গুরুর দিকে এগোতে হয়। ৬৪

যে মেয়েরা স্বামী নিন্দায়
আগুন হয়ে উঠল না
ঠিক বুঝো তার মনে আছেই—
ব্যতিক্রমী জল্পনা। ৬৫

কাম-সম্বন্ধ থাকলেই শুধু
স্ত্রীত্ব হয় না কোন কালে,
সহন-বহন প্রীতি পালনে
বাঁধলে পরিবার— বধূ বলে।

বৈধী নিয়মনী সার্থকতায়
হ'লে বিহিত পরিণয়—
সাত্বত সলীল শিষ্টাচারে
বধূত্বের দেয় পরিচয়। ৬৭

নষ্টা মেয়েও নিষ্ঠাভরে
শ্রেয়চর্য্যায় যদি চলে—
বিকৃতি তার সুকৃতিতে
উর্জ্জীবেগে ওঠে জ্বলে। ৬৮

কামার্ত্ত হয়ে নারীতে ধায়
পুরুষ জানিস্ মরতে,
প্রীতি নেশায় শ্রেয় স্বামীতে
ধায়ই নারী তরতে। ৬৯

# বিবাহ

ইষ্ট-স্বার্থপ্রতিষ্ঠা যা'র
  পরিণয়ের মূলে,
তারই বিয়ে সার্থক হয়
  বংশ ওঠে দুলে। ১

সৎস্বভাবে পরাণ-পাগল
  সেই তো রে তোর বর,
সব দিকে তোর শ্রেষ্ঠ হলে
  তারেই বরণ কর। ২

সৎপুরুষে করবে বরণ
  জননক্ষম নারী যখন,
তবেই জন্মে সেই ক্ষমতা।
  এইতো শাস্ত্র-নীতির কথা। ৩

রজস্বলা হলেই নারী
  বর-বরণে অধিকারী। ৪

উচ্চ বংশে মেয়ের নতি
  তুখোড় ঝাঁঝাল হয় সন্ততি। ৫

পূর্ব্বপুরুষ সংস্কার যা
  স্বল্প বিস্তরে,
অনুক্রমে আসছে নেমে
  বিয়ে-সূত্র ধ'রে;
ঐগুলি সব বয়ে সুখী
  এমন মেয়ে নিয়ে,
তাতেই তুমি পুষ্টি পাবে
  সেই তো যোগ্য বিয়ে। ৬

বড় কিংবা ছোট নিয়েই
  বিয়ের নীতি সিদ্ধ নয়,
যৌন-জনন সার্থক যাতে
  সেই বিয়েই শ্রেষ্ঠ হয়। ৭

মেয়েরা যদি স্ব-ইচ্ছাতে
  বরে না সৎবরে।
কার বউ কার ঘরে যায়
  ঠিক পাবি কি করে? ৮

বিয়ের আগে পড়লে মেয়ের
  অন্য পুরুষে ঝোঁকের মন,
স্বামীর সংসার-পরিবার
  করতে নারে প্রায়ই আপন। ৯

নারী-লোলুপ পুরুষ যারা
  উদ্বাহেতে তাদের ধ'রে,
বিদঘুটে এক জীবন-চলায়
  চলেই নারী জ্যান্তে ম'রে। ১০

পুরুষ যারা বিয়ের নেশায়
  বিয়ের আসর জমিয়ে রাখে
চপল কামুক বিয়েপাগলার
  গোঙরানি সার কামের ডাকে। ১১

কাম-আচারে পুরুষঘেঁষা
  কন্যা বিয়েয় শ্রেষ্ঠ নয়,
অমনি বিয়েয় জন্ম হ'লে
  জাতক-জীবন ক্ষুণ্ণ হয়। ১২

উন্নয়ন আর সুপ্রজনন
এই তো বিয়ের মূল,
যেমনি-তেমনি করে বিয়ে
করিস না কো ভুল। ১৩

সমান বিয়ের সাম্য ধাঁজ
অনুলোমে বাড়ায় ঝাঁঝ,
প্রতিলোমে কুপোকাৎ
বিশ্বাসঘাতক বংশপাত। ১৪

পুরুষের বিয়ে নিম্ন ঘরে
উন্নতিতে সমাজ চড়ে। ১৫

পুরুষের বিয়ে উচ্চ ঘরে
বাড়ে আপদ বংশ মরে। ১৬

অধম নরে নারীর ধাওয়ায়
মরণ ছোটে পিছে,
নীচ জননে বংশ নাশে
জীবন তাহার মিছে। ১৭

বীজ পেল না ক্ষেত্র সারী
যেমন তাহার লাগে,
ফসল পাবি ওরে লোভী
কোন্ কর্ম্মের বাগে? ১৮

সদৃশ ঘরে উৎকৃষ্ট বর,
মেয়ের বিয়ে প্রশস্ততর। ১৯

সদৃশ ঘরে বিয়েই ভাল
রক্তদুষ্টি না থাকে যদি,
থাকে— নিষ্ঠা সংস্কারে
অনুগতি সহ কৃতি। ২০

কৃষ্টি-সহ সদৃশ ঘর
বিয়ের বেলায় ঠিক কর্,
বাস্তবতায় দিস্ না ফাঁকি,
করিস্‌নাকো পয়দা মেকী। ২১

বীর্য্যে থাকে ব্যুৎপত্তি-রেণু
ডিম্বকোষই শরীর দেয়,
স্ত্রী-পুরুষের সদৃশ বিয়েয়
সন্তান সুষ্ঠু জীবন পায়। ২২

জন্ম যাদের শুভ-সুন্দর
সদৃশত্বের মিলন-ফলে,
বেড়ে ওঠা সহজ তাদের
সৎ-প্রভাব রয় অন্তরালে। ২৩

বংশধারা শুদ্ধ রাখিস্
সদৃশ ঘরে ক'রে বিয়ে,
বিশুদ্ধতা রাখলে বজায়
বৃদ্ধি পাবি ক্রমান্বয়ে। ২৪

রেতে থাকে জীবন-গতি
সংস্কারের অঙ্কুর নিয়ে,
ব্যতিক্রম-বিয়েয় নষ্ট পায় তা
ক্রমে-ক্রমে যায় মিইয়ে। ২৫

বৈধী কামের সুব্যবস্থ
স্পৃহায় হেলা করিস্ নাকো,—
সুপ্ত শিথিল হবে নাকো
দীপ্ত থাকবে তোর মস্তিষ্ক। ২৬

কামাচারের ব্যভিচারে
আধিক্য আর অত্যাচারে,
স্নায়ুগুলোর শিথিলতা
আনেই কিন্তু দুর্ব্বিচারে। ২৭

মানুষ-গরু-জীব-জগৎ আর
মাটি পাথর যাই বল,
বাজের সাথে মিশ্রণ হলে
আসেই বাজে— নিয়ে কালো। :

গায়ের রং আর স্বভাবের রং
করণ, কারণ চালের রং
নিজের সাথে মিলিয়ে বিয়ে
করলে পাবি শিষ্ট ঢং;
বিয়ে-সাদির বেলায় কিন্তু
এসব দৃষ্টি রেখে স্থির,
শ্রেয়-কুলে মেয়ের বিয়ে
দিয়েই থাকেন যাঁরা ধীর। ২৯

শিষ্ট কুলে মেয়ের যদি
সৃদশ শিষ্ট পুরুষের সাথে
সুসঙ্গত পরিণয় হয়—
বর্তে তাহা সন্ততিতে। ৩০

যে কুলে তুমি জন্ম নিয়েছ—
ব্যতিক্রমদুষ্ট না হয় যদি,
তেমন তুল্য ঘরে বিবাহ
বিহিত পেতে সুসন্ততি। ৩১

সদৃশ ঘরে বিয়ে করো
গুণকর্ম স্বভাব দেখে,
স্বাস্থ্যগতি, জীবনধারায়
বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে। ৩২

আবার বলি, আবার বলি
বিষাণ সুরে আমার মুখে—
ব্যতিক্রমে যাস্ না কভু
রাখ্ দশ ও দেশকে সুখে। ৩৩

শ্রেয়'র মেয়ে অশ্রেয়ে এলে
চল্‌না হলেও ভাল,
বংশটাকে নিকেশ করে
জীবন করে কালো। ৩৪

স্বামী ও স্ত্রীর প্রীতিপুণ্য
পরিচর্যা স্বস্তিপ্রাণ,
সদৃশ শুভ পরিণয়ে
সন্তানও পায় তেমনি উত্থান। ৩৫

সঙ্গতিশীল সৃদশ ঘরে
করলে বিয়ে— দম্পতির—
কুল-মর্যাদার শত ধারায়
সন্ততিও হয় সেই প্রকৃতির। ৩৬

বরের প্রতি কনের অনুরাগ
বরও শিষ্ট প্রিয়,
বৈধী সদৃশ এমন হলেই
তখন বিয়ে দিও। ৩৭

যে দেশেতে যেমন প্রথা
সত্তাপালী যদি হয়,
তেমনি বিয়ে নয়কো ঘৃণ্য
যদি না হয় অপচয়। ৩৮

বিয়ে করেই সদব্যবহার
বৌ-এর সাথে যারা করে,
প্রায়ই কিন্তু উচ্ছল হয়ে
উচ্চতাকে আগ্‌লে ধরে। ৩৯

বিচ্ছেদহারা যেসব বিয়ে
সার্থকতা সেথায় আছে,
বিচ্ছেদ যেখানে সহজপটু,
সে সব নীতি কিন্তু মিছে। ৪০

যেমনতর রেতঃ শরীর
তাই ফুটেই তো জন্মে জাতক,
ব্যতিক্রমের বিনিয়োগে
ডেকেই আনে হীন পাতক। ৪১

ডিম্বকোষ আর রেতঃ ব্যতিক্রম
যেখানে যেমন হয়ে থাকে,
তেমনতরই ব্যক্তিত্বতে
বিকশিত করে তাকে। ৪২

রেতঃ রজের সম্মিলনেই
বীজের গঠন ঠিক জেনো,
এ সংস্রবের সঙ্গতি যা
তেমনি করেই তাকে চিনো। ৪৩

সুপ্রকৃতি পেতে হলেই---
পিতামাতার সুসম্মিলন
বংশ অনুক্রমিকভাবে
ব্যক্তিত্বতে রয় দীপন ৪৪

পিতামাতার সঙ্গতি যেমন
তুল্য নিয়মন ভরে—
বোধবিকাশও তেমনি তো হয়
প্রকৃতিও সেইটি ধরে ৪৫

কাম-কলায় সংযত রও
সংযত হও স্বামী-স্ত্রী,
শিষ্ট সুষ্ঠু ভাবটি জাগুক
অন্তরেতে দীপ্ত ধী। ৪৬

বিবাহবিহীন পুরুষ হলে
বংশত্ব তার কোথায় রয়?
স্বস্তিহারা প্রায়ই তারা
দায়িত্বশীল কমই হয়। ৪৭

শ্বশুর বাড়ীর ঘর করে না
এমনতর মেয়ে যারা—
কৃতিদীপা হয় কি তারা?
চরিত্রও হয় ব্যর্থ-ভরা। ৪৮

লাখ প্রলোভনে সতী যেমন
অটল অচল হয়েই রয়।
স্বামীদীপ্ত সংকৃতি সে
সহজভাবে তেমনি বয়। ৪৯

# দাম্পত্য জীবন

সজীব যেমন যৌন-জীবন
সুন্দর সদাচারী,
দীপ্ত কৃতী তেমনই সে-জন
আয়ুর অধিকারী। ১

পতিপ্রাণা দক্ষা নারীর
সেবাসুন্দর তৃপ্তি চলন
পুরুষ-বুকে দীপ্তি আনে
বৃদ্ধিতে দেয় উপঢৌকন। ২

তৃষ্ণাভরা তৃপ্তবুকে
স্বামীর প্রতি অনুরাগ,
এমন নারীর সহবাসে
বর্দ্ধনা পায় পুণ্য ফাগ। ৩

শতেক কাজের সমাধানেও
স্বামীচর্য্যায় হয় না বাধা,
পতিপ্রাণা নারী জীবনে
দেখবি কেমন এইটি সাধা।

লক্ষ কাজে ব্যস্ত থেকেও
স্বামী সোহাগ ভরে
কোন ফাঁকেতে সময় করে,
স্বামীর তোয়াজ করে,
আলোচনায় সংকথাটি
উদ্দীপনী রতি,
এমনি মেয়েই লভে নিশ্চয়
শ্রেষ্ঠ সুসন্ততি। ৫

স্বামীর ভাল করতে গিয়ে
স্ত্রীর সতীত্ব জাগে,
ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাতেই
পুরুষ সৎ-এ থাকে। ৬

নিজ সত্তার প্রতীক পুরুষ
সেইতো নারীর স্বামী,
তারই জীবন-সাথী নারী
ধর্ম্ম-অনুগামী। ৭

ভক্তি-সেবায় আত্মত্যাগ
স্বামী-ধর্ম্মার শ্রেষ্ঠ যাগ। ৮

সদালাপী স্বামী-আনতি
উচ্ছল-প্রাণা যেই;
দীর্ঘজীবন রত্নগর্ভা
জানিস নারী সেই। ৯

প্রয়োজন-পূরণে স্বামীতে টান
ব্যক্তিত্বে টান নয়,
এমন প্রিয়ার প্রিয় যিনি
হবেই তাহার ক্ষয়। ১০

সব প্রবৃত্তি ভেদ করে টান
স্বামীতে যেই ধরবে,
সতীলোকের প্রথম ধাপে
তখনই তুমি চড়বে। ১১

স্বামীর ব্যথায় বুক ফাটে না
চমকে নাকো মন,
হৃদয় উজাড় করে তাঁতে
তাঁরই স্বার্থ প্রতিষ্ঠাতে,
বুক দিয়ে যে করে নাকো
স্বামীর সম্পূরণ,
এমন নারী যাহার ঘরে
আপদ তার কি কভু সরে?
চলেই চলে সে ছারখারে
হুতাশে ডোবে মন। ১২

পুরুষ মাগে নারীর প্রণয়
নারী মাগে টাকা,
এমনি করেই চল্‌তি জগৎ
বাঁচাবাড়ায় ফাঁকা। ১৩

স্ত্রীর কথায় যে ওঠে বসে
রঙ্গিল চক্ষু যা'র
খুঁজে পেতে মিলিয়ে বুঝে
দেখে না কিছু আর,
মেয়ে-মুখো নেংটে পুরুষ
মেয়েলী ফেনচাটা,
আত্মঠগী বেবুঝ পাগল
কপালে মুড়ো ঝাঁটা। ১৪

যোগ্যগম্যা নারীকেও যদি
ফুসলিয়ে বা বলাৎকারে
অনিচ্ছায় তার বৃত্তিটানে
স্পর্শন-ধর্ষণ করে তারে;
স্নায়ুতন্ত্র বিকার-বশে
নিরেট শিথিল অবশতায়,
ধ্বংস করে জাত-সমাজে
জীবন কাটায় পাপ-লালসায়। ১৫

স্ত্রী যদি না দেখায় ঝোঁক
কাম-কামনার উচ্ছলায়,
কামভাবেতে রাখিস্ না মন
রবেই স্নায়ু সচ্ছলায়। ১৬

স্ত্রীর আকৃতি দীপ্ত করে
আদর-অবশ অনুরাগে
উপগতির সেই তো সময়
নয়তো রোগে ধরবে বাগে। ১৭

স্ত্রীর চাহিদায় সহবাস
করলে শক্তির কমই হ্রাস। ১৮

পুরুষ ছোটে নারীর পিছে
খোয়ায় শক্তি মেধা মিছে। ১৯

স্ত্রী যদি তোর দোষই দেখে
অবজ্ঞাতে আদর জানায়,
দূরে থাকিস্ তা'র ছেড়ে তুই
পড়বি নইলে দুর্দ্দশায়। ২০

লাখ্ জ্বালাতন হস্ নারে তুই
স্ত্রীর অনুচিত তর্জ্জনায়,
তুষ্ট তাতে নাইবা র'লি
থাকিস্ না তার তোয়াক্কায়। ২১

স্বামীর প্রতি যেমনি রতি
তেমনি নারীর মতিগতি। ২২

সমীহহীন স্বামী-সঙ্গ
শ্রদ্ধ হৃদয় নয়,
প্রবৃত্তিতেই স্বামিত্ব যা'র
ছেলেও তেমনি হয়। ২৩

পুরুষ ধায় তার ইষ্টপানে
নিয়ে পড়শী জগৎখানা,
স্ত্রীও তেমনি স্বামী-বহনে
এক আদর্শে চলায়মানা;
এ যেথায় না হয়—
আবোল-তাবোল ঘূর্ণী ঘোরে
হ'তেই থাকে ক্ষয়। ২৪

ব্যতিক্রমদুষ্ট হলেই স্বামী
ব্যতিক্রমী ধাঁজ স্ত্রীরও হয়,
ব্যতিক্রমেই ওঠে-বসে
ব্যতিক্রমেই নিকেশ হয়। ২৫

স্বভাবদুষ্ট স্বামী হ'লে
ধৃষ্ট ব্যবহার যেমন হয়,
স্ত্রীও তেমনি সেই পথেতে
বক্রগতি নিয়ে ধায়। ২৬

স্ত্রী অত্যাচারী হ'লে
বিভূতি বাড়বে কিসে?
পুরুষ অত্যাচারী হলে
বিভব হারা দিশে ২৭

নিষ্ঠানিপুণ বৈধীবিধান
স্বামীর যেথায় রইল না,
ব্যতিক্রমী বেফাঁস সেথায়
ব্যক্তিত্বকে বইল না। ২৮

দুষ্ট-স্ত্রীকে রুষ্ট ক'রে
শুদ্ধি তাহার হয় না কিছু
সহন-বহন-প্রীতিচর্য্যায়
চালিয়ে নিও তোমার পিছু। ২৯

স্বামী-স্ত্রীর অটুট মিলন
সহন-বহন উভয়ের
নিষ্ঠা নিপুণ সেবাধৃতি
হয়ই তাদের উপচয়ের। ৩০

দেখে-শুনে-বুঝে-সুঝে
রকম-সকম সব বিনিয়ে,
প্রীতি-অনুকম্পাসহ
রেখো স্ত্রীকে হৃদয় দিয়ে। ৩১

পত্নীতেই কাম রাখিস্ বাঁধা
প্রীতিবন্ধন দিয়ে
আর সবাতে ছড়াস্ প্রীতি
সাত্বত দৃষ্টি নিয়ে। ৩২

পিতা-মাতায় শ্রদ্ধা রাখিস্
অস্খলিত নিটোল হয়ে
স্ত্রীর সঙ্গে রাখিস প্রীতি
শিষ্টাচারে সত্তা ব'য়ে। ৩৩

শাসন-তোষণ-প্রীতি-পূরণ
স্বামীর যেথায় রইল রে,
নিষ্ঠা-আবেগ ধৃতিকৃতি
স্ত্রীও তেমন বইলরে। ৩৪

স্বামী মেয়ের যেমনই হোক্ না—
নিষ্ঠা-প্রীতি অটুট র'লে,
স্বামীও ক্রমেই শিষ্টইতো হয়—
চলায়-বলায় সুষ্ঠু হলে। ৩৫

স্ত্রী পুরুষের কৃতিচর্য্যা
ব্যক্তিত্বকে সুষ্ঠু করে,
উন্নতিও আসে তেমনি
শিষ্ট-সুধী বেশটি ধরে। ৩৬

স্ত্রীতে স্বামীর অনুকম্পা
প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার
স্বামীনিষ্ঠ স্ত্রীর তাতে হয়
জীবনদ্যুতির সুপ্রসার। ৩৭

শিষ্ট-শুভ তৃপ্তিভরা
স্বামীর অনুকম্পা যেথায়,
দীপ্ত হয়ে হৃদয় ওঠে
তৃপ্তিও আসে উচ্ছলায়। ৩৮

স্বামী যেমন শিষ্ট-শুভ
বোধদীপ্ত সুচরিত্র,
স্ত্রীও প্রায়ই তেমনি চলে
নিয়ে সার্থকতার চিত্র। ৩৯

স্ত্রী-পুরুষের যেমন থাকে
ভাববৃত্তির সঙ্গতি,
পুরুষক্রমেরই তেমনি গতি
বিধানে হয় সংস্থিতি। ৪০

# জনন-নীতি

কৃষ্টিজাত সংস্কারের জৈবী সংগঠন
সৃষ্টি করে রজোবীজের ধরণ-ধারণ,
বিসদৃশ সম্মিলনে অসমত্বে ধায়
সমত্বকে হারিয়ে ফেলে বিকৃতিতে
পায়। ১

অতিদেহিক সত্তা জানিস্
কাম-কামনার ভরে
ঘন হয়ে শুক্রাণুতে
বীজ-শরীরটি ধরে,
শুক্রাণুটি সঙ্গত তার
ডিম্বকোষে মেশে,
কোষ-বিভাগে বেড়ে ওঠে
বৈশিষ্ট্যতে ভেসে। ২

এক নিষেকে রেত-শরীরী
অযুত জীবন ধায়,
ডিম্বকোষটি যেমন ধরে
তেমনি শরীর পায়। ৩

রজ-বীজে যা কিছু সব
হলো রকমফের,
রং-বেরং-এ ঢং-বেঢং-এ
হরেক রকম জের। ৪

নারী হতে জন্মে জাতি
বৃদ্ধি লভে সমষ্টিতে,
নারী আনে বৃদ্ধি ধারা
নারী হতেই বাঁচা-বাড়া
পুরুষেতে টানটি যেমন
মূর্ত্তি পায় তা' সন্ততিতে । ৫

কাম-কামিনীর অনুরাগে
ডিম্বরেতের হয় মিলন,
ঐ টানেতেই জন্ম জীবের
বাঁচে চলে তার জীবন। ৬

চিন্তায় কর্ম্মে সুসঙ্গতি
উঠলে ফুটে টানে,
জাতকেও পায় তাহাই
সুভাব ফোটে প্রাণে। ৭

চিন্তা-কর্ম্মে টানের ছাপ
ডিম্বরেতেও তারই ছাপ। ৮

চিন্তা-কর্ম-সংস্কারেতে
দাগ উপজয় ডিম্বরেতে
তেমনতরই ধরে শরীর
মেয়ের কোঁখে পুত,
জীবন-চলনা ঠিক রাখিস্ তুই
পেতে সুষ্ঠু সুত। ৯

ঘুমিয়ে থাকা পবিত্রতা
অন্তরেরেই কোলে,
পুত্ররূপে জন্ম নিয়ে
ওঠে প্রাণন-দোলে। ১০

বৈধানিক যে ব্যবস্থিতি
সংস্কৃতিরই পথে,
নিহিত রয় সংস্কারেতে
গুণ ফোটে সেই মতে। ১১

মানুষ কেমন তাই নয় শুধু
তারই পরিমাপ,

জন্মে কেমন সুষ্ঠু তাতেই
কেমন ছেলের বাপ। ১২

সত্তা জড়িত সিদ্ধি যেথায়
চিন্তা-চলন সমস্রোতা,
জননেতেও অর্শে সে-গুণ
হয়তো তীক্ষ্ন, নয়তো ভোঁতা। ১৩

স্বামীর প্রতি যেমনি টান
ছেলেও জীবন তেমনি পান। ১৪

অভ্যাস-ব্যবহার যেমনতর
সন্তানও পাবি তেমনতর। ১৫

যে ভাবেতে স্বামীকে স্ত্রী
করবে উদ্দীপিত,
সেই রকমই ছেলে পাবে
তেমনি সঞ্জীবিত। ১৬

শ্বশুর-শাশুড়ী দেওর-ননদ
জা-জাওয়ালী নিয়ে
পারিপার্শ্বিক মানুষ গরু
সব সকলই দিয়ে
অভ্যাস-ব্যবহার যেমন নারীর
এদের প্রতি প্রীতি,
তেমন রং-এ হবেই রঙিন
সন্তান-প্রকৃতি। ১৭

উচ্চ নারীর নিম্নে টান
ডিম্বরেতে ছাপটি ম্লান,
অনুরাগের অসঙ্গতি
নিম্ন রতির কুসন্ততি। ১৮

রতিকালে উদ্দীপনী
শুভ সম্বেগ-প্লাবন ছাড়া,
নারীর মনের বিপাক যেমন
সন্তানও হয় তেমনি ধারা। ১৯

প্রবৃত্তি সব নিজেই স্বাধীন
বাধ্যবাধক নয়কো যার,
স্বৈরিণী তো সেই নারী হয়
মূর্ত প্রতীক ধৃষ্টতার। ২০

প্রবৃত্তি সব বাধ্য-স্ব-এর
শ্রেয়নিষ্ঠ মন-প্রাণ,
এক মুখতায় উদাম চলে
সাধ্বী স্বাধীন লোকত্রাণ। ২১

সব প্রবৃত্তির সমাহারে
উদাম হয়ে শ্রেয়-সেবায়,
অচ্যুতিতে সাধ্বী যারা
বাধ্য প্রাণে ধায়ই ধায়। ২২

দ্বৈধী সেবায় মেয়েদের ধী
দ্বিধায় ফাটল ধরে,
প্রজননেও তাই নিয়ে সে
গর্ভেতে বীজ বরে। ২৩

হীনত্বতে জন্ম যার
মিত্রদ্রোহী ভাব তার। ২৪

বাপ হতে পায় ধী-প্রকৃতি
মায়ে জোগায় ধাত,
বিসদৃশ মিলন হলে
জন্মে কুপোকাৎ। ২৫

দ্বৈধী সেবাই ফাটল ধরায়
মেয়ের কোমল ধীয়ে,
বহু আচারে কিযে হবে
রুখবি কী দিয়ে? ২৬

স্ত্রীর বিরাগ কমাতে গিয়ে
কামাসক্ত হবে না,
শিশু হলে খিন্ন হবে
তুমিও ভাল থাকবে না। ২৭

অভ্যাসেরই ঝরণা হতে
  জন্মে সংস্কার,
সন্তানেতে বংশক্রমে
  তারই তো সঞ্চার। ২৮

পিতা বয়েই এলো যে তোর
  অস্তিত্বেরই জীবন-ধারা,
মাতা সেটা মূর্ত্তি দিল
  সত্তা হল জীবন ঘেরা। ২৯

পিতা-মাতার মূর্চ্ছনা যে
  একায়িত তোর জীবনে,
ঐ নিয়েই তো সত্তা রে তোর
  ফুটছে নিত্য তোর বিধানে। ৩০

স্বামীতে স্ত্রীর নাইকো নিষ্ঠা
  স্ত্রীতে স্বামীর নাইকো টান,
এমনতর চলন যাদের
  শ্রদ্ধাহারা হয় সন্তান। ৩১

সম্মিলনী জনন-ক্রিয়ার
  উর্জ্জী আকুল অভিসারে,
সাম্য হয়েও উদাম সম্বেগ
  পূত ভ্রূণে নিবাস করে। ৩২

জন্ম নেবার পথই যাদের
  দুষ্ট ব্যতিক্রম,
নীচমনা তারা হয়েই থাকে
  জেনেও করে ভ্রম। ৩৩

শিষ্ট নিয়ন্ত্রণে কর
  জন্মটাকে শক্তিমান,
ভেঙ্গে চুরে আপদগুলি
  করে ফেল মুহ্যমান। ৩৪

বোধ-বিবেকী পরাক্রম
  কু-জননে পায়ই ক্ষয়,
ব্যক্তিত্বটার উৎসর্জনা
  ক্রমে ক্রমে হয়ই লয়। ৩৫

কায়াতেই যে বস্তু বিকাশ
  রেতঃ অনুগ হয় কায়া,
রজঃ তাকে রঞ্জিত করে
  পরিমাপে আনে মায়া। ৩৬

রঞ্জনাই তো বস্তুবিকাশ
  গঠিত হয় যা'য় দেহ,
চিৎ ও সৎ-এর সম্বেদনায়
  গড়ে ওঠে চেতন-গেহ। ৩৭

আনন্দ আছে, তাইতো বাড়ে
  রেতঃ অনুগ সমীচীন,
নয়তো বৃদ্ধি যায় গো থেমে
  রেতঃ দ্যোতনা যেথায় হীন। ৩৮

জনন-বিভ্রাট যেই এলোরে
  ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র ছেয়ে,
লাখ ঐশ্বর্য থাক্ না কেন
  আপদ সেথায় যাবেই বেয়ে। ৩৯

রাষ্ট্র-পূজার অর্ঘ্য জানিস্
  সুজননের সুসন্তান,
যে ঐশ্বর্যে দেশবাসী সব
  আপদ হতে পায়ই ত্রাণ। ৪০

রেতঃ কিন্তু নারী গর্ভে
  সক্রিয় সজাগ চেতন রয়,
রেতঃ রজের মিলন বীজে
  সৃজনক্রিয়া উপজয়। ৪১

রেতঃ মানে বীর্য জানিস্
  স্পন্দিত যার অভিযান,
যে স্পন্দনার অনুকম্পনে
  গতিদীপ্ত থাকে প্রাণ। ৪২

বীজ যদি তুই রক্ষা করিস্
  সুপ্ত হয়েও বেঁচে থাকে,
বহুকালের পরেও আবার
  চর্যা দিলেই পাবিই তাকে। ৪৩

জদেহেতে সংস্থিতি তার
যেমনতর লুকিয়ে রয়,
জালে সে সে-সব গুণের
হয়েই থাকে অভ্যুদয়। ৪৪

তি জন্মে বীজ প্রভাবে
বীজই সবার সত্তা-জীবন,
জ শুদ্ধিই জীবন শুদ্ধি
দেশ-সমাজের তা সুরক্ষণ। ৪৫

ষ্ঠা-নিপুণ কৃতি রাগে
উর্জ্জী দীপ্ত যতই হবি,
জও হবে সেই ধরনের
ফলও কিন্তু তেমনই পাবি। ৪৬

জো-বীজের অন্তঃস্থিত
জনি-সঙ্গতির সংবেদনায়,
ক্তিত্বটার বিকাশ আনে
জ্ঞান-গরিমার সংযোজনায়। ৪৭

কান লোকটি কেমনতর
জনন-দীপ্তি দেখে বুঝিস্,
ষ্ঠু কুলে সুজন সৃষ্টি
এটাও কিন্তু ভেবে দেখিস্। ৪৮

ী-পুরুষের উর্জনাটা
যেথায় যেমন আকর্ষণী,
জনদ্যুতির সৃষ্টিও তাই
তেমনতরই বিবর্দ্ধনী। ৪৯

ুরুষ-নারীর আকর্ষণটা
যেখানে যেমন হয় প্রবল,
তেমনতরই মূর্ত্তনা হয়
তেমনতরই হয় ফসল। ৫০

্যভিচার আর ব্যতিক্রমের
আইন-কানুন করবি যত,

বীজ-রক্ষণী সংসাধনাও
ততই হবে নষ্টে হত। ৫১

ব্যতিক্রম দুষ্ট না হলে স্ত্রী
সদৃশ শিষ্ট হলে স্বামী,
পূর্ব্ব পুরুষের গুণ-গাথায়
হয়ই সন্তান উর্ধ্বগামী। ৫২

রেতঃ স্বভাব যেমনতর
ডিম্বকোষের যেমন ধৃতি,
সন্তানও পায় তেমনি আবেগ
তেমনই হয় তার নিষ্ঠা-কৃতি। ৫৩

স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই হোক্ বা
উভয়ের মধ্যে কোন একজন,
ব্যতিক্রান্ত হলে— হয় সন্ততির
তেমনি আবেগ, তেমনি মন। ৫৪

ডিম্বকোষে পিতার জনি
যেমন চলে বিভাজন্যায়,
রেতঃ অনুগ বিন্যাস পেয়ে
শরীর সংগঠিত হয়। ৫৫

পিতার দোষগুণ যাই না থাকুক
পুত্রে কিন্তু অর্শে থাকে,
মায়ের দোষগুণ গড়নের বেলায়
পোষণ দিয়ে পালে তাকে। ৫৬

সম্বেগ যেমন অটুট যাহার
প্রবৃত্তি যার যেমন দড়,
জন্মও তার তেমনি তো হয়
হয়তো ছোট, নয়তো বড়। ৫৭

ব্যতিক্রমী বা কুলশাসিত
যেথায় যেমন সংস্কার,
তেমনতরই দেহ-জীবন
তেমনতরই ঝোঁক হয় তার। ৫৮

হওয়ার বীজের স্থৈর্য যেমন
 পুরুষেই সেটা লুকিয়ে রয়,
প্রকৃতি কিন্তু সেইটি ধরে
 গড়ে তোলে যেমন হয়। ৫৯

ভাববৃত্তির নিয়মনায়
 যে জন যেমন জীবন পায়,
বংশক্রমিক সেই ধারাই
 জীবন পথে হয় উদয়। ৬০

নিষ্ঠাহারা নিমকহারাম
 ব্যতিক্রমী হও যদি,
সন্তান-সন্ততির ধরেই রেখো
 সেই দিকেতে হবে গতি। ৬১

রজঃ বীজে অসৎ ছিটা
 কোথাও যদি লুকিয়ে থাকে,
তা হতে যে ব্যক্তিত্ব জন্মে
 তেমনি কাবু করে তাকে। ৬২

অবগুণী বংশ যাদের
 ব্যতিক্রমী দুষ্ট যারা,
সন্ততিও তাদের তেমনতরই
 নিষ্ঠাবিহীন ধাঁজে গড়া। ৬৩

জননবিধির ব্যতিক্রমে
 যায়ই দেশটি ছারে-খারে,
শত রকম ধরে চলেও
 কষ্ট কিন্তু ঠেকানো তারে। ৬৪

ভদ্র ঢঙ্গে চলেও যদি
 জন্মবিকার থাকলে তায়,
বিশ্বস্ততার ব্যতিক্রমে
 অসৎ পথে প্রায়ই ধায়। ৬৫

অজাতের সাথে দিয়ে জাত
 সব সময়েই উৎপাত। ৬৬

রেতঃ সত্তাই জীবনগতি
 ডিম্বকোষকে আশ্রয় ক'রে,
বিহিতভাবে যেখানে যেমন
 শরীর বিধান তোলে গড়ে। ৬

রেতঃ ধারা শুদ্ধ যেমন
 জন্মেও তেমন শুদ্ধি রয়,
অশুদ্ধ রেতঃ তেমনতরই
 অশুদ্ধ ঝোঁক বয়ই বয়। ৬৮

রেতঃ ও রজের সম্মিলনা
 বিধানটাকে করে গঠন,
গঠন যেমন তেমনতরই
 ব্যক্তিত্বটার উদ্ভাবন। ৬৯

বিধায়িত রেতঃ যখন
 ডিম্বকোষে প্রবেশ করে,
ডিম্ব নিয়েই রেতঃ কিন্তু
 সত্তাটাকে সৃষ্টি করে। ৭০

ভাববৃত্তির প্ররোচনাই
 মস্তিষ্ক করে উত্তেজন,
বংশানুক্রমিক সংস্কার নিয়ে
 রেতঃ বিধান করে গঠন। ৭

যে বংশেতে যেমন সংস্কার
 দুষ্ট কিংবা শিষ্ট হোক,
গুছিয়ে নিয়ে তদ-অনুগ হয়
 রেতঃ সত্তার জীবন ঝোঁক।

রেতঃ বলতেই বুঝে রেখো
 সক্রিয় সে গতিশীল,
অচঞ্চল ডিম্বকোষকে
 সক্রিয় করে স্বতঃ সলীল।

বীজ মানেই কিন্তু রেতঃ ডিম্বে
 সঙ্গতিশীল সংযোজনা,
যার ফলে হয় সত্তাটিরই
 ক্রমান্বয়ী উৎসৃজনা। ৭৪

পুরুষানুক্রমিক সংস্কারে
রেতঃর কিন্তু হয় নিয়মন,
ডিম্বকোষে প্রবিষ্ট হয়ে
সৃষ্টি করে বিধান গঠন। ৭৫

জননে কিন্তু রেতঃই প্রধান
রেতঃই করে শরীর গ্রহণ,
রেতঃই কিন্তু জীবন পেয়ে
শরীরে দীপ্ত করে জীবন। ৭৬

সত্তা-সঙ্গতি লাভ করেছে
এমনতর যা সংস্কার,
রেতঃ দেহে বিন্যাস পেয়ে
সত্তাকে করে অধিকার। ৭৭

রেতঃ রজের মিলন-লীলায়
সব যা কিছু উঠছে ফুটে,
সলীল চলন আলিঙ্গনে
নিজকে সত্তায় দিচ্ছে লুটে। ৭৮

যে মেয়েরা ভাব-আভাতে
যেথায় যেমন সংস্থ রয়,
সন্তানেরও মূর্ত্ত বিভা
অনেকখানি তেমনি হয়। ৭৯

ব্যতিক্রম দুষ্ট নয় যেখানে
শিষ্ট-সিদ্ধ সুরঞ্জনায়,
রেতঃ সত্তাও তেমনতরই
বিনায়িত হয় সেই দ্যোতনায়।

রেতঃ সত্তা যেমনতর
ডিম্বকোষও তাই ধরে,
তদ অনুগ বিধায়নায়
তেমনতরই সত্তা গড়ে। ৮০

যাই কর আর তাই কর না
জন্ম কিন্তু আদত কথা,
কুসংস্কারে জন্ম হলে
জীবনটাকে করেই বৃথা। ৮১

জনন-বিজ্ঞানে দক্ষ যারা
একদিন তারাই ঘটক ছিলেন,
ছেলে-মেয়ের বিবাহ-ব্যাপার
তারাই কিন্তু হাতে নিতেন:
কৃষ্টি ও দেশের বিপর্যয়ে
ঔদ্ধত্যদীপ্ত অহংকারে,
সে ঘটক আজ নাইকো দেশে
কোথায় গেছে ছারে-খারে;
মানুষ যদি হ'তে চাস্ তোরা
ঘটক-প্রতিষ্ঠা আবার কর,
জনন-বিজ্ঞানকে দক্ষ করে,
ঘটক আবির্ভাব আবার কর;
সদৃশ-শিষ্ট কুলের মেয়ে
এনে গড়ে নিজের কুল,
আয় নিয়ে আয় বিভুর আশিস্
ভেঙ্গে চুরে সকল ভুল।। ৮২

দশ-এগারো বছর বড়
শ্রেষ্ঠ পুরুষ করলে বরণ,
সুষ্ঠু পুষ্ট সন্তান পাবি
হবেই অনেক আপদ-তরণ। ৮৩

রজোবীজের ব্যতিক্রমে
বৈশিষ্ট্য আর কৃষ্টিহারা
অপকর্ষী জীবন-জনন
চলতে থাকে হতচ্ছাড়া। ৮৪

ঊষর ক্ষেতে পুঁতলে সুফল
বাড়েও যদি কম,
জাতটি ফলের ঠিকই থাকে
সুক্ষেত্রে পূর্ব্বতন। ৮৫

বীজ পোষণী ক্ষেতের ধাত যা
বাড়ায় বীজকে সত্ত্বামাফিক
অংকুরণে সুষ্ঠু করে
পুষ্ট করাই বিশেষ তারিফ। ৮৬

লীলায়িত আলিঙ্গনে
দেওয়া-নেওয়ার আবেগরতি
অনুস্যূত হয়ে দানায়
ফুটলো দানা চলৎগতি। ৮৭

জন্ম-মরণ ক্ষরণ-রোপণ
নিয়ে কত পরিণতি
ছুট্‌ছে দানা, ফুট্‌ছে দানা
সৃষ্টি করে স্বসন্ততি। ৮৮

দীন-দুনিয়ায় দানার খেলা
দানাই বাঁচে, দানাই বাড়ে,
দানাই গজায় দানা হতে
দানাই দীপ্ত অন্ধকারে। ৮৯

দানা-বাঁধা জীবনসূত্র
সত্তাটি তার ফেললে ছিঁড়ে,
ভাবিস্ আবার বাঁধবে দানা
পাবি কি আর সে তাই ফিরে?

ডিম্বকোষ কিন্তু দেয় না জীবন
জীবনই দেয় শুক্রকীট,
শুক্রকীট যার তেমনতর
দীপ্তও তেমনি অস্তিপীঠ। ৯১

---

# যৌনতত্ত্ব

কুৎসিত আচার, কুব্যবহার
অশিষ্ট যৌন সঙ্গতি,
সংক্রমণে চারিয়ে গিয়ে
করেই দুষ্ট পরিস্থিতি। ১

ধৃতি-আচারে যৌনাচারে
যতই যেমন দুষ্ট নেশা,
তারাই কিন্তু হারিয়ে থাকে
জীবন পথের শিষ্ট দিশা। ২

বৈধ রমণ একদমই বাদ
সেটাও কিন্তু ভালো নয়,
রতি ক্রীড়ায় অবাধ হওয়া—
তাও অশুভ, আনেই ক্ষয়। ৩

ধর্মাচারে সত্তা সবল
জ্ঞানের বিভব বাড়ে
অবৈধ যৌনাচার
ক্রমশঃ নষ্ট করে। ৪

ব্যতিক্রমী মিলন যেথায়
স্ত্রী-পুরুষের যৌনক্রীড়ায়
সংস্কারও তেমনতরই
দুষ্ট হ'য়ে থাকে ব্রীড়ায়। ৫

বিসদৃশ যৌনাচারে
বৃত্তি উচ্ছল কায়িক মন
জন্মে ধাঁধায় গণ-মনে
বিপথ দেখায় অনুক্ষণ। ৬

# গার্হস্থ্য নীতি

স'য়ে-ব'য়ে চলতে থাক্,
এড়াবি অনেক বেতাল পাক। ১

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অত্যাচার
স্বামীতে স্ত্রীর নাই আবেগ,
ভাঙ্গন ধরে সেই পরিবারে
রয় না স্বস্তির শিষ্টবেগ। ২

আত্মস্বার্থ ছেড়ে দিয়ে
যারা তোমারে আশ্রয় নেছে—
জীবনভরই থাকবে তারা,
থাকবে তারা ক'রে বেঁচে। ৩

সংসারই কিন্তু চালের খেলা
তাইতো সে রয় চির চলন্ত,
শিষ্ট চালেই জীবন বৃদ্ধি
চালের গুণেই জীবন হসন্ত। ৪

বুঝে-সুঝে চলিস্-ফিরিস
বলিস্-করিস্ তেমনি হয়ে,
ইষ্টতপা নিষ্ঠা নিয়ে
চল না জীবন অমনি ব'য়ে। ৫

টলায়মান মতি যেথায়
আত্মমর্যাদা শিষ্ট নয়,
চলাফেরা আত্মীয়তা
বুঝে করিস্ নয়তো ভয়। ৬

এলোমেলো বিস্ফোরণায়—
দীর্ণ করে নিজের বুক,
নষ্ট হোসনে নিজেও কভু
দিস্নে ভেঙ্গে পরের সুখ। ৭

অনুকম্পায় কবি কথা
ঝগড়া-ঝাঁটি যাই না হোক্,
ব্যবহারে দৈন্য যা-সব
ফেরাবিই তার দুষ্ট ঝোঁক। ৮

মানুষ দেখলেই সব হল না,
থাকে না মানুষ চিরকাল
দেখে-শুনে বুঝে-সুঝে
দেখ-বাড়াও জীবনকাল। ৯

জল-ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য কেমন
তরি-তরকারী ডাল আর ধান,
খতিয়ে নিয়ে এ সকলটি
দেখিস যোগ্য কি-না স্থান। ১০

গৃহস্থদের বসতবাড়ী—
বিদ্যাস্থগুলি খেতাব দিয়ে,
বিদ্যার্জনের কর ব্যবস্থা
কৃতিপায়ে সব বিনিয়ে। ১১

মাটির ভাণ্ডে দুইয়ে দুধ
মাটির ভাণ্ডে রেখে
মাটির ভাণ্ডে জ্বাল দিও তা
সাবধানেতে দেখে;
মাটির ভাণ্ডেই মন্থন করে
মাটির ভাণ্ডেই দিও জ্বাল,
সুপাক করে দেখো দেখি
গন্ধে-বর্ণ ঘিয়ের তাল।

শুনবে কি? কথা রাখবে কি?
আবার বলি শুনবে কি?
নিজ পরিবারের মেয়ে পুরুষের

কুলপঞ্জী রাখবে কি?
তোমার ঘরের কোন মেয়ে
কোন্ পুরুষে বিয়ে দিয়ে
সন্ততি তার কেমন হয়—
খতিয়ে নিয়ে দেখবে কি?
নিছক বেকুব যদিও আমি
আমার কথা রাখবে কি?
শুধরে নিয়ে ভবিষ্যৎটা
ভালয় উছল করবে কি? ১৩

---

# সন্তান চর্য্যা

জন্মযুত সংস্কার সব
শিশুর মাথায় ঘুমিয়ে রয়,
পারম্পর্য্যে সময় মাফিক
ফাঁকে-ফাঁকে হয় উদয়। ১

পরিস্থিতির সাড়া পেয়ে
শিশু যেমন বৃদ্ধি পায়,
দেহ-মনের বৃদ্ধিক্রমে
সংস্কারও তেমনি গজায়। ২

যে বয়সে যে সময়ে
যে সংস্কার হয় উদয়,
সেইটি ধরে অভ্যাসেতে
না ধরালে উবেই ক্ষয়,
তারপরে তুই যতই করবি
ধবস্তাধবস্তি শাসন-রাগ,
ভয়ে বালক শীর্ণ হবে
বিরক্তি না মানবে বাগ। ৩

জন্ম হতে পাঁচ-সাত বছর
একীবদ্ধ সম্বেগ-বেগ,
ছেলে পুলের অন্তরেতে
প্রায়ই চলে হয়ে সবেগ;
এরই ভিতর যে-সম্বেগ
যেমনভাবে মাথা তোলে,
তারই তেমন নিয়মনে
জানার দীপ্তি তেমনি খোলে
ও বয়সে মায়ের কাছে
ছেলেপুলে থাকবে যত,
মায়ের সূক্ষ্ম সম্পোষণে
সংস্কার হবে দক্ষ তত। ৪

প্রসব করা কঠিন যদিও
সন্তান-পোষণ সহজ নয়,
সদ্ধিৎসা সহ বুদ্ধিমতী
দক্ষ নিপুণ হতেই হয়,
অভ্যাস-ব্যবহার এন্তামল

সেবা নিয়মন দায়িত্ব বুদ্ধি
এ না থাকলে সব মেয়েরই
সন্তান প্রসবে নাইকো শুদ্ধি,
তাইতো বলি মেয়ে আমার!
মায়ের আসন নেবার আগে
উমার মত ওঠ্ গজিয়ে
দুনিয়া সাজা তেমনি রাগে। ৫

দুষ্টু ছেলে হোক না যতই
জানিস্ ওটা ততই ভাল,
মায়ের প্রতি টানটি ছেলের
থাকলে অটুট আর ঝাঁঝাল;
মায়ের একটু প্রীতির আশে
করতে নারে এমন কাজ
ভাবতে নারে আছে জগতে
সেইতো হল মহান ধাঁজ। ৬

সৎ খেয়ালে সাধুবাদে
নিয়ন্ত্রণে বাড়াস্ রোখ,
অসৎ হলে রকম দেখে
দিস্ ঘুরিয়ে ছেলের ঝোঁক। ৭

শিশু যখন আধবুলিতে
যে-লক্ষ্যেতে যা যা কয়।
তা না বুঝে চাপান কথায়
আনেই বোধের বিপর্য্যয়। ৮

দেখো দেখো লক্ষ্মী ছেলে
একটুও কিন্তু কাঁদে না,
এমন বলায় প্রায় ছেলেই
বায়না তেমন ধরে না। ৯

স্বাস্থ্য ক্ষিধে বুঝে তবে
ছেলে পুলের খাদ্য দিবি,
ওনা হলেই জানিস সেধে
রোগের পূজোয় দিন যাপিবি। ১

যে আচারে স্বাস্থ্য প্রতুল
মায়ের আচার তেমনি হ'লে,
সৎ চলনে পাল্‌লে ছেলে
অটুট স্বাস্থ্য তবেই ফলে। ১১

অনুসন্ধিৎসা থাকলে মায়ের
সাহচর্য্য, দক্ষ সেবা,
সন্তানের ঝোঁক সেই পথেতেই
উঠবে ফুটে, রুখবে কে-বা? ১২

পুষ্টি সহজ স্ফূর্ত্তি মনের
বাহ্যি নিঃস্রাব স্বাভাবিক,
ক্ষুধা- তৃষ্ণা সহজ মত
সুস্থ ছেলে বাস্তবিক। ১৩

গুরুজনে সন্তানে তোর
কু কাজে যদি শাসন করে,
ছেলের পক্ষ নিবি নাকো
বুঝাস্ সমবেদন ধরে,
অমনস্থলে তার সমর্থন
ঘায়েল করে ছেলের জীবন,
কুকাজে রতি হয় স্বাভাবিক
চায় না কভু আসতে বরে;
ছেলের যদি দোষও না হয়
তবুও বুঝিয়ে বলবি তাকে,
না বুঝানোর দোষ করে তুই
তাতেই কিন্তু পড়বি পাকে। ১৪

পারে না ছেলে এমনতর
বুদ্ধি ও ভাব এনে ফেলে,
মাথায় কিন্তু নেই ধরাতে
ওতেই কিন্তু নষ্ট ছেলে। ১৫

পরের ব্যথায় সমবেদনা
যাতে গজিয়ে ওঠে বুকে,
তার পূরণে প্রশ্রয় পায়
করিস্ বলিস্ তেমনি মুখে। ১৬

পালন না করে নীতি-বাক্য
  শুনিয়ে ছেলেয় যাস্‌নে থেমে,
এতে কিন্তু ছেলেপুলে
  ইতরামিতে চলেই নেমে। ১৭

ভাল কিছু করতে গিয়ে
  আসে যদি হটেই ছেলে,
এমনি করে উস্‌কে দিবি
  বাহবা নিতে করেই ফেলে। ১৮

অভ্যাস-ব্যবহার পছন্দ ঝোঁক
  ছোট হতেই সতের দিকে,
নিখুঁতভাবে এস্তামালে
  স্বভাবটিতে দিবি এঁকে। ১৯

আধ কথার সময় হতেই
  করে করিয়ে যা শেখাবি,
সেইটিই হবে মোক্ষম ছেলের
  হিসেবে চল্‌, নয় পস্তাবি। ২০

খারাপ দিকে অবাগ রোখ্‌
  ছেলের যদি দেখতে পাস্‌,
যাতে ফেরে এমনতর
  সম্ভব কঠোর শাসনে ধাস্‌। ২১

যে অভ্যাস যে ব্যবহার
  চিন্তা-কথা-কায়দা তোদের,
ঐ সকলের সেচন পেয়ে
  প্রকৃতি গজায় সন্তানের। ২২

মায়ের উচিত পিতার প্রতি
  ছেলে পিলের শ্রদ্ধানতি
বাড়ে যাতে তেমনি করা—
  উচ্ছল এতেই সন্ততি। ২৩

পিতার উচিত মাতৃভক্তি
  অটুট থাকে সন্তানের
ব্যবহার-আচার-কথায় তেমনি
  পুষ্ট করাই মঙ্গলের। ২৪

ছেলেপুলে দিতে এলেই
  বাহবা দিয়ে সেইটি নিবি,
সৎ দানের প্রবৃত্তিটিরে
  ঐ তালেতে গজিয়ে দিবি

মাতৃটানে বৃত্তি কাবু
  ছেলেপুলের যেইখানে
সার্থক বৃত্তি সমাহারে
  স্বতঃ উন্নতি সেইখানে।

নিজ অভ্যাস-ব্যবহারে
  ঘৃণ্য রেখে যদি
সন্তানেরে হ'তে ভাল
  বলিস্‌ নিরবধি
উল্টো হবে, পারবি না তা
  ক্ষোভে ভরবে মন,
অভ্যাসে আর ব্যবহারে
  থাকিস্‌ সচেতন। ২৭

সেবাবুদ্ধি স্বতঃই জাগে
  এমনি ধাঁজেই মানুষ করিস্‌,
বড়র মানটি রাখে যাতে
  কথায় কাজে সেইটি ধরিস্‌।

ভাল করার রোখটি যাতে
  গজিয়ে উঠে অটুট হয়,
ওতে বিশেষ লক্ষ্য রাখিস্‌
  ও বিনে সব হবেই ক্ষয়।

পিতৃ-মাতৃ কুল-গরিমা
  ছেলের কাছে ধরবি এমন,
ফুল্ল হয়ে শিউরে উঠে
  বাস্তবে হয় দক্ষ চেতন। ৩

ইষ্ট কথায় সদাচারে
ঝালিয়ে দিবি মনের রং,
স্বভাব হবে তেমনি ছেলের
চলন-বলন-তেমনি ঢং। ৩১

পিটনি দিয়ে শাসন করে
শেখাতে যাস্‌নে ছেলেয় কিছু,
কু-বুদ্ধিটি তলছা মেরে
ছুটবে সর্বনাশের পিছু। ৩২

সমঝ-শাসন করার পরে
নরম মতি দেখতে পেলে,
আদর ভরা সহানুভূতি
দিয়ে সৎ-এ ধরিস্‌ ছেলে। ৩৩

ছেলের বাঁচাবাড়ার দিকে
নেহাৎ যদি মনই যায়,
নিজ অভ্যাস-ব্যাভার-ঝোঁকে
রাখিস্‌ কাজে সৎ-ধাওয়ায়। ৩৪

খারাপ কিছু করতে গেলেই
বুঝিয়ে বলিস্‌ করতে নেই,
না করবে যেই দিস্‌ বাহ্‌বা
উন্নয়নের এইটি খেই। ৩৫

না দেখলে মায় আঁধার দেখে
দুষ্টুমি হয় হতভম্ব,
এইটি বড়ই সুলক্ষণের
বন্ধনেরই দৃঢ়-স্তম্ভ। ৩৬

ছেলেপুলেয় ভয় দেখাসনে
সাহস সাথে এষণায়
বাড়িয়ে দিবি এমনি ভাবে
বাহ্‌বা ভরা ভঙ্গিমায়। ৩৭

পাঁচ বছরেই ছেলেপুলের
অভ্যাস ব্যাভার ঝোঁক্‌
যেমনি আনবি এস্তামালে
তেমনি জীবনের রোখ্‌। ৩৮

যেমন স্বভাব আচার বিচার
পড়শী পরিবারে
সন্তানেরও স্বভাব বাঁধা
জানিস্‌ তেমনি তারে। ৩৯

স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করে
ছেলেপুলেয় দেখে
গোল্লায়েরই সদর দ্বারে
বাছাগুলোয় রাখে। ৪০

যেমন স্থলে যেমন করে
যেমন বেমিল বাপ আর মা'তে,
সদ্‌-ইচ্ছাতে আকুল হলেও
ঐ বেমিল রয় ছেলের ধাতে। ৪১

মায়ের খাওন-চলন-বলন
নিষ্ঠা-সেবা-বিবেচনা,
অর্শে গিয়ে ছেলের ধাতে
আনে স্বস্তি সুবর্দ্ধনা। ৪২

নিবিষ্টমনা নয়কো কভু
যে সব বংশের ছেলে মেয়ে,
সার্থকতার বিভব তাদের
কৃতিপথে যায় না বেয়ে। ৪৩

শাসন নিয়েই চলিস্‌ যদি
শোধরাতে তোর সন্ততি,
তোষণ হারা শাসন কিন্তু
আনবে না তার উদ্‌গতি। ৪৪

ঘরের ছেলে, ঘরের মেয়ে,
এমন করে সাবধান রেখো
কুপ্রবৃত্তিত্‌ প্রবৃত্ত না হয়
সে দিকেতে সজাগ থেকো। ৪৫

নিশ্চয় জেনো, এ কথা ঠিকই
ছেলেমেয়েদের শুভ শিক্ষা
অভ্যাসে এস্তামাল না করলে
হয় না শুদ্ধ জীবন-দীক্ষা। ৪৬

মা-ই কিন্তু জীবন দাঁড়া
সৃষ্টি কিন্তু পিতারই হয়,
দাঁড়াও পারে দাঁড়িয়ে দিতে
মার নিয়মন যদি সে পায়। ৪৭

পিতার যা দোষ সাম্য করে
শিষ্ট সুন্দর সঙ্গতির,
মা-ই কিন্তু এনে থাকে
উপযুক্ত সংস্থিতির। ৪৮

মায়ের পোষণ পালন চর্য্যা
শাসন-তোষণ, উর্জ্জনা—
পিতৃদত্ত দোষেরও করে
অনেক খানি মার্জ্জনা। ৪৯

যতই তৃপণ দীপ্তি নিয়ে
শাসন তোষণ পায় ছেলে—
তেমনি বাড়ে সংহতিতে
দোষের বোঝা অনেক ফেলে। ৫০

# লোক চরিত্র

অভ্যাস-ব্যবহার
ঝোঁক আর রোখ,
দেখেই বুঝবে
কেমন লোক। ১

পাওয়ার বেলাও তেমনি,
ভরদুনিয়ার মুখ্য স্বভাব
নিছক জানিস এমনি। ২

কী হবে তোর কী পাবি তুই
কোথায় কাহার সকাশে
মিলিয়ে দেখিস্ লেখা আছে
ঝোঁক-ব্যবহার-অভ্যাসে। ৩

নিছক জানিস্ সজ্জনেরে
ফেলতে বেঘোরে,
স্বার্থ-লোলুপ ইতর যারা
ওঁৎটি পেতেই ঘোরে। ৪

দক্ষ নজর একটু দিয়েই
বুঝে-সুঝে নিয়ে,
সৎ-জনেরে রক্ষা করিস্
হৃদয়-শোণিত দিয়ে। ৫

শোনা-কথার চশমা প'রে
যারেই কেন দেখিস না,
সহজ জ্ঞানটি সেলাম ঠুকে
চম্পট দেবে বুঝিস্ না? ৬

পুষ্টিদাতার পোষণে নাই
পরাণ-কাড়া চেষ্টা,
মৃত্যুই তার বন্ধু কেবল
নাজেহাল শেষটা। ৭

সন্দেহ তোর যত
সঙ্কোচও তাই তত। ৮

চরিত্র যার নিখুঁত চলায়
উন্নতিতে আগুয়ান,
দরিদ্র সে হোক না যতই
মানুষ নিছক লক্ষ্মীবান। ৯

হুকুম করতে প্রয়াস যাদের
তামিলে অপমান,
সহবাসে এদের জানিস
নষ্ট কর্মপ্রাণ। ১০

নামে কাউকে করলে বড়
সত্তা বড় হয় না তার,
অভ্যাস-ব্যবহার-দক্ষতাতে
বাড়িয়ে তোলা মহিমার। ১১

টাকার জন্য বান্ধবতা
ঘটায় শত্রু সে মৃত্যুতা। ১২

শত্রু যে তোর তারেও যদি
কোন নিমক হারাম,
মিথ্যা নিন্দায় সমর্থন চায়
তাও জানিস্ হারাম। ১৩

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্ন যেই
বিশ্বাস ঘাতক,
জানিস্ তার আছেই কিন্তু
অনন্ত নরক। ১৪

শোনা-কথায় মন টলে যার
ভেবেই যাদের মন দ্যাখে,
প্রত্যক্ষেতেও অনাস্থা যার
কানেই যারা চোখ রাখে;
মিত্র রুষ্ট আপদ-দুষ্ট
পাওয়ায় পড়ে রাজ

দুনিয়া তাদের টিটকারী দেয়
সাজায় হোলির রাজ। ১৫

চাওয়ায় দড়, কাজে ঢিলে
আপসোসী কথন,
এমন স্বভাব যে মানুষের—
দুঃখ অনুক্ষণ। ১৬

টাকার কথায় বেপরোয়া
চালে বিরাট ধনী,
উপার্জনে ফক্কাবাজি
প্রতারণাব খনি। ১৭

আলিস্যির বসবাস
আছে যার ঘরে,
দুঃখ মাখা অবসাদ
রহে তার তরে। ১৮

'না'-এর সাথে কুটুম্বিতা
রাখিস্ যদি তুই,
নিছক হবি লক্ষ্মী ছাড়া
ধ্বংসে যাবে ভুঁই। ১৯

সৎ-কথাতে দত্যি হানা
মন অবাধ্য হয়,
এমন যারা-নয়কো ভাল,
ক্ষয়েরই গায় জয়। ২০

উচ্চে অবজ্ঞা দেখবি যেথায়
হীন বংশ জানিস্ সেথায়। ২১

কথায়-কাজে দেখবি যেমন
মানুষকে তুই বুঝবি তেমন। ২২

অমুক হলেই দেখে নিতাম
ঈর্ষা-ঠাট্টায় কয়,
জানিস্ তাহার গোপন মনে
ইতর অহং রয়। ২৩

পূরণ-পড়ন কাজ-কথনে
যেমন যাহার মিল
লোকটা মূলে তেমনি জানিস্
নাইকো ভুল একতিল। ২৪

চলা-বলাই বলে দ্যায়
কেমন মানুষ কীই বা চায়। ২৫

কৃতজ্ঞতায় তৃপ্ত থাকে
স্বল্পে সুখী হয়,
কী করবে তার অবসাদে?
নিত্য সে অভয়। ২৬

কত অল্পে কত বেশী
করতে পারিস্ আয়,
এইটে দেখেই পারগতা
লোকের বোঝা যায়। ২৭

সাশ্রয়ী সুন্দর দক্ষ কাজে
লোকটি নেহাৎ নয়কো বাজে। ২৮

স্বল্পে সুন্দর সচ্ছল জীবন
বাঁচা বাড়ায় সেই সুশোভন। ২৯

সুখ-উচ্ছ্বাস প্রেম-দীপনায়
সম্পদে কাছে রয়,
দুঃখ-বিষাদে দূরে স'রে যায়
সে জন আপন নয়। ৩০

উপযুক্ত নয় যে যাতে
দাবী-দাওয়া করবেই তাতে। ৩১

স্বার্থ ব্যাঘাত সুখ-সম্পদ
দুঃখ-সঙ্কটে
আগলে ধরে দাঁড়ায় পাশে
আপন সে বটে। ৩২

অর্জনে পটু সাশ্রয়ী কাজে
সুন্দরে সমাপন,
এই দেখে তুই চিনবি লোকের
দক্ষতা কেমন। ৩৩

সাশ্রয়ী চলনে শীঘ্র করে
সুন্দর নিপুণ কর্মী,
বিদ্যাবত্তার লক্ষণই ওই
আসল বিদ্বৎধর্মী। ৩৪

ধরণ-ধারণ যেমন যাহার
তরণ-তারণে সে তেমনই,
ব্যক্তিত্ব ফোটে আচার-ব্যাভারে
নিষ্ঠা-প্রত্যয় যেমনি। ৩৫

বুদ্ধি যাদের বাজে,
আগে-পাছে যাই বল না
করে না কিছু কাজে। ৩৬

ভাল-মন্দের নাইকো বিচার
বাস্তবতার ধারে না ধার,
ভাল করতে মন্দ ফলে
নাকাল হওয়াই তাদের সার। ৩৭

আচরণে স্থিতি আসে
ভাব নিয়ে তার সঙ্গে,
চরিত্রে সেটা চারিয়ে গিয়ে
চালায় নানা রঙ্গে। ৩৮

মন যাহাদের ছন্নছাড়া
এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়।
ভাবে রাজা, ভাবেই ফকির
কর্মে স্থিতি তারা না পায়। ৩৯

একটি গুণে উজ্জ্বলতা
বাক্য-ব্যাভার-সদাচারে,

বহু অ'গুনের বিনায়নে
সৎ-সুনিষ্ঠ করেই তারে। ৪০

খারাপ হতে চায় না কেউ
খারাপ করেও ভালই চায়,
মন্দ করেও ভালর তক্‌মায়
বাহাদুরি গেয়ে বেড়ায়। ৪১

ভর্ৎসনা যারা সইতে নারে
নিষ্ঠা তাদের নয় পাকা,
ভালর খোলস পরে তারা
ব্যক্তিত্বকে দেয় ঢাকা। ৪২

নিষ্ঠা-বিবেকবিহীন যারা
চঞ্চল অন্তঃ করণ—
উলট্-পালট চাল-চলনে
চলেই অনুক্ষণ। ৪৩

অহং-মূঢ় যাদের স্বভাব
বিনা চর্যায় চায় কর্তা হতে,
কর্তৃত্বটা বজায় রেখে
স্বার্থ সেবায় চায় লাগাতে। ৪৪

স্বার্থসেবী মিথ্যুক যে
দুষ্ট-স্বভাব কুটিল প্রাণ,
জীবন তালের গতিই যে ঐ,
আত্মস্বার্থ তার ভগবান। ৪৫

অন্তরে কিসে কেমন দম
চ'টলে পরেই বোঝা যায়,
করণ-কারণ কোথায় কেমন
তাতে আরো হয় প্রত্যয়। ৪৬

আতম্ভরী অহঙ্কারী
যারাই থাকে দুনিয়ায়,
ভাল করলেও মন্দই বোঝে
দূরদৃষ্টে রয় কি রেহাই? ৪৭

চরিত্রটি নিস্ দেখে তুই
স্থিতিশীল কি চঞ্চল,
তেমনিভাবে বিনিয়ে নিয়ে
পারিস্ বাড়াস্ সতের বল। ৪৮

অন্তরেতে কুৎসিত যারা
বুদ্ধিতে কূট খেলোয়াড়,
ব্যক্তিত্বটাই ভ্রষ্ট তাদের
বেকুব, হিংস্র জানোয়ার। ৪৯

নিষ্ঠাবিহীন বাগ্ বিলাসীর
আপ্ত কথায় প্রত্যয় নাই,
প্রত্যয়হীন অভিনিবেশে
অর্থবোধের কোথায় ঠাঁই? ৫০

জানে না কিন্তু অনেক বলে
অধঃপাতে তারাই চলে। ৫১

অন্তঃস্থ পাপপ্রবৃত্তি
গুপ্ত থাকে ব্যক্তিত্বে যার,
ধোঁকা পেলেই সজাগ হয়ে
প্রকাশ করে সম্পদ তার। ৫২

চরিত্রটির যেমন জেল্লা
থাকবে তুমি তেমনি হয়ে
অন্তরে তোমার যে বোধ আছে
তাই চরিত্র নেবে বয়ে। ৫৩

গুণগুলি তোর সমঞ্জসায়
স্বভাবটাকে ক'রলে আলো,
চরিত্র আর চলা-বলা
সবারই যে লাগে ভালো। ৫৪

সাধু-সঙ্গে যতই থাক
অসৎ-বুদ্ধির প্রতিষ্ঠায়,
চেষ্টা তোমার চেষ্টাই হবে
কৃতিও যাবে ব্যর্থতায়। ৫৫

চেয়ে নেওয়ায় যাদের লজ্জা
চুরি করায় লজ্জা নেই
এমন লোককে জেনে রাখিস্
অসৎ পথের পথিক সেই। ৫৬

কৃতঘ্ন আর বিশ্বাসঘাতক,
কথায় কাজে নেইকো মিল,
এমনতর দেখবে যাদের—
বিশ্বাসের নয় একটি তিল। ৫৭

বিবেক হারা যুক্তিবাদী
নয়কো শিষ্ট, হয় প্রমাদী। ৫৮

ভাল লাগে যেটাই যেমন
বিশ্বস্তিহীন তেমনি চলে,
ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল
যেমন বোঝে তেমনি বলে। ৫৯

অশিষ্ট-অশ্লীল কথা-ব্যবহার
মুখর-স্বভাব যারাই হয়,
দুষ্ট ব্যবহার নিন্দাবাদে
ঠাট্টা নিয়ে তারাই ধায়। ৬০

যতই ভাল যাকে বল
সে যদি না শোনে করে,
রুখবে তাকে কোন জগদীশ—
রাখবে কে তায় শুভে ধরে? ৬১

ধরতে চায় না, বুঝতে চায় না,
করতে চায় না যারা,
বিচ্ছিন্ন হয় গতি তাদের—
চলন বিবেক হারা। ৬২

দুষ্ট কর্ম্ম যারাই করে
ভাল কথায়ও চটেই লাল,
হয়ই যারা এমন বাঁকা
অসৎ তাদের জীবন-জাঙ্গাল। ৬৩

লুব্ধ-কুটিল বুদ্ধি যাদের
লোককে দিতে কমই পারে,
স্বার্থ সেবাই মুখ্য তাদের—
চর্য্যার ধার কমই ধারে। ৬৪

নিন্দেই কেবল করে যারা
ভাল কারো দেখেই না,
অন্তরই তার মন্দ বুঝিস্
সৎ-সুখ্যাতি করেই না। ৬৫

অন্যের দোষ ব'লে-ক'য়ে
নিজের খ্যাতি নিজেই গায়।
খ্যাতির লোভে সব করে সে
খ্যাতির দায়ে অসৎ হয়। ৬৬

নিজের বাহবা নিজেই গেয়ে
ভ্রান্ত করে সব জনে—
এমন তাদের নজর রেখে
চলো কিন্তু সাবধানে। ৬৭

অন্তরেতে কূট ভরা যার
ভাল বললেও বোঝে কূট,
যতই ভাল কর নাকো তার
বুঝেই থাকে সবই ঝুট। ৬৮

অন্তর-চাহিদায় একটি রকম
বাইরে বিকাশ অন্য,
ভণ্ডগতি নিয়েই তারা
চায়ই হতে ধন্য। ৬৯

তোমার ব্যথার উদ্বেলনে
সক্রিয় নয় করতে বিধান
স্বতঃ স্বেচ্ছ উন্মাদনায়—
সে বান্ধবতায় নাইকো প্রাণ। ৭০

আজগুবী বকা যারাই বকে
কৃতি-কৌশলের ধারে না ধার—
ঠকার ওটা বড় লক্ষণ,
দুর্দশায় প্রায় পায় না পার। ৭১

প্রিয়র কাছে গোপন করে
বাইরে রটায় বাজিয়ে ঢোল,
এমনতর দেখলে বুঝিস
অন্তরে তার দুষ্ট গোল। ৭২

নিজের মুখে আপন খ্যাতি
যারাই করে বেশী যত,
চরিত্রটার খাঁকতিও বুঝো—
সে ব্যক্তিত্বে বেশী তত। ৭৩

যে ভাবেতে চলে ফেরে
করে যেমন কাজ,
চরিত্রও তার তেমনতর
চলনেও সেই ধাঁজ। ৭৪

চর্যা নাইকো, চিম্‌টি কাটে,
তার সাথে কি পিরীত খাটে? ৭৫

চর্যা নাইকো, চিমটি কাটা—
অহঙ্কারে ডালিম ফাটা। ৭৬

পাওয়ায় খুশী না পেলে নয়।
এমন লোক কি বান্ধব হয়? ৭৭

দুষ্ট যাদের মন।
সন্দেহশীল তারাই জানিস্‌
থাকে অনুক্ষণ। ৭৮

সন্দেহশীল যারা—
মনগড়া সব প্রমাণ নিয়ে
ঘুরে বেড়ায় তারা। ৭৯

হীন, নীচ আর স্বল্পমনা—
বান্ধবকে তারা সন্দেহ করে,
আচার-ব্যাভার জানে নাকো।
দুর্ব্যবহারের গৌরব করে। ৮০

কথায় কথায় মান যায় যার
ব্যক্তিত্ব তা'র নয়কো ভারী,
ধৃতিচর্যী অমানী যে-জন
মানের ওজন আছে তারই। ৮১

নিজের ক্ষত চাপা দিয়ে
অন্যের ক্ষত সন্ধানে—
চরিত্রহীন তারাই— ঘোরে
স্বার্থসেবার ইন্ধনে। ৮২

চরিত্রহীন চরিত্রবানকে
কখনও কি বুঝতে পারে?
নিজ চরিত্রের প্রতিফলনে
সব চরিত্র বিচার করে। ৮৩

ভাল তুমি যতই কর
স্বার্থলোলুপ কৃতঘ্ন যে,
লোলুপতার লুব্ধ মোহে
তোমাকে আঘাত দেবেই দেবে। ৮৪

করার বোধ নাইকো যাদের।
ক'রেও যাদের জন্মে না বোধ,
ফাঁকা ডঙ্কা তারাই বাজায়,
মূর্খতাতেই তামাম্‌ শোধ। ৮৫

কর্মবিহীন আড্‌ডাবাজদের
যত গৌরব বাক্যে,
দেশ-বিদেশের খবর যোগায়ে
থাকে তারা ঐ লক্ষ্যে। ৮৬

মান-মর্যাদা-অর্থ লোভে
ব্যক্তি কখনও হয় না শ্রেয়।
বিনিয়ে দেখিস্‌ তার ব্যক্তিত্ব
কেমন মানুষ, কেমন হেয়। ৮৭

গালি কিংবা অপমানে যাদের
ইষ্ট নিষ্ঠা ঘায়েল হয়।
নিষ্ঠা তাদের ছিল নাকো কভু—
মানমর্যাদার লোভে রয়। ৮৮

সু-কে ধারণ-পালন-পোষণ
সুখে সেটা যে জল করে,

নিখুঁত নিষ্পাদনে কিন্তু
সুখাই খায় সে জন্ম ভরে। ৮৯

কদাকার মূর্তি হলেও
নিষ্ঠাকৃতির দীপ্তি নিয়ে
প্রভাম্বিত হয়ে ওঠে
শ্রদ্ধাদীপ্ত তৃপ্ত হয়ে। ৯০

কান-পাতলা মানুষ যারা
মন পাতলা তাদেরই হয়।
ঠিক জানিস্ তুই তারা কিন্তু
কখনও কারো বিশ্বস্ত নয়। ৯১

নিষ্ঠা প্রীতি দ্বৈধ হলে
রয় না বুকে কিছু
স্বার্থলুব্ধ হয়ই তারা
ঘোরেই তাহার পিছু। ৯২

সূর্য যেথায় বিমল রাগে
আনল ডেকে ঐ উষা,
অন্ধজনার কাছে কিন্তু
অন্ধকারই রয় পোষা। ৯৩

আলো থাকলেই শুব্‌রে পোকা
করতে থাকে ববন্-বুন,
গান্ধী পোকাও গন্ধ ছড়ায়
নষ্ট করে গানের বুন;
তেমনতরই দীপক মানুষ
মহৎ আলোয় যেথায় রন,
ভোমরা সেথায় আসেই আসে
শুব্‌রে গান্ধীও রয় সেমন। ৯৪

সৃষ্টি ছাড়া বেঢক চলন
আত্মম্ভরী স্বার্থে টান,
এমন জনার প্রীতি তোমার
করবে হৃদয় খানে খান। ৯৫

অল্লার সুরে চেরাগী ফকির
অল্লার গীতি গেয়ে যায়,
সৎসুষ্ঠু অন্তর যাদের—
প্রীতির নাচনে দোদুল নাচায়,
অসতের মন ভয়াল আবেগে
কম্পিত হয়ে পালিয়ে যায়। ৯৬

অলস যারা গতি শিথিল
বাক্য বাগীশ স্বার্থ লুব্ধ,
শিষ্ট মিলন ভাঙ্গে তারাই
জীবনও হয় তেমনি ক্ষুব্ধ। ৯৭

দাগাবাজি-ফাঁকিবাজি
দে ছেড়ে দে এক্ষণি,
কৃতিমুখর নিষ্ঠারাগে
চরিত্রেতে হ' ধনী। ৯৮

কথা কয় কম বুদ্ধি ভাল
নিষ্ঠা নিপুণ রাগ
কৃতিমুখর নিষ্ঠারাগে
পারিজাত পরাগ। ৯৯

বিশ্বাসঘাতক বোধি যাদের
নিষ্ঠায় ভাঙ্গন হয়ই তাদের। ১০০
অল্পেই যারা চটে
শিষ্টাচারী নয়কো তারা
সুষ্ঠু তো নয় বটে। ১০১

অসতে মানা শোনে না যে জন
দুষ্কৃতিতে নিষ্ঠা যার,
প্রজ্ঞাহারা হয়ই সে জন
দুঃখে সে জন হয় না পার। ১০২

চরিত্রই তো বলে দেয়—
কে বা কেমন, কোথায় ধায়। ১০৩

যাচ্ছ কোথায়! চাচ্ছ কী?
বেঠিক চলায় ছাইয়ে ঘি। ১০৪

কলে মনে গলদ
ক্রমেই হয় সে বলদ। ১০

কার টানে পিরীত হয়
সে প্রেম কিন্তু কিছুই নয়। ১০৬

রম যাদের মরম ভোর,
দুঃখেও স্বস্তি— শ্রেষ্ঠ ডোর। ১০৭

ব্য চলন যেমনি যাদের
দীপ্ত তেমনি হৃদয় তাদের। ১০৮

নিমন্যতা থাকে যাদের
স্বার্থভরা হৃদয় তাদের। ১০৯

য়র সেবায় স্বার্থদান—
নিছক তাদের সুষ্ঠু প্রাণ। ১১০

যর স্বার্থে শিষ্ট যারা,
নিষ্ঠা নিপুণ হয়ই তারা। ১১১

থিল যখন তুমি—
শিথিল তোমার সব পরিবেশ
টিল চলার ভূমি। ১১২

অভাব তারই লাভ,
সেবাপ্রাণ নয়কো যে-জন
আদর্শে নাই ভাব। ১১৩

প্রত্যয় তোর নেই,
যার কাছে যা দেখিস শুনিস
হারিয়ে ফেলিস্ খেই। ১১৪

লোকের কথা শুনেই যারা
নিন্দা নিয়ে চলে,
বিষাদ সহ বিপদ তাদের
পদে-পদেই ফলে। ১১৫

কাম-কলুষে পাগল যারা
শিষ্ট শাসন মানে না,

বিহিতভাবে বিনায়নার
ধারও তারা ধারে না। ১১৬

জীবন নেশা একমুখী যার,
প্রীতিদীপ্ত হৃদয় তার। ১১৭

ধ'রে ক'রে সয়ে তুমি
বইতে পার যেমন যত,
তাই-ই প্রমাণ— তোমার প্রাণে
অন্তর- বাইরে ধৈর্য কত। ১১৮

# দারিদ্র্য-ব্যাধি

দারিদ্র্য-ব্যাধি ধরে যত
করার দফা নিকেশ তত। ১

আলস্য আর অবিশ্বাস
আত্মশ্লাঘা কৃতঘ্নতা,
দারিদ্র্যকে খুঁজছো কোথায়?
এদের কাছে দরিদ্রতা। ২

পাওয়ার কাজে নাইকো নেশা
অভাববোধে হা-হুতাশ
দৈন্য কথা কয় কেবলই
দুর্দশাতেই তার নিকাশ। ৩

আগম নাইকো ঘরে—
খরচের বহর বাড়ালি কেবল
মরবি না কি করে? ৪

দরিদ্রতার শ্রেষ্ঠ বর
নেওয়ায় গরজ, দেওয়ায় ডর। ৫

পয়সার দিকে ঝোঁকটি গেলে
কাজের নেশা ছুটবে,
কাজের নেশা টুটলে জানিস
দরিদ্রতা জুটবে। ৬

খেতে চায় যে পরের উপর
সেবার ধান্দা নাই,
ক্ষুধাই তাকে ফেলবে খেয়ে
এড়াতে বালাই। ৭

পিছন দিকে সম্বেগ যার
করতে যেতেই ধায়,
লক্ষণ সেই দারিদ্র্য-ব্যাধির
দারিদ্র্য তা'য় পায়। ৮

ধীটি যখন কুয়াশা ভরা
বুঝলেও কাজে ফুটল না,
না করে পাওয়ার বুদ্ধি শুধুই
বেকারের ওই লক্ষণা। ৯

অভাব যখন মারবে ছোঁ
যা জোটে দিস্ পাবিই জো। ১০

পালকের স্বার্থ দেখিস্ আগে
নিজের স্বার্থ পরে,
এমন স্বভাব থাকলে বজায়
রবেই অন্ন ঘরে। ১১

কেমন করে কী করলে বা
কী হবে পাওয়ার,
বুঝে করিস্ নইলে বেকুব
ঘুচবে কি বেকার? ১২

খেয়েই যদি বাঁচতে চাও
তবে আহরণ কর,
অভাব পূরে' পরিস্থিতির
নিজের পূরণ ধর। ১৩

নিজে ইষ্টে অটুট থেকে
সবায় করিস্ তুষ্ট
অভাবেতে আগলে ধ'রে
পারলে করিস্ পুষ্ট,
এই নিয়মে চলিস যদি
ক্রমেই দেখতে পাবি তুই,

দারিদ্র্য তোর হাঁটু গেড়ে
মাথা নুয়ে ছুঁচ্ছে ভুঁই। ১৪

লোকের সাথে না রাখলে ভাব
অনুকম্পী পরিচর্য্যায়
দুঃখ-দারিদ্র্য আপনি আসে
নিয়ে কটু কুপর্য্যায়। ১৫

বন্ধুর কাছে পাচ্ছ কিন্তু
দেবার নজর নাই তোমার,
এমন ধাতে বুঝে রেখো—
ডাক এসেছে না পাওয়ার। ১৬

চলন চরিত্র যাদের ভাল
হওয়াই হয় সুকঠিন,
দুর্মতি আর দুর্দশাতে
বুকের পাঁজর হবেই ক্ষীণ। ১৭

অজ্ঞ যারা, সন্দেহী যারা
আরো যারা শ্রদ্ধাহীন,
ক্ষয়ে তারা শীর্ণ হয়ে
নষ্টই পায় দিন-দিন। ১৮

# কপট টান

লক্ষ্য করলি একদিকে তুই
চলবি ধ'রে অন্যপথ,
যা'ইনা করিস্ কর্ম্মে-কাজে
পাবি কিন্তু অন্য মত। ১

কপটতা থাকলে পরে
উন্নতি কি ঢোকে ঘরে। ২

মিথ্যা-কপট ধাপ্পা-ধাঁজে
স্বভাব রঙ্গিল হ'লে,
সত্য-সরল শুভ যাহা
উল্টো বুঝেই চলে। ৩

চেয়ে পাওয়ায় ভালবাসা
দেওয়ার বেলায় ফাঁক,
আত্মপুষ্টি ঘুচিয়ে তারা
অযথা সাজে কাক। ৪

তোমার প্রতি মন যেন রয়
তোমায় যেন বাসি ভালো,
দ্বন্দ্ববিধুর এ প্রার্থনার
অন্তরেতে না-এর কালো। ৫

তোমার ভালবাসা যদি
করেই প্রিয়র স্বস্তি হরণ,
ভালবাসা নয়কো তোমার
আত্মপোষা কামুক দহন। ৬

গুণগ্রাহিতা যতই কম
শিথিল ততই প্রীতির দম।

পেলি কতই দিলি কী?
ঢাললি শুধুই ছাইয়ে ঘি। ৮

যে-কাজেই তুই নিয়োজিত
তা বাদ বাইরে টান,
হলেই জানিস্ করবি নিছক
মালিকের লোকসান। ৯

মজুরীতে লক্ষ্য যাহার
পয়সাগত টান,
নাই সেখানে খাঁটি হৃদয়
একনিষ্ঠ প্রাণ। ১০

ইষ্টের চেয়ে থাকলে আপন
ছিন্নভিন্ন তা'র জীবন। ১১

টান হ'ল তোর ইষ্টে অসীম
পরাক্রমহীন কিন্তু,
পশুর টানেও বিক্রম থাকে
তুই কেমনতর জন্তু। ১২

ঠাকুর দেখিস্, দেবতাই দেখিস্
লাখ বিভূতিই হোক
কী হ'ল না বদলালে তোর
বৃত্তি-রঞ্জিল ঝোঁক? ১৩

ইষ্ট ছাপিয়ে তোর জীবনে
যা'র প্রয়োজন মুখর হবে,
সেই পথেতে সর্ব্বনাশটি
তোর তরেতেই দাঁড়িয়ে রবে। ১৪

স্বার্থী-কথাই কামুক-সাধু
জানিস্ কেমন তা'য়?
শকুন যেমন উচ্চে উঠেও
ভাগাড়-পানেই চায়। ১৫

খাঁকতি আনে যেই প্রয়োজন
ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার,
নেহাৎ জানিস্ ঐটি রে তোর
ডাকছে খুলে মরণদ্বার। ১৬

ভাবের ঘুঘু ভক্তিবাগীশ
কর্ম্মহারা ধর্ম্মপ্রাণ,
আজগবীতে আস্থা শুধু
জাহান্নামেই তাহার স্থান। ১৭

কথায় ভাবের নাইকো অভাব
সঙ্গনেশায় কর্ম্মপ্রাণ,
দক্ষমাতাল পরাক্রমী
নয়কো যে-জন, দুঃস্থ টান। ১৮

সব কথাতেই হুঁ ক'রে যায়
ভক্তি বেড়ায় লাখে,
সার্থক সত্তা নয়কো তাহার
সব-কিছু তা'র বাক্-এ। ১৯

বৃত্তিনেশায় সৎ লোলুপী
রকম যেথায় বিদ্যমান,
সন্দেহেতে দোদুল দোলা
দেখবে সেথায় কপট প্রাণ। ২

শ্রেষ্ঠস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাটি
পূরণ-গড়ন করার লাগি,
তাঁরই আদেশ নিতে যাওয়া
করার মুখে ছাইটি দেওয়া
কপট করার কথার ভাঁওতায়
লোক-দেখান অনুবাগী। ২১

বাধাতে যার প্রাণের আবেগ
মুষড়ে ভেঙ্গে ফেলে,
অভীষ্ট তা'র কৃতির আসন
ছেড়ে হ'টেই চলে। ২২

বাধা-বিপাক অবশ-কাবু
অতিক্রমে ধায় না,
চাওয়াটা তা'র বিলাসিতার
আসলে সে চায় না। ২৩

অন্যেরে হ্যত করতে গিয়ে
তোরেই তাঁদের হাতে নোয়ালি
প্রেষ্ঠনিষ্ঠা বলি দিয়ে
নেংটি-ঘটি সব খোয়ালি। ২৪

আপন বেলায় সব চলে তোর
প্রেষ্ঠে দিতে আটিকুটি,
উন্নতি তোর পথ হারাল
পাওয়ার পথটা দিলি লুটি। ২৫

হৃদয়-মনে নয়কো সজাগ
সিদ্ধান্তে শিথিল যে,
হৃষ্ট-ত্বরিত নয়কো কাজে
ক্ষীণ অনুরাগী সে। ২৬

বুঝলি কত ঝাঁকলি মাথা
সাধুবাদেই মত্ত র'লি,
ন্যাংটা-কুটিল! ধরলি নাকো
ফাঁকা চালটি ধ'রেই ম'লি। ২৭

প্রেষ্ঠটানের বগ্‌বগানি
লোক-ঠকানো চাল,
ওই ক'রে তাঁর লুটলি কত
করলি রে পয়মাল। ২৮

খাঁকতি আনে যেই প্রয়োজন
ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার
নেহাৎ জানিস্ ঐটি রে তোর
ডাকছে খুলে মরণদ্বার। ২৯

পুরুষ পেলি ধরল না মন
বিয়ে করলি তবু,
পরাক্রমী বৃত্তিটানে
হ'লি জবু-থবু,
মনের বরণ হ'ল না তোর
বরণ করলি শরীরটা,
নিলাজ-কপট বেকুব-চালে
জ্বালিয়ে দিলি সংসারটা;

কপট টানে লাই দিয়ে তুই
করলি যেমন ঘোরাল পাপ,
অন্যেরে তুই মারলি যেমন
সইতে হবেই জ্বলন তাপ। ৩০

বাসতে ভাল এসে রে তুই
বাসলি ভাল কা'রে
প্রতিদানেও তাই পাবি তুই
মজলি নিয়ে যা'রে। ৩১

কাপট্য যে দাপট পায়ে
চলছে হৃদয় ছেয়ে
স্বস্তি ওরে কোথায় পাবি?
দীর্ণ হৃদয় ভয়ে। ৩২

স্বার্থ-খোঁজে বেড়াও ঘুরে
পরের মর্ম বুঝবে কি?
নিজের বেলায় খুব তো হিসাব
পরের বেলায় অবিবেকী। ৩৩

ফাঁকিবাজি ধাপ্পা দিয়ে
প্রিয়র থেকে নেওয়ায় সুখ,
প্রিয় তোমার কোথায় ক্রিয়?
দীর্ণ করলি নিজের বুক। ৩৪

ভালবাসিস্ অনেক বলিস্
নিদেশ মেনে চলিস্ না,
ঠিকই জেনো প্রিয়কে তুই
স্বার্থ ছাড়া মানিস্ না। ৩৫

প্রিয়'র স্বপন দেখুক যতই
প্রিয়'র কথা বলুক না,
সক্রিয় দরদী না হ'লে
আস্থা তা'তে রেখো না। ৩৬

প্রীতির বাহানা করছ কেবল
দরদ তা'তে নাই,
ডুব্‌লি যে তুই অতল জলে
ব্যর্থ জীবনটাই। ৩৭

ধাপ্পাবাজি ফাঁকির ভড়ং,
ভণ্ড চালের কুটিল ছল,
ক'দিন চলে তা' বল আর?
নিয়েই যায় তা' রসাতল। ৩৮

ফাটবে যখন ফুটবে যখন
ধাপ্পা দরদ আগুন হ'য়ে,
ফাগুন-মাসের রং তামাসা
তখনও কি তোর চ'লবে ব'য়ে? ৩৯

প্রীতির ধাপ্পাবাজি নিয়ে
ক'রতে বিভব আত্মসাৎ,
দুর্দ্দৈব যা' করছ সৃষ্টি—
তোমাতেও তা' হানবে আঘাত। ৪০

দরদ নাইকো যা'র—
স্বার্থ-সুবিধা ছাড়া আবার
সম্বন্ধ কোথায় তার? ৪১

বৃত্তিটানে যে চাহিদা
লুকিয়ে আছে অন্তরে—
প্রার্থনাকে ক'রল ইতি
সেইতো তা'রই কন্দরে। ৪২

লাখ আঘাতেও প্রীতি তোমার
প্রিয়-বিভব যদি না বয়—
সে-প্রীতি তোমার মিথ্যা প্রীতি,
আনবে নাকো তাতে জয় ৪৩

ব'লছ— কোথাও বেজায় প্রীতি,
মত্ত তুমি অন্যখানে,—
এটা জেনো মিথ্যা কথা,
হয় কি তেমন কা'রো প্রাণে? ৪৪

সেবারাগ নাইকো যেথায়
নাইকো শুভ অভিযান,
ভালবাসা নাইকো সেথায়
স্বার্থ লোলুপ তেমন প্রাণ। ৪৫

বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে নারে
'ভালবাসি' ব'লে— যারাই জেনো,
নাইকো প্রীতি নাইকো দরদ
নাইকো অনুকম্পা কোনও। ৪৬

ভণ্ড প্রণয় ভঙ্গুরই হয়—
প্রিয় নিষ্ঠায় নয়কো স্থির,
আজ যে ভালো, কাল সে কালো,
ধৃতি সেবায় নয়কো ধীর। ৪৭

স্বার্থলোভী ভালবাসা
টেকে না, টেকে না,
ব্যক্তিত্বের যে প্রীতি সেটা
ভেঙ্গে দিলেও যায় না। ৪৮

লোভের দায়ে প্রীতি যেথায়
জানিস সেথায় প্রীতি নেই
স্বার্থ পোষণী সে-প্রীতি কিন্তু
পায়ই খতম সেই খানেই। ৪৯

স্বার্থলোভী বন্ধুত্ব কিন্তু
স্বার্থসিদ্ধির পাতে ফাঁদ,
মেকী স্বার্থ হয়ই ব্যর্থ
যায়ই ভেঙ্গে ফাঁদের ছাঁদ। ৫০

প্রীতিতে যদি নিষ্ঠাই না রয়
সে প্রীতি কিন্তু খেয়ালের,
স্বার্থলোলুপ নিজ গরবের,—
নিষ্ঠাবিহীন, ঐ ধরনের। ৫১

স্বার্থলুব্ধ হ'লে প্রীতি
নিষ্ঠা সেথা রয় না,
কথায় কথায় ভাঙ্গে গড়ে
প্রিয়কে তা বয় না। ৫২

নিষ্ঠাহারা উড়ো পাখী
স্বার্থলোভে ঘুরে বেড়ায়,
ভক্তিজ্ঞানের ভাঁওতা নিয়ে
কেবল তারা লোক ঠকায়। ৫৩

কানে-কানে গোপন কথায়
দিয়ে বেড়ায় অসৎ ঢেউ
শয়তানেরই সেবক তারা
বুঝতে বাকী রয় কি কেউ? ৫৪

# প্রার্থনা

তুমি যাহা দাও তাই মোর ভাল
আমি যাহা চাই ভুল,
আঁধারের পাশে রাখিয়াছ আলো
অসীমের পাশে কূল। ১

দয়াল আমার! প্রভু আমার!
বিভব-বিভূতি সত্তা!
বিভু আমার! পাতা আমার!
ধৃতি-দীপনী গোপ্তা।
তাড়ন-পীড়ন যা কর তুমি
অনাহারে বা উপহারে রাখ
তাকাও কিনা আমার দিকে
কিংবা ঘৃণার চক্ষে দেখ,
যাই কর না তুমি আমায়
আমি তোমার চির দিনের
তোমার সেবাই আমার ধর্ম্ম
তোমার কাজই আমার তপের।
তোমার সেবা, তোমার কর্ম্ম
তোমার ধর্ম্ম, নীতিস্রোত,—
সেইগুলিরই শুশ্রূষা-সেবা
আমার সত্তা ধর্ম্ম হোক,
তোমার তৃপ্তি স্বস্তি, পোষণ
বিশ্বে তোমার জয়গান,
তাই-ই যেন হয় সাধনা
তাই হোক আমার অভিযান?
তোমার দৃষ্টি মিষ্টি হয়ে
সৃষ্টিটাতে ছড়িয়ে পড়ুক,
তোমার সেবা, স্বস্তি, পোষণ
অন্তরে মোর দীপ্ত থাকুক। ২

অপূর্ব যে তুমি,
যখন দেখি তোমা
কাছে থাক তুমি যখনই,
তুমি ছাড়া আর
কে আছে কাহার।
হৃদয় তবুও বোঝেনি;
জানে না সবাই
সবারই যে বিভু
তুমি যে অতুলনীয়,
সত্তা সবার,
সবই যে তোমার
আর কোথা কে দ্বিতীয়? ৩

# প্রীতিরাগ

প্রীতিই বলে তা'য়
অনুচর্য্যী আপ্যায়নী
সেবাকৃতি যা'য়। ১

স্বার্থপ্রসূ কৃতি যেথায়
পুষ্টপ্রীতি নাই সেথায়। ২

দরদীর প্রতি দরদ যখন
নিজেকে ছাপিয়ে ওঠে,
প্রণয় সেখানে তৃপ্তি দীপনে
রয়েছে অন্তরে বটে। ৩

কামের নেশা যেখানে কঠোর
কামুক তারাই তেমনি,
প্রীতি যেথায় দীপ্ত সেবায়—
প্রেমও সেথায় সেমনি। ৪

প্রিয়প্রীতি হোমের আগুন
অন্তরে যদি টিকল না,
নিরোধি তাঁর আপদ-বিপদ
আনবি কিসে বর্দ্ধনা। ৫

লোকের কথা শুনেই যাদের
প্রীতির বাঁধন যায় ছিঁড়ে,
নিষ্ঠাহারা প্রীতি তা'দের
স্বার্থ খুঁজে বেড়ায় ঘুরে। ৬

ঝগড়া-বিবাদ যতই থাকুক
প্রীতিসিক্ত হৃদয় যা'র—
পরস্পরের স্বার্থ সেবার
ঝঙ্কারে বয় হৃদয় তার। ৭

ছেলের প্রতি তোমার প্রীতি
তোমার প্রতি নাই ছেলের,
বুঝো, সে বিনীত হয়নি-কো
ধার ধারে না তোমার স্নেহের
রুক্ষ রাগেও মিষ্টি কথা
প্রীতি আনতি দীপ্ত প্রাণ—
এমনতর নিয়ন্ত্রণে
জাগ্রত রয় বোধিপ্রাণ। ৯

দেওয়ার আক্কেল যাদের কম,
শিথিল সেথায় প্রীতির দম।

ভালবাসার আবেগ যেথা
কৃতি সোহাগ উর্জ্জনায়
ঈশ্বরেরই সম্বেগ সেথা
স্বতঃদীপ্ত বর্দ্ধনায়। ১১

ভালবাসতেই যদি চাও—
মান-অপমান খতম ক'রে
প্রিয়'র সেবায় ধাও। ১২

নিজের স্বার্থ ব্যর্থ ক'রেও
প্রিয়'র দিকে চাও,
প্রিয়'র কথা ভেবে মনে
সার্থকতায় ধাও। ১৩

প্রেম করা কি সোজা?
প্রেয়কে যে বহন করে
না হয়ে তাঁর বোঝা,
সেবানুশাসনে শাসিত যেজন
তা'রই প্রণয় সোজা। ১৪

শিষ্ট প্রীতির প্রণয় নিয়ে
চর্য্যারত থাক তুমি,
দীপ্ত হ'য়ে উঠুক ফুটে
সৌষ্ঠবেতে পুণ্যভূমি। ১৫

প্রীতি অর্ঘ্য যে যা' দিয়ে
তৃপ্তি দীপ্ত হয়ে ওঠে,
অন্তরেরই শিষ্ট সাধা
সার্থক তা'দের হয়ই বটে। ১৬

প্রেয়রাগের নমুনাই কিন্তু
প্রেয় যেমন চান তা'ই হওয়া,
তেমনি চলা-বলা-করা
সেই কৃতিতেই জীবন বওয়া। ১৭

# কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

অত্যাচারে নির্যাতনে
কৃষ্টি আজি মলিন মুখ
করতে দলন ইষ্ট পথে
ঘুচিয়ে ফেল কৃষ্টি দুখ। ১

আপন ভাল বোঝে না যা'রা
আরাম পেলেই খুশী হয়,
এমনি লোকের মত নিয়ে কি
নিয়ম-নীতি কৃষ্টি রয়? ২

পিতৃকৃষ্টি পূরণ-প্রবণ
থাকলে অটুট সেই ধারাটি
শাক্ত হস্ আর বৈষ্ণবই হস্
খৃষ্টান-মুসলিম সবই খাঁটি
ঐ চলা তোর বাতিল ক'রে
স্বর্গেও যদি যাসরে তুই,
জোর গলাতে বলছি আমি
স্বর্গও তোর নরক ভুঁই। ৪

ক'জন ওরে মহৎ জোটে
এই দুনিয়ার সমাজ পটে,
শ্রেষ্ঠ বিনা কৃষ্টি কোথায়
ব্যষ্টি বৃদ্ধি কোথায় ঘটে? ৫

ফাগুনেরই আগুন রাগে
ভর-দুনিয়া লালে লাল,
দেখিস্ নাকি পুড়ছে ওরে
জগৎ জোড়া পাপ জাঙ্গাল!
অমর-গানের স্বস্তি হাওয়া
সঙ্গে তারই দিয়ে যোগ,
ওরই মাঝে দুলছেরে দেখ্
জীবন জয়ের অটুট ভোগ। ৬

অমৃতেরই সন্ততি তুই
অমৃতই তোর জীবন-ধারা,
মরণ ভ'জে মরণ খুঁজে
হবি কেন সর্বহারা? ৭

জীবন তোদের দাঁড়িয়ে আছে
কৃষি শিল্প সন্দীপনায়,
সুবিবাহ সুপ্রজনন—
দেশটা জাগে যে উজ্জ্বলায়। ৮

সুসংস্কৃত কুলের আচার
রীতি-নীতি ব্যবহার,
সব যা কিছুর পরিচর্যায়
উচ্ছলতা আন সবার। ৯

প্রণামের অর্থ কী?
প্রবীণের চলন মাথায় রেখো
বাড়বে তাতে ধী। ১০

খাস্‌নে কিন্তু এমন জিনিস্‌
চলিস্‌ নে তুই এমন পথে,
কাজ করিসনে এমন কিন্তু
কৃষ্টি-সাধায় ব্যাঘাত যাতে। ১১

ভিটামাটি বাড়ীর যেটা
পূর্ব পুরুষ ক'রেছে বাস,
শ্রদ্ধাভরে রাখবি তা'রে
ছাড়িস্‌নে তা গেলেও শ্বাস। ১২

দেশের ভাষা ভুলে তোরা
আন ব্যবহার করবি কেন?
ঐতিহ্যটা বজায় রেখে
যত ইচ্ছা শিখিস যেন। ১৩

প্রাচীনেতে পা রেখে তোর
নবীন যা তা হাতে আন,
ঐ চলনে চলৎ থেকে
বৃদ্ধিতে হ সিদ্ধ-প্রাণ। ১৪

কেঁউটে সাপের বাচ্চা তোরা
কেঁচো হ'বি সে কী পাপ!
স্বর্গ-মর্ত রসাতলে
ফুটুক রে তোর মাভৈঃ দাপ। ১৫

সংক্রামিত হয়ই যারা
কুসংস্কৃতির কদাচারে,
সংক্রামক হয় তারাই কিন্তু
বিশ্লিষ্ট করে জীবনটারে। ১৬

সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে
গোঁফ পাকিয়ে বেড়ায় যারা
তাই দেখে সব ভড়কে গেলি
দাস খতেতে হলি সারা। ১৭

ঐতিহ্য আর সংস্কারের
বালাই বইতে চায় না,
এমন জনার সংস্কৃতি কৃষ্টি
সার্থকতায় ধায়না। ১৮

ঐতিহ্যেরই মর্ম যেটা
সেথায় রাখিস নিষ্ঠারতি,
যার উপরে তুলবি গেঁথে
তোদের কৃষ্টি সংস্কৃতি। ১৯

আচার-ব্যাভার সংস্কারের
সাংস্কৃতিক অনুশীলন,
তাতেই কিন্তু ফুটন্ত হয়
ব্যক্তিত্বটার ধৃতি জীবন। ২০

সংস্কৃতির সন্দীপনা
শুভ যেটা তা'ই ক'রো,
শিষ্টভাবে তৃপ্তি বজায়,
থাকে যা'তে তা'ই ধ'রো। ২১

আর্য্য তাকেই বলে
কৃষ্টি-পথে দৃষ্টি নিয়ে
ইষ্টতপে চলে,
রক্তে গাঁথা আর্য্য আভা
তপঃ-কুতুহলে। ২২

বৃত্তি পথেই কৃষ্টি যাদের
সত্তা মেরে ভোগ
ম্লেচ্ছতপার প্রেষ্য নীতি
অনার্য্যকৃৎ রোখ। ২৩

মঙ্গোলী আর নিগ্রো যা'রা
দ্রাবিড়ী কোল ম্লেচ্ছাবধি,
আর্য্যীকৃত হ'লেই তা'রা
আর্য্যদেরই সুসন্ততি। ২৪

বিশ্বচলন-কৃষ্টিতপায়
ঐকায়নী মন্ত্র যা'র,

পূতবন্ধ পরম্পরে
আবির্ভূত সন্তাতার। ২৫

সত্যই কিন্তু সত্তার মূল
বিদ্যমানতা যাহার দান
সত্য আর সৎ চ'লে গেলে
থাকবে কোথায় কাহার প্রাণ?
তাই বলিরে জাগ্‌রে ওঠ্‌রে
ধর্‌রে কর্‌রে সতের ধ্বনি,
যে ধ্বনিতে সজাগ হয়ে
নন্দনাতে ফোটে প্রাণী,
জীবনদীপ্তি উঠুক জেগে
তৃপ্তি বিলাক প্রাণে-প্রাণে,
সিক্ত দ্যোতন দীপ্ত ধৃতি
উঠুক ফুটে নিটোল টানে। ২৬

# ঐতিহ্য

পিতা-মাতার ভক্তি জানিস্‌
প্রথম শিষ্ট ভাব,
তার উপরেই গজিয়ে ওঠে
জীবনের স্বভাব। ১

জননী আর জন্মভূমি
স্বর্গ হতেও গরীয়সী,
মায়েরই নাম দুর্গা জেনো,
দুর্গতিরই হয় সে বশী। ২

জন্ম দিল যে-জন তোমারে
জন্মপালী যে,
তাঁরাই তোমার দেবতা প্রথম
সেবায় দুঃখ নাশে। ৩

জনক-জননী জন্মভূমিতে
নিষ্ঠাশ্রদ্ধা নাইকো যাহার
দুষ্টক্রমী হ'য়েই চলে
অন্তর বাহির প্রায়ই তাহার। ৪

ঐতিহ্য ও কুলপ্রথা
জীবনীয় বুঝবি যা,
নিবিষ্ট হ'য়ে ঐ প্রেরণায়
ব্যক্তিত্বে তোল্‌ ফুটিয়ে তা',
এমনি ক'রেই এগিয়ে চল
অসীম পথে জীবন নিয়ে,
বাঁচ, বাড়, ধর সবায়
ঐ জীবনের মর্ম্ম বেয়ে। ৫

নিজে আগে আদর্শ হও
উদাহরণ হও নিজে তুমি,
সঞ্চারণ তা' ক'রো সবায়
উঠুক জেগে জন্মভূমি। ৬

ঐতিহ্যেরই অবদান যা'
সুসম্বন্ধ সংস্কার,
সেই বেদীতে দাঁড়িয়ে ও তুই
কৃষ্টিতে কর্‌ অভিসার। ৭

ঐতিহ্যেরই উদার স্রোতে
সংস্কৃতির সন্দীপনা
কৃষ্টি চলন তারই চাষে
করেই যে দূর কি লাঞ্ছনা। ৮

# স্বাস্থ্য ও সদাচার

সদাচারে রত নয়
পদে-পদে তার ভয়। ১

সদাচার বলে কারে
তা কিরে তুই বুঝিস্?
যে আচারে বাঁচে-বাড়ে
সদাচার তা জানিস। ২

আহার-বিহার চেষ্টা কাজে
সাম্য স্বভাব নয় যে জন,
আগন্তুকী ব্যাধির পূজায়
কাটায় জানিস্ ভরজীবন। ৩

ঘুমিও তুমি ততটুকুই
অবসাদ না আসে,
চেতন থাকাই বর বিধাতার
জড়ত্ব যায় নাশে। ৪

কাজের ঝোঁকে চলবি যতই
শরীর ভুলে থেকে
শরীর হবে সহনপটু
স্বাস্থ্য আসবে হেঁকে। ৫

মাদক-মাতাল হওয়া জানিস্
বড়ই নিঠুর পাপ,
বাতুল বিষাদ উত্তেজনায়
আনেই অপলাপ। ৬

রোগ হলে তুই থাকিস সরে
কিছুতেই তা ছড়াবিনা,
ছোঁয়া ছুঁয়িতে নাকাল হবি
সাবধান ওটা চারাবি না। ৭

নাকে-মুখে আঙ্গুল দিয়ে
অমনি তাহা ধুতেই হয়,
নইলে কুটিল রোগের হাতে
নষ্ট মানুষ হয়ই হয়। ৮

দাঁড়িয়ে হাগা প্রস্রাব করা
দুই-ই মস্ত কু-অভ্যাস,
স্নায়ুশিথিল ক্লৈব্য আসে
থাকেই হয়ে ব্যাধির দাস। ৯

বাহ্যি-প্রস্রাব-শৌচ সেধে
পা-হাত-মুখ ধুয়েই ফেলিস,
উড়ুক্কু মল প্রস্রাব-কণা
বয়ই ব্যাধির অশেষ বিষ। ১০

পরের গামছা কাপড় পরা
বিছানা-বালিশে শোওয়া,
ব্যাধির বিপাক দুর্দ্দশাকে
কুড়িয়ে দেহে নেওয়া। ১১

বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড়
নিত্য-ব্যবহারী কাপড়-জামা,
জলে ধুয়ে রৌদ্র-তপ্ত
না করলে ঘটে ঢের হাঙ্গামা। ১২

পাক-পোষণী রক্তচাপ
অধিকভোজীর বেড়েই যায়,
মস্তিষ্ক না পোষণ পেয়ে
ক্রমেই চলে ক্ষীণতায়। ১৩

চোখের জল বা পিচুটি মুছে
চোখ-হাত ধুয়ে ফেলাই ভাল,

নইলে কিন্তু হবি সবি
হরেক ব্যাধির কুজঞ্জাল। ১৪

একই পাত্রে অনেক জনে
ছোঁয়াছুঁযি করে খাওয়া,
এটা কিন্তু রোগবাহী
অভ্যাসেরই লাই দেওয়া। ১৫

একই জলে বারবার
হরেক জিনিস ধোওয়া,
মরণ কণা বহন ক'রে
পরিচ্ছন্ন রওয়া। ১৬

বাজার থেকে এনে জিনিস
না ধুয়ে, ফুটিয়ে, রৌদ্রে দিয়ে,
খাওয়ায় কিংবা ব্যবহারে
আসেই ব্যাঘাত ও পথ বেয়ে। ১৭

মলত্যাগ আর প্রস্রাব করে
উপযুক্ত শৌচে যাবি,
নইলে জানিস্ খল ব্যাধিতে
হঠাৎ কিন্তু নষ্ট পাবি। ১৮

দাঁত, মুখ, জিভ রাখবি সুস্থ
উদরটাকেও তেমনই,
রইবে সুস্থ দেহ-জীবন
এ নীতিটি এমনই। ১৯

জলাশয়ে প্রস্রাব ক'রে
কলসী ক'রে সে জল আনে,
তাই খাইয়ে মৃদুল বিষে
পরিজনের জীবন হানে। ২০

বাহ্যি-প্রস্রাব সেরে কিন্তু
শৌচ করে যথারীতি
পা-হাত-মুখ অমনি ধুবি
স্নায়ু পাবে স্থৈর্য্য-স্থিতি। ২১

মনটা দুষ্ট হলেই জানিস্
রোগের আথাল হয়,
ঐটাকে তুই এড়িয়ে চলিস্
করবি ব্যাধি জয়। ২২

মন যেমন তোর থাকলে শুদ্ধ
সুস্থ সবল হবি
পড়শী তেমনি না হলেও কি
স্বাস্থ্যে অটুট রবি? ২৩

আঁতুড়ে যেয়ে ছুঁয়ে-নেড়ে
বাইরে এসে শুদ্ধ গায়ে,
অন্য কিছু ছোঁয়া-নাড়া
করবি, নইলে পড়বি দায়ে। ২৪

ঋতুমতী নারী হলেই
তিন কিংবা চারটি দিন,
খাওয়া শোওয়ার জিনিসপত্র
ছোঁয়া নয়কো সমীচীন। ২৫

যে সংসর্গে পালন পোষণ
যেমন অন্ন খায়,
সেই সংস্কার পুষ্টি পেয়ে
জীবন পথে ধায়। ২৬

না নেয়ে যায় রান্না ঘরে
এঁটো ধোওয়ার নাই রেওয়াজ,
যে যার খুশি পাক ছুঁয়ে দেয়
তা' খেতে তুই হস্ নারাজ। ২৭

চুমুক দিয়ে খেয়ে কিছু
না ধুয়ে পাত্র খাসনে আবার।
জীবাণু অমৃত লালার সাথে
করতে পারে ঢুকে সাবাড়। ২৮

সুষ্ঠু দেওয়ায় বাড়ে মায়া
সু-আহারে পুষ্ট কায়া। ২৯

অধিক ভোজন- যারাই করে
দরিদ্রতায় প্রায়ই ধরে। ৩০

বাসী কিংবা পচা জিনিস
বাহন কিন্তু অশেষ রোগের,
ওর ব্যাভাবে সাবধান রবি
বাহক ও-সব দুর্ভোগের। ৩১

সহজ আহার, শ্রম স্বাভাবিক
সহজ সুখে বসবাস,
উন্নয়নেই তৎপরতা
দক্ষ কর্মী ন্যায়ের দাস;
যত সহজ এই যেখানে
স্বাস্থ্য সেথায় হাস্যমুখ,
অমনতর স্বাস্থ্য পেলেই
দেহের আয়ু প্রাণের সুখ। ৩২

সঙ্গীতে হয় শ্বাসের ব্যায়াম
দেহের ব্যায়াম নাচে,
এই ব্যায়ামই সহজ ব্যায়াম
নাই কিছু এর কাছে। ৩৩

স্পর্শ-দোষে জীবাণু ধায়
সংস্রবেতে মন—
এই বুঝে তুই চলিস্ ফিরিস্
বুঝলি বিচক্ষণ? ৩৪

কী করে বা কী এড়িয়ে
স্বাস্থ্যটি তোর নিটোল থাকে,
ঐতো বুঝিস্ স্বাস্থ্য বিধি
পড়বি না যায় রোগ বিপাকে। ৩৫

ছেলে-মেয়ে কম হলেও তা'
বেঁচে-বর্ত্তে সুখে থাকে,
সেই নিয়মে চলতে থাকিস্
বলিস্ কহিস্ তাই সবাকে। ৩৬

স্বাস্থ্য-আচার সেধে পেলে
স্বস্তিতে কর বসবাস,
অস্তিতে তোর স্বস্তি আসুক
হোক বিমোচন সকল ত্রাস। ৩৭

যে-কালে যে-খাদ্য মেলে
স্বাস্থ্য সাথে মিল রেখে,
এমনভাবে খাবি কিন্তু
শরীর যেন ঠিক থাকে। ৩৮

ক্ষুধা পেলে পেট পূরিস্ তুই
খাদ্য দিয়ে তিনটি ভাগ,
শুদ্ধ জলে এক ভাগ পূরলে
বৃদ্ধি পাবে স্বাস্থ্য রাগ। ৩৯

রান্নার সময় তুমি—
দু'চামচে ঘসা কৃষ্ণ তিল
দিয়ে ভাত রান্না করো
খেয়ে স্বাস্থ্যের হবে জিল্। ৪০

শুদ্ধ গব্য ঘৃত নিয়ে
খাওয়ার পাতে ছিটিয়ে খেও,
স্বাস্থ্য অনেক থাকবে খাঁটি
বোধ নজরে দেখে নিও। ৪১

টক দই কিন্তু নেহাৎ ভাল
ঝোলা গুড়ে খাস্ যদি,
অনেক বালাই দূর করে এই
প্রাচীন নীতি টক দধি। ৪২

খাবার পাতে শেষ কালেতে
খাস্ যদি তুই নুনে-টকে,
অনেক আপদ কাটিবে তাতে
জানে অনেকে ঠকে ঠকে। ৪৩

সুষ্ঠু-সিদ্ধ-খাদ্য খাবি
অল্পে পুষ্টি হয় যাতে,
তৃপ্তিভরা সহজপাচ্য
জীবনীয় তা' হয় তাতে। ৪৪

খাদ্য খেও এমনতর
যায় নিরঙ্কুশ পুষ্টি দেয়,

পোষণ দিয়েও নষ্ট আনে—
সেটা কিন্তু খাদ্য নয়। ৪৫

স্ফূর্ত্তির পরে আসে অবসাদ,
অবসাদ আনে সত্তার ভাঙ্গন,
এমনতর খাদ্য খানা
জীবনের কিন্তু নয় প্রয়োজন। ৪৬

শরীর যাতে তেজাল থাকে
স্বতঃ স্রোতা চলে মন,
বিষাদ যেটা নষ্ট করে—
তাই জীবনের প্রয়োজন। ৪৭

ভুঁড়ি দেয় মুড়িকে বল
মুড়ি দেখে ভুঁড়ি,
এমনি করেই চলে জীবন
স্বস্তিতে দিয়ে তুড়ি। ৪৮

জীবনটাকে পালতে হলেই
রান্না-বান্না করবি এমন,
স্বাস্থ্যপ্রদ সুপাচ্য হয়
পায়ই শক্তি তোদের জীবন। ৪৯

ব্যাধির নিরাময় যা যা করে
সত্তার পক্ষে কল্যাণকর,
ব্যাধির পক্ষে তাইতো ঔষধ
অস্তিত্বটার জীবনধর। ৫০

শরীর-ধারণ করেছ যখন
শরীর ধর্ম্ম মানতেই হবে,
মেনে করার ঋাকতি যেমন
তদ্-অনুগ ঋাক্তি রবে। ৫১

সূর্য্যের আলো আসে যখন
তার সাথেতেই শয্যা-ত্যাগ
করে করিস সে সব কর্ম
যাতে সুস্থ স্বাস্থ্য যাগ। ৫২

না নেয়ে যায় রান্না ঘরে
এঁটো ধোয়ার নাই রেওয়াজ,
যে যার খুশী পাক ছুঁয়ে দেয়
তা খেতে তুই হ'স নারাজ। ৫৩

শরীর মনটি বিকৃত না হয়
তাকে তুকে সেটি পোলা,
আঘাত-ব্যাঘাত না আসে যেন
সেই চলনে সদাই চলো। ৫৪

সত্তাস্বস্তি রাখতে সুস্থ
সময়ে প্রতিষেধক নিও,
সাবধানেতে চলো-ফিরো
অত্যাচারকে বিদায় দিও। ৫৫

গায়ের জোর তোমার যতই থাকুক
মনের জোরও থাকুক যত,
বিহিত-ব্যবস্থা না হয়ে চললে
সবই ব্যর্থ, হবে বিব্রত। ৫৬

খেলাধূলা করবি এমন
স্বাস্থ্য ও বোধ তাজা যাতে,
শ্রদ্ধাভক্তি সদ্দীপনা
গজিয়ে উঠবে দেখিস্ তাতে। ৫৭

কান্নাব চেয়ে হাসি ভাল
সঙ্গতিশীল শ্রেয় হলে।
স্বাস্থ্য তাতে ভালই থাকে
বাড়ে সত্তা বুদ্ধি বলে। ৫৮

স্রোতল চলায় চলছে জীবন,
বিপাক-ব্যাতিক্রম হলেই তায়,
শরীরে মনে অসুস্থি আসে,
দুর্দশাতেই জীবন ধায়। ৫৯

সাত্বত আচার-সন্দীপ্ত থেকে
থানকুনি পাতা এক আধ মাথা,
নিয়ম মত চললে খেয়ে
দীর্ঘ আয়ুর রয় প্রত্যাশা। ৬০

সত্তাপোষী নিরামিষ আহার
সবার চেয়েই ভালো,
আমিষ-আহার উত্তেজনায়
স্বাস্থ্য করে কালো। ৬১

গ্রীষ্মে ভাল ঠাণ্ডা খাদ্য
শীতে ভাল গরম,
সেই খাদ্যই শিষ্ট খাদ্য
হজম মাফিক নরম। ৬২

স্বাস্থ্য তোমার যেমন চায়
তেমনতরই খেও,
শক্তি তুমি যেমন পাবে
তেমনি করে যেও। ৬৩

জীবনীয় যা তাইতো মিষ্টি
মিষ্টি তো তাই ভাল লাগে,
বিহিত রূপে মিষ্টি খেলে
শক্তিও তাতে তেমনি জাগে। ৬৪

---

# সমাজ

সব বৈশিষ্ট্যের স্বতঃ গতি
এক আদর্শে হলে,
পারস্পরিক সুহৃৎ চলায়
সমাজ তাকেই বলে। ১

এক আদেশে চলে যারা,
সমাজ গজায় জানিস্ তারা। ২

সমাজই তো উপচে উঠে
রাষ্ট্রে দীপ্তি পায়,
বিধান-মাফিক সটান চলায়
বর্দ্ধনাতে ধায়। ৩

এক মাটিতে বসত যাদের
ধর্ম্মগুরু যাদের সৎ,
ধান্য-গোধুম খাদ্য যাদের
রয় কি পৃথক তাদের পথ? ৪

এক প্রাণতার মমত্বেতে
পরস্পরের সমাবেশ,
নিনড়-অটুট হলেই জানিস্
একটি দানায় বাঁধবে দেশ। ৫

সমাজে আন ইষ্টানুগ
একতন্ত্রী সংগঠন,
যৌন-সূত্রে অনুলোমে
শ্রদ্ধাভরে কর পালন। ৬

বাড়তে গেলেই সংহতিতে
সহগামী বিশিষ্টদের
নিয়েই হবে বাড়তে কিন্তু,
নইলে বৃদ্ধি আপসোসের। ৭

পড়শীরা তোর নিপাত যাবে
তুই বেঁচে সুখ খাবি বুঝি?
যা ছুটে যা, তাদের বাঁচা
তারাই যে তোর বাঁচার পুঁজি। ৮

যে জাতিতে যতই বেশী
সাধবী ধীরা নারী,
জীবন্ত সে জাতি ততই
বিশ্বতমো হারী। ৯

যে জাতিতে বারাঙ্গনা
স্বৈরিণী নারী কম,

।নিস্ সেই জাতিটির
ৼই বুকের দম। ১০

। সেই—
পুরুষে আত্ম বিকিয়ে
চায় জীবন-খেই। ১১

ষ্টা হলেও নারী
াই রাখা ভাল,
কুলে জাতি-খুইয়ে
। না সমাজ কালো। ১২

হয়ে পুরুষ যদি
করে নারী,
ায়ু হারাবে সেই
জ ধ্বংসকারী। ১৩

যদি না থাকে তোর
বগ ভরা উন্নত টান,
ীতি বিপথগামী
। হারা বধির প্রাণ,
দেওয়ায় জীবন-ধারণ
মূক ও মুহ্যমান,
নরেট অন্ধকারেই
: সমাজ কি পায় না স্থান? ১৪

৯ যদি করিস্ দয়া
বে অপলাপ,
যাবি সর্বনাশে
জে ঘিরবে পাপ। ১৫

পথের অত্যাচারে
ম করিস্ ত্বরিত পায়,
ওটা বিষিয়ে জানিস্
বে নিকেশ সমাজটায়। ১৬

চলেন যা করে তাই
বষ্যতে সাধারণ
পথেতে চলতে থাকে
ড় সমাজ-নিয়ন্ত্রণ। ১৭

এক আদর্শে অটুট থেকে
প্রতিপ্রত্যেকে যখন
পরস্পরের স্বার্থ সেবী
সংগঠিত তখন। ১৮

রক্ত গোলাপ ফুটল বুকে
পদ্ম ফোটে লালে লাল,
জীবন-দোলা দিচ্ছেরে দোল
প্রেষ্ঠী মাতাল মিলন তাল;
বীণ-প্রণবী মূর্ছনাতে
উঠ্‌ছে রে গীত পাগল করা,
ছুটল রে ওই ফুটল ওরে
হ'ল সমাজ দীপন-ভরা। ১৯

প্রতিটি ব্যষ্টি নিয়েই কিন্তু
পরিবেশের সৃষ্টি হয়
ব্যষ্টি ছাড়া পরিবেশ কিন্তু
আর অন্য কিছুই নয়। ২০

মা-ই যে তোমার প্রথম পরিবেশ
মাটি ও দেশ তাঁর জোগান,
সেই জোগানে বাঁচ, বাড়,
জেনো— তারাই তোমার আধান।

মা যেমন তোমাব প্রসবিতা
ধাত্রী যেমন তোমার মাতা,
মাটি-পরিবেশ মায়ের ধাত্রী
তার সাথে কিন্তু মা-টি গাঁথা। ২২

মায়ের শাসন এমনতর
শাস্তি দিলেও রাখে কোলে,
লালন-পালন করেই চলে
কখনও তা যায় কি ভুলে?
ভুলত যদি মা লালন-পালন
কটা ছেলে থাকত বেঁচে,
নিপাত যেত সব যা কিছু
বুঝ-বিবেকে দেখনা এঁচে;
পরিবেশের পরম কেন্দ্র
মা-টাকে তুই ঠিক জানিস্,

পরিবেশটাকে তেমনি করে
শ্রদ্ধাভরে তুই পালিস্। ২৩

পরিবেশ তোমার বাড়বে যতই
তুমিও তেমনি হবে তত—
সব্যষ্টিতে ঐ পরিবেশ
প্রীতি বাঁধনে ধরবে যত। ২৪

পরিবেশকে তাচ্ছিল্য করে
যারাই বড় হতে চায়,
স্বার্থ লোভী তেমন জনা
পড়ে বেঘোরে পায়-পায়। ২৫

ব্যষ্টির যেমন পরিবেশ আছে
পরিবেশেরও আছে তাই,
এমনি করে আরোর পথে
আমরা সবাই এগিয়ে যাই। ২৬

দেওয়া-নেওয়া পরম্পরায়
আদান-প্রদান চলছে যেমন,
অমনি করেই আসছে নাকি
ঐ তোমারই ভরণ-পোষণ? ২৭

পরিবেশের পরিবেশন
লালন-পালন করছে তোম
বাঁচে কি কেউ ওটি ছাড়া
বাড়ে কি কেউ বর্দ্ধনায়?

বিশেষ করে বলি আমি
শোনই যদি আমার কথা-
পরিবেশে দৃষ্টি রেখে
রাখ সবাকে প্রীতি-গাঁথা।

ছিন্ন-ভিন্ন জনন যেথায়
ব্যক্তিত্ব সেথায় উদ্ভট
সমাজ থাকে কোন্‌খানে তো
রবেই সেথা সঙ্কট। ৩০

যার যেমন মান ভাঙ্গলে সে
সাম্যস্থিতি আসে কিরে?
সাম্য মানে সঙ্গতিশীল
বৈশিষ্ট্যকে বিন্যাস করে।

ঐতিহ্যহারা বৈশিষ্ট্য হারা
সমাজগ্রন্থি যেথায় বাদ—
অন্য কিছু হতেও পারে,
নয়কো সেটা সাম্যবাদ।

# রাজনীতি

পরস্পরের দীপন পূরণ
স্বার্থে গাঁথাই ভ্রাতৃবরণ। ১

গতীস্বার্থী হবে যে
নকল নেতা জানিস সে। ২

ইষ্ট নাই নেতা যেই
যমের দালাল কিন্তু সেই। ৩

মানুষকে যে সইতে নারে
যে জন তাদের বয় না,
লাখ মোড়লি ঝাঁকুক না সে
নেতা তারে কয় না। ৪

যতই কেন থাক না নিয়ে
দুঃখ ব্যথার কল্পনা,
বাঁচা-বাড়ার বুভুক্ষুরা
শুনবে না সে জল্পনা;
সেই ঝোঁকেতে মন বেঁধে নে
উন্নতি যায় বর্দ্ধনা,
করায় বলায় তাই করে চল
কতই পাবি বন্দনা। ৫

পূর্ব্বঋষি পিতৃকৃষ্টি
অস্বীকারে ধরবি যা,
পাতিত্য তোর আসবে ওরে
নষ্ট হবে জাতীয়তা। ৬

আদর্শকে ঘায়েল করে
চুক্তি রফায় বাঁধতে দল,
যতই যাবি পড়বি ঘোরে
হাতে হাতেই দেখবি ফল। ৭

অযুতই দল থাক না কেন
এই দুনিয়ার মাঝখানে,
না হ'লে এক ইষ্টাস্বার্থী
সর্ব্বনাশেই মরণ আনে। ৮

মিলন করার যতই কায়দা
ঝাড়িস্ বুদ্ধিমান,
একাদর্শে নিয়ন্ত্রণই
মিলন সংস্থান;
এ ছাড়া তোর বুদ্ধিমত্তা
যতই পাতবে জাল,
সবই কিন্তু হবে ব্যর্থ
বাড়বেরে জঞ্জাল। ৯

পূর্ব্বিতনে শ্রদ্ধাভরা
দায়িত্বশীল স্বভাব-মন,
ইষ্টীপূত এমন জনই
প্রতিনিধির পাত্র হন। ১০

মানুষেরে প্রীত করে
দীপ্তি পান যিনি
এই দুনিয়ায় তিনিই রাজা
তোমার রাজাও তিনি। ১১

এক ভাষারই রকমফেরে
একই রীতির ধাঁজ বিশেষ,
খাদ্য জলে যেথায় গজায়
সেই মাটিতেই তাদের দেশ।

একটি ভাষা চলন বলন
দ্রষ্টা নেতা এক যেথায়,
শক্তি সেথায় উপচে চলে
বোধ সমৃদ্ধি বিজ্ঞতায়। ১৩

অবাধে ভাল করতে পারে
সেই তো স্বাধীন
উচ্ছৃঙ্খলায় মরণ আনে
তাইতো পরাধীন। ১৪

যে নীতিতে বাঁচা-বাড়া
হ'তেই থাকে বীর্য্যহীন,
তারেই কি কয় ধর্মনীতি
রাজনীতি কি সেই রে দীন?
ধর্ম যেথায় বাঁচা বাড়ায়
মুখর চলায় বীর্য্যবান
ধর্মনীতি তারেই জানিস
রাজনীতিও তাই ধীমান। ১৫

ছোট্ট ছোট্ট নীতির চলন
দূরদৃষ্টি অনুপাতী
ইষ্টানুগ এক প্রাণতা
গড়েই কালে মহান জাতি। ১৬

আদর্শ যার কথার খেয়াল
বৃত্তি চালক যা'র
স্বাধীনতা মুষড়িয়ে হয়
টুকরোমির বাহার। ১৭

অবাধে ভাল করতে পারাই
স্বাধীনতা কয়।
উছৃঙ্খলের প্রশ্রয় পাওয়া
স্বরাজ কিন্তু নয়। ১৮

আদর্শ পথে পরের স্বার্থ
যতই আপন মানবি
সেই চলনে আসবে স্বরাজ
এই তুক তার জানবি। ১৯

আপন ধাঁধায় থাকলি ব্যস্ত
পরের বেলায় বঞ্চনা,
অন্যের ভালয় পেট কামড়ায়
কতই পাস্ তুই লাঞ্ছনা;
লাখ দলেরই নেতা তোরা
এক আদর্শে আস্থা নাই,
লাখ ভাগেতে টুকরো রইলি
লক্ষস্বাথী কোন্দলরাই
লোকের দুঃখে বুক হাসে তোর
পরের স্বার্থ নিজের নয়।
ইষ্টস্বার্থী কেউ হবি না
এতেও কিরে স্বরাজ হয়? ২০

পৃথক পৃথক দল যখনই
এ ওর স্বার্থ নয়,
ইষ্টহারা বেকুব পারা
সবাই সবার ক্ষয়। ২১

দলের স্বার্থ পৃথক যখন
টুকরোমি যাহার ন্যায়,
বিপাক আসে শীতের হাওয়ায়
মৃত্যু মিটির চায়। ২২

আদর্শেতে নয়কো রত
সার্থকযুক্ত নয় জীবন,
শুভাশুভ বুদ্ধি হারা
ব্যর্থ তাহার নির্বাচন। ২৩

সৎ সংহতি ভাঙ্গন ধরায়
নির্বাচনে এমন মত
সমর্থনেও পাপ উপজয়
বিপাক-দশার সিধে পথ। ২৪

রাজশক্তি হাতে পেয়েও
সং-এর পীড়ক যারাই হয়।
দেশকে মারে, নিজেও মরে
রাষ্ট্রে আনে তারাই ক্ষয়। ২

রাষ্ট্রশাসন-দণ্ড দেশের
চললে শিথিল পায়
শিষ্ট দলি অজ্ঞ বেকুব
লোকশাসনে ধায়। ২৬

ইষ্টহারা ধর্ম যেথায়
কিংবা ধর্ম নেই,

দেশ কোথা তার? শুধু চীৎকার
শেয়াল ডাকে ফেই। ২৭

লোকরঞ্জনী চর্য্যানীতি
স্বতঃ স্রবা ব্যক্তিত্বে যার,
রাজনীতিজ্ঞ তাকেই জানিস্
সাত্বত চর্যায় লক্ষ্য তার। ২৮

রাজনীতির যারা বড়াই করে
অথচ জানে না ধর্মনীতি,
অপকর্ষী সে সব নেতার
অপদস্ত ঘটায় ভীতি। ২৯

থাকলে আদর্শে ব্যতিক্রম
জাতির ঘটায় মতিবিভ্রম। ৩০

আদর্শ না হলে মহৎ— শিষ্ট
করেই জাতিকে কুট-নিকৃষ্ট। ৩১

পূর্বপুরুষে নাইকো শ্রদ্ধা
বাস্তুভিটায় নিষ্ঠা নাই
কুলাচার যার ব্যতিক্রান্ত
দেশটা নষ্ট করে তারাই। ৩২

ছোট যারা নীচু যারা
পরের ভাষা বলতে চায়,
বলা-করায় করে তারা
আত্মপ্রসাদ পেতে চায়,
নিজের ভাষা, নিজের পোষাক
তৃপ্তি ভরা কৃষ্টিযোগ,
সব যা কিছু উড়িয়ে দিয়ে
করতে চায় সে জীবন ভোগ। ৩৩

নিষ্ঠানিপুণ আনুগত্য-কৃতি
দেশ সমাজে যতই হীন,
উর্জ্জীতেজা পরাক্রমে
সে দেশ কিন্তু ততই দীন। ৩৪

লোক প্রীতির বাহানা নিয়ে
সত্তাঘাতী অনুরাগ
এমন যারা তাদের কিন্তু
নষ্ট নিপুণ জীবন যাগ। ৩৫

পাগল বুদ্ধির অহমিকায়
অগ্রাহ্যই যদি করিস্ সবায়,
ধৃতিই যে তোর শীর্ণ হবে,
ব্যক্তিত্ব কি তাতে দাঁড়ায়? ৩৬

প্রধান হবার লোভ করিস্ না
ধৃতিপালী সবার হ
যেমন পারিস্ তেমনি ক'রে
অসময়ে তাদের ব'। ৩৭

আন্দোলন তুই যতই করিস্
মূলে রাখিস্ সবার ভাল,
ঐটি সিদ্ধ যেই না হবে
সব বরবাদ, সব কালো;
যে আন্দোলন সবার ভাল
সেই তো সুষ্ঠু আন্দোলন,
বাঁচা বাড়ার সিদ্ধি যাতে
সেইতো সবার উৎসারণ। ৩৮

তোরই মতন দেখিস্ সবায়
তারাও খেয়ে বাঁচতে চায়,
বাঁচা বাড়ার পোষণ দিয়ে
শীঘ্র দাঁড়া সার্থকতায়। ৩৯

ধনী হোস্ আর দরিদ্রই হোস্
যা কেনই তুই হোস্ না,
জীবন বৃদ্ধির দিবিই পোষণ
বাঁচায় নিরোধ করিস্ না। ৪০

বাঁচা বাড়ার জন্য যাদের
নয়কো টাকা জীবন-পালী,
শোষক হয়তো তারাই হবে
রেখে সবার পেটটি খালি। ৪১

বিক্ষোভ যেথায় যত সহজ
পারস্পরিক বোধ তেমনি ঢিলে,
বিপ্লবও চলে তেমনি সেথায়

সর্ব্বনাশে যায় অমিলে। ৪২

দাসত্ব যাদের ভাবতৃপ্তি
গোলামি যাদের আশা-আশ্রয়,
নিজের দেশকে করতে নষ্ট
আত্মঘাতী তারাই হয়। ৪৩

অসতের বিষ ছড়িয়ে পড়লে
ক্রমেই প্রাণন-উর্জ্জনা,
ব্যষ্টি বন্ধন, শিথিল হয়ে
উপচে ওঠে লাঞ্ছনা। ৪৪

মতের ঐক্য হয় না—
মানেই হচ্ছে
দীর্ণ দিগ্ধ স্বার্থ চলন
এক পথেতে যায় না। ৪৫

সম্যক দেখা না থাকলে কি
সমালোচনা চলবে তোর?
অন্ধ আঁখির দৃষ্টি কোথায়
দক্ষ দেখায় হবে ভোর? ৪৬

যোদ্ধা জাতি চাচ্ছ হ'তে
জন্মে এনে বিকৃতি,
কু-জনন কি শক্তি আনে?
আনতে পারে কু-ধৃতি। ৪৭

শাসন-সংস্থা যেমনই হোক্
যাতেই মাথা ঘামাও না,
যৌন ব্যাপার শুদ্ধ না হ'লে
দেশের জীবন টিকবে না। ৪৮

শাসন করো তায়,
রক্ষা, বহন, পোষণ করে
রাখছ তাজা যায়। ৪৯

শাসন যদি তুষ্টি না দেয়
তৃপ্তি না দেয় জীবনটায়,
সে শাসনে কী হবে তোর!
মরবি শুধুই তেষ্টায়। ৫০

পাপী বাটপাড় খল জুয়াচোর
অপরাধ তাদের যেমনই হোক,
নিরাময়ে লক্ষ্য রেখে
শাসন পোষণে দিও ঝোঁক। ৫১

ক্রোধের উনুন জ্বালিয়ে তুমি
যতই কেবল শাসন দাও
বিশৃঙ্খলার বেমিছিলায়
ঔদ্ধত্যকে ডেকে নাও। ৫২

সও না, বও না, নাইকো দরদ
তবুও শাসক হ'লে তুমি?
এমনতর শাসক হ'লে
জাহান্নামেই জন্মভূমি। ৫৩

শাসন যেথায় শাস্তি আনে
শান্তিহারা হয়ই তারা,
শাস্তি কিন্তু শাসন নয়কো
জেনোই সেটা অসৎ ধারা। ৫৪

যে শাসনে তুষ্টি সহ
অনুতাপের জ্বলে আগুন,
আরোগ্য তো তাতেই আসে
কোকিল সহ যেন ফাগুন। ৫৫

শাসনভরা তোষণ দিও
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
বাঁচাবাড়ায় উস্‌কে তুলো
তেমনি রেখো আয়োজন। ৫৬

দেশ উন্নতির ধুয়ো ধরে
দেশের উন্নতি হবে না,
লোক বৈশিষ্ট্যের উন্নতি বিনা
দেশের উন্নতি হয়ই না। ৫৭

দেশের সেবা করবি কি রে!
দেশের উন্নতি অমনি হয়?
ব্যষ্টিগুলোয় সমৃদ্ধ কর্—
তবে তো দেশের হবে জয়। ৫৮

ṭুকরো দলে টুকরো-টুকরো
তোমরা যতই থাকবে হতে,
উৎসারণী সম্বর্দ্ধনায়
দেখবে কা'রো কমই ব'তে। ৫৯

হিংসা যেখানে কঠোর ব্যাপক,
বিদ্রোহ যেখানে হানে আঘাত
শিষ্ট-কঠোর সন্দীপনাই
রুদ্ধ করে সে উৎপাত। ৬০

ব্যষ্টি কিন্তু নয়কো কিছু
সমষ্টিকে দিয়ে বাদ
সমষ্টিও নয়কো কিছু
ব্যষ্টি-সহ রেখে বিবাদ। ৬১

সকল দেশই তোর পরিবেশ
সবাই যে তোর লালক-পালক,
বরবাদ তুই করবি যাকে
আসবে তাতেই দুঃখ শোক। ৬২

সদ্ ইচ্ছা তোমার হাজার থাকুক
শয়তান কিন্তু ছাড়বে না,
শাতন নিরোধ শক্তিই তো রাখে
নিরাপত্তার উর্জ্জনা। ৬৩

পারস্পরিক আদান-প্রদান
পারস্পরিক উৎসারণ,
তাতেই কিন্তু জাতির শক্তি
তাতেই কিন্তু উন্নয়ন। ৬৪

ধর্মঘট মানে ধর্মের স্থাপন
ধ্বংস-ক্ষতির নয় সে কেউ,
নাচিয়ে তোলে, ফাঁপিয়ে তোলে
ধীইয়ে বাঁচা-বাড়ার ঢেউ। ৬৫

ধর্মঘটের ঘোঁট পাকিয়ে
বিনা পোষণে টাকা আদায়।
চর্য্যাহারা স্বার্থলোলুপ
শোষক তারা বাস্তবতায়। ৬৬

আচরণে ধর্ম্ম করা—
না করে যা হয়েছে চুক,
নিষ্ঠাকৃতি নিয়ে গড়াই
ধর্ম্মঘটের আসল তুক্। ৬৭

প্রতি অন্তরে কর্ স্থাপন তোরা
ধর্মঘটের শিষ্ট আসন,
প্রতিজ্ঞা কর্ আচরণে তুই
করবি অসৎ সংশোধন। ৬৮

যে-লোকের যা বিশেষত্ব
চিন্তা-কৃতি-স্বাস্থ্য নিয়ে,
পালন-পোষণ তেমনি কবাই
স-মান তো হয় সেটাই দিয়ে। ৬৯

সাম্যবাদের নীতিই হচ্ছে—
স্বীয় মানের সুব্যবস্থা,
নইলে তো তা নয় সাম্যবাদ,
মনগড়া কোন অবস্থা। ৭০

একের মতন আর একটা হওয়া
সাম্যবাদের কথা নয়
বৈশিষ্ট্যানুগ সত্তা-চাহিদাই
সাম্যবাদের ভূমি রয়। ৭১

সুখে-দুঃখে সমান ভাবে
সত্তায় শুভে নিয়ন্ত্রণ—
বিশেষত্বের অমনি চলায়
সাম্যবাদের আমন্ত্রণ। ৭২

কোনো বাদের ধার ধারিস্ না
জীবন-বাদের সু-ধার ছাড়া,
সুধা কিন্তু ঐখানেতে
হয়ে আছে পাগল পারা। ৭৩

রত্ন-জীবন হারায় যে দেশ
নিথর হয়ে রয় সব জাতি,
ভ্রান্ত জটিল কুটিল পন্থায়
নষ্ট করে জীবন গতি। ৭৪

রাজনৈতিক ভ্রান্তি কিন্তু
আনেই অনেক বিপর্যয়,
অবনতিতেই চলে মানুষ
পায় না স্বস্থ উপচয়। ৭৫

যে দেশ যখন অশক্ত হয়—
অন্য তাদের গুছিয়ে দিয়ে
শক্তি সামর্থ্যে উছল করে
দাঁড়া না প্রীতির দীপ্তি নিয়ে। ৭৬

গ্রামই বল, নগরই বল
প্রদেশ বলবে, যত আর
সবাই সবের সার্থকতা
ও ছাড়া আর স্বার্থ কার। ৭৭

বাংলা দায়ী বাংলার জন্য
বিহার ব্যস্ত বিহার নিয়ে
উড়িষ্যা ব্যস্ত উড়িষ্যায় শুধু—
আসবে শুভ কী পথ দিয়ে। ৭৮

যেমন রূপে যে জাতি জন্মে
তারই ধাঁজে বাড়ে সব,
নিম্ব কি হয় পদ্ম-চাকা?
ধান কখনও হয় কি যব?
ব্যষ্টিপ্রীতি বরবাদ করে
সমষ্টিকে বাসতে ভালো,
প্রকৃতি বিহীন প্রকৃতি নিতে
এমন বিদ্যা কে শিখালো? ৭৯

যে দেশেতে জন্ম হোক না
যেথায় তুমি যাও বা থাকো
সে দেশেরই নিদেশ মেনে
মিত্রভাবে স্বার্থ দেখো। ৮০

যে দেশেই তুমি থাক না কেন
যে বাড়ীতে বসত কর,
প্রিয়র বাড়ী বুঝবে সেটাই
প্রীতির শাসন মুখ্যতর। ৮১

কৃষি, শিল্প, শিক্ষা আর
বৈধী সমীচীন বিবাহ,
এই চারটি প্রধান স্তম্ভ
জীবনের সুষ্ঠু নির্বাহ। ৮২

কূটনীতি যেন সৎ যা তাকে
শুভদীপ্ত করেই তোলে,
শিষ্ট হয়ে স্বস্তি যেন
প্রতিপদেই ওঠে দুলে। ৮৩

আদর্শেতে নাই প্রাণ
আদেশ শুনলেই অপমান
এমন তাদের কোথায় দেশ?
জাহান্নামেই হয় নিঃশেষ।

দেশের সেবায় দ্বেষ খাটে না
প্রীতির পূজায় চাইবি দেশ
ধৃতি প্রীতির কৃতি যত
পুষ্টই হয় দেশ অশেষ। ৮৫

সবাই তোমার দরদী হোক
তুমি দরদী হও সবার।
কাজে কর্ম্মে তা করবে যত
দেশধৃতিও বাড়বে তোমার

সম্প্রদায়ের সঙ্গতি যদি
শিষ্টভাবে চলল না
নেহাৎ জানিস্ সেখানে আর
তেমন ফলটি ফলল না।

আশার ঝলক দেখিয়ে করে
চালবাজী আর কেরদানি,
হুজুগ দিয়ে টুকরো করে
ঠগ্‌বাজীতে ফেলে আনি',
অবোধ অজান যতেক যারা—
বলে 'বুঝমান' চাপড়ে পি
যোগাড় ক'রে এনে সেটায়
স্বার্থসিদ্ধির শকুন দিঠ্,
এরাও ক্ষণিক বড় হয়ে
কষাই-চালী ভয় দেখিয়ে
নেতা-রাজা-মন্ত্রীও হয়
শয়তানেরই চেনা টিট। ৮৮

# অর্থনীতি

সার্থকতায় যা নিয়ে যায়,
সঙ্গতিশীল অনুরাগে
সম্বৃদ্ধিতে নিয়ে চলে—
অর্থনীতি সেথায় জাগে। ১

অর্থনীতি মানেই জানিস্
অর্থ যাতে নিয়ে যায়,
রকম-রঙে তেমনতরই
তেমনি যাতে পাওয়া যায়। ২

অর্থনীতির তুক্ হল তাই
পারিবারিক নন্দনা,
নিখুঁত চলায় চালিয়ে সবায়
কৃষ্টিতে করে রঞ্জনা। ৩

অর্থশাস্ত্র লাগে কোথায়
সার্থকতা আনতে হলে?
সত্তাটাকে স্বস্থ রাখা—
অর্থটা রয় যাহার মূলে। ৪

অর্থ মানেও গতি কিন্তু
সার্থক হয় যা যেখানে,
সার্থক হয়ে যেমন ক'রে
স্থিতিটাকে ঠিক বাখানে। ৫

আসল অর্থই সত্তা তোমার
সত্তার অর্থ তার জীবন,
ধারণ-পালন-সম্বেগ যিনি
পরমার্থ তিনিই হন। ৬

অসৎ-বিভব নয়কো বিভব
পরাভব তার পায়ে পায়ে,
রুদ্ধ করে জীবন-চলা
করে রাখে একঘায়ে। ৭

সৎ অর্থই শুক্র অর্থ
ব্যর্থ প্রায় অন্য সব,
অসৎ প্রাপ্তি কৃষ্ণ অর্থ
নষ্ট করে সব বিভব। ৮

ধনী হওয়ার লোভ কেন তোর
গরীবই বা হবি কেন?
কৃতিকুশল নিষ্পাদনায়
বিভব আসে ঠিকই জেনো। ৯

অর্থনীতি নয় নিয়ন্ত্রক
সত্তা-জীবন বর্দ্ধনার,
জীবনদীপ্ত সত্তাই কিন্তু
অর্থনীতির তন্ত্রধার। ১০

লোক বৈশিষ্ট্যই বিত্ত আনে,
বিত্ত বৈশিষ্ট্য আনল কোথায়?
বৈশিষ্ট্যকে ভেঙ্গে চুরে
কভু কিরে বিভব দাঁড়ায়?'
মানুষই করে ফসল শিল্প
মানুষই আনে টাকা,
পালন-পোষণ না করলে 'তাদের
সবই যে তোর ফাঁকা। ১২

মানুষ আপন টাকা পর,
যত পারিস্ মানুষ ধর। ১৩

অর্থনীতির সার্থকতা
পারিবারিক শ্রম বিভবে
পারস্পরিক সংবেদনায়
অর্থনীতি সার্থক হবে। ১৪

অর্থমোহের প্রীতি কিন্তু
রয়নাকো স্থির কোনকালে,

ভাঙ্গেই সেটা মচ্‌কা ফেরে
উপযুক্ত সুযোগ পেলে। ১৫

লাভ দেখিয়ে করলে কাজ
অর্থ পরায় মাথায় তাজ। ১৬

---

# দর্শন

বিধির বোধ না হলে তোর
কীই বা দর্শন হলো
মনের ধোঁকায় ঘুরে ঘুরে
জীবন হলো কালো। ১

সব যা কিছুর জীবন আছে
থাকে চলে বাড়ে যায়
জীবনীয় উধাও তালে
সব জীবনই অটুট ধায়। ২

জড়ে জীবন মূর্ত জানিস
জীবনে জড় সচল হয়,
জড় ও জীবনের একায়নে
জীবন স্থিতি দীপ্ত রয়। ৩

নাস্তিকতা দাঁড়ায় কোথা—
অস্তি যাহার স্বতঃস্বভাব,
সব কিছুরই ভেতর দিয়ে
বাস্তবতার সেইই ভাব। ৪

নিরাকারের গুণগুলি যা
বিন্যাসেতে বিকাশ হল,
রূপ আয়ত্তে এসে সেটা
মূর্তিতেই তো প্রকাশ পেল। ৫

স্ব-এর অধীন যে ইচ্ছাটি
স্বাধীন ইচ্ছা তারেই কয়,
যেমন পথে চলবে তুমি
পাবেই তাতে যেটা হয়। ৬

সৃজনধারার গতি অশেষ
বলে তো তাই অনন্ত,
প্রকট হয়ে যা থাকে তাই—
স্থির চলন্ত সান্ত। ৭

অবিনাশী আত্মা অমর
ধৃতি চেতন আত্মাই
কৃতী উচ্ছল আত্মাতেই হয়
জীবনদ্যুতি আত্মাই। ৮

একটি অণু ঘিরে ঘোরে
যতগুলি অণুকণা
গঠন, গুণ ও ক্রিয়াতেও হয়
বৈশিষ্ট্যেটি তেমনি পনা। ৯

ভরদুনিয়ার সৃষ্টিধারা
স্থির ও চরের মহামিলন,
সৃষ্ট আবার সৃষ্টি করে
এই ক্রিয়াই তো লীলা দোলন। ১০

স্থিতিশীল যা তাই তো স্থির
স্থাণু বলে তায়,
আবর্তনী সঞ্চলন যার
চর তাকেই তো কয়। ১১

অসৎ চলায় সঙ্কোচ দয়ার
সৎ চলায় তার প্রসারণ
সৎ চলনই রাখে ধরে
জীবন আয়ুর প্রসাধন। ১২

অধিপতি সবার যিনি
তাকেই লোকে বলে ঈশ্বর,
ধারণ-পালন-সম্বেগই তাঁর,
ধৃতি তপে তাঁকেই ধর। ১৩

সব যা কিছুর একই দাঁড়া
বিভেদ শুধু বিন্যাসে
বিন্যাস যেমন বিশেষ ও তেমন
তেমনতরই বিকাশে। ১৪

সাদা চোখে দেখতে গেলে
দেখবে দুনিয়া গরমিছিল,
বোধ বিবেকে দেখলে সেটা
আলাদা হলেও বেজায় মিল। ১৫

আবেগভরা অনুশীলনের
ঔপাদানিক বিন্যাসে,
গুণও ফোটে তেমনতর
যেমনটি রয় সংশ্লেষে। ১৬

সৃষ্টিটাইতো সাম্যবাদী
বৈশিষ্ট্য সমাজ-জাতি নিয়ে
সাম্য রাখে ঠিক সমতায়
সবার জীবন ঝোঁক বাড়িয়ে। ১৭

তার্কিকতা থামা না একটু
মুক্ত চোখে দেখ না চেয়ে
ভর দুনিয়ায় কোন্‌টা কেমন
জীবন স্রোতে যাচ্ছে বয়ে। ১৮

নাস্তিক হয়ে লাভ কিরে তোর?
আস্তিকতা কর না সার,
অস্তিত্বেই উৎকর্ষেতে
অঢেল জীবন কর অধিকার। ১৯

ছিলেন আছেন একই যিনি
বহুর প্রকট যাঁ হতে,
বহু তেমনি সমাহিত
বিশেষভাবে রয়ে তাঁতে। ২০

অশেষ যাদু পরম সত্তার
তাই তো যাদুর ধারেন না ধার,
সীমায় ব্যক্ত হলেও অসীম
আধিপত্য থাকেই তাঁর। ২১

তত্ত্ব মানেই তাহাত্ব যা
আবার বলি বুঝে নিও,
সব যা কিছুর বিহিতভাবে
তত্ত্ব বিদ্যায় সুখী হয়ো। ২২

শিব শক্তি পুরুষ প্রকৃতি
বিশ্বে আছে দুই ধারা
এই দুয়েরই সঙ্গতিতে
ভর দুনিয়ার সব গড়া। ২৩

কোটি জীবনের খুঁটি কিন্তু
অণু-পরমাণু যা,
সংহতিরই সুষ্ঠু টানে
জীবন হয়ে ওঠে তা। ২৪

জ্ঞানদীপনার মুগ্ধ দ্যুতি
দর্শনেরই দ্যুতি আলোক,
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
ওঠেই জেগে সত্তালোক। ২৫

ভেদের ভিতর অভেদ দেখে
অভেদ হতে ভেদ,
এমন মানুষ ঠিক জানিস তুই
মূর্ত মহান বেদ। ২৬

জানা অজানার এপার ওপার
আকার ছাপিয়ে রহে নিরাকার,
দেখেশুনে বুঝে থেকে উপ্‌চিয়ে
হয়ে রয়ে আরো তিনি আরো
আর। ২৭

পুরুষ— যে জন পূরণ করে
প্রকৃতি তার কৃতী গতি
পুরুষ ছাড়া নাই প্রকৃতি
এমনি ঘন তাদের রতি। ২৮

আলিঙ্গন-গ্রহণ যেথায় শিষ্ট
সুষ্ঠু তালে চলৎশীল
লীলাতো রয় সেইখানেতে
উচ্ছলতায় নাচেই দিল। ২৯

# মনোবিজ্ঞান

অরণ্য তোর মন,
বেছেগুছে শব্দ নিয়ে
কর তার শোধন। ১

মানস বীচির যেমন নাচন
জীবনের ঢেউ সেই রকম
উঁচুনীচু ছোটখাট
বিষয়েতে চলে তেমন। ২

মানস আবেগ যেমনতর
গতিও হয় সেই পথে,
অস্খলিত নিষ্ঠা থাকে
কৃতীদীপ্ত মনোরথে। ৩

মানসপটে যেমন রেখা
স্মৃতি কিন্তু তাকেই বলে,
যেমন স্মৃতি চলবে নিয়ে
ভাল বা মন্দ তেমনি ফলে।

স্মৃতির গ্রন্থি যেথায় বেতাল
তেমনি উতাল অদৃষ্ট
ভাল-মন্দ হয় ঐ চলাতেই
সুষ্ঠু হলেই তা শিষ্ট। ৫

যে ভাবেরই ভাবুক হয়ে
যেমনতরই করে যাবে,
সেই রকমে তেমনি চলে
বাস্তবেতে তেমনি পাবে। ৬

দেখ, শোন, কথা বল,
ধর, কর, চলছ যেমন,
নিষ্ঠাসহ ভাবসঙ্গতি
চালায় তোমায় হয়ে তেমন। ৭

মাথায় লেখা স্মৃতির মাঝে
জানা যে বোধ আছে,
তাই মিলিয়ে বিবেক বিচার
বিদিত সবার কাছে। ৮

পাওয়ার নেশায় মানুষ যখন
দেয় না কিছুই নিতেই চায়,
চৌর্য্যবৃত্তি তখনই তার
হামা দিয়ে এগিয়ে ধায়। ৯

ভরদুনিয়ার কিছুই যদি
নিজের দাঁড়ায় জানলি না,
ব্রহ্মজ্ঞান তোর মাথার বিকার
এও কি বেকুব বুঝলি না। ১০

যাতে তোমার জীবন চলে
তারও অধিক চাও যখন
তখনি যেন লোভ রিপুতে
নুইয়ে দেহে তোমার মন। ১১

সেই সাহসই সত্যি সাহস
বোধহারা না হয়,

চলার পথে বাধা যত
অবাধে করে ক্ষয়। ১২

মন্দদর্শী যারা
এক ঝলকে দেখে নেবে
ভালয় মন্দ তারা। ১৩

সংস্কারের তিনটি চোখ
অভ্যাস, ব্যবহার, আরটি রোখ। ১৪

কথায় কাজে মিতালী হলে
তবেই তাকে প্রকৃত বলে। ১৫

যথার্থই তুই লাখ বলিস না
হিত না যদি হয়,
সত্য কথা হবে না সে
সত্য হিতেই রয়। ১৬

এক যোগেতে দোটানা মন
হলেই হবে স্মৃতির ক্ষয়,
একটা হয়তো থাকবে মনে
নয়তো হবে দুটোই লয়। ১৭

বাঁচা-বাড়ার সংরক্ষণী
না জুটিয়ে কার
আত্মপুষ্টি আদায় করাই
চৌর্য্য ব্যবহার। ১৮

সবার পক্ষে সাধ্য যা নয়
সেইটি সাধ্য যতই হবে,
অলৌকিকতা ফুটবে ততই
ভরদুনিয়ায় কীর্তি রবে। ১৯

লুকিয়ে যে কু খুঁজে নেয়
মাছি মানুষ তাকে বলিস
কু হতে যে সু বেছে নেয়
মৌ-মক্ষী তারেই জানিস। ২০

শ্রদ্ধা আনে ভাল থাকা
জ্ঞানের আলোয় সুদর্শিতা,
সন্দেহ দেয় অবিশ্বাস
বিতৃষ্ণা আর কুদর্শিতা। ২১

চাওয়ার চিন্তায় বিভোর রে তুই
করায় মন্দ গতি,
চাওয়া যে তোর খেয়াল শুধু
বুঝলি রে দুর্মতি? ২২

করণ পথে মনন চলে
অনুভূতি তাতেই ফলে। ২৩

রঙ্গিন দৃষ্টি নেইকো যখন
আগ্রহনত মন।
এমন মনই ধরতে পারে
সংস্কার কেমন। ২৪

দীপনহারা চরস্নায়ু
শ্লথ যখন তার গতি,
দীর্ঘসূত্রী তখন মানুষ
কর্মে ঢিলা তার মতি। ২৫

আলোচনী নিবেশ নিয়ে
বিন্যাস কর না মাথায়
যখন যেটার প্রয়োজন
সেটাই যেন স্মৃতি পায়। ২৬

স্বপনটাকেও ছেড়ে দিও না
তথ্য কিছু পাও কি দেখো
তথ্যটাকে নিংড়ে তুমি
তত্ত্বটাকে খুটে রেখো। ২৭

দেহ বিধানের মূল মস্তিষ্ক
সংস্কার যা তাতেই থাকে,
ঐ সংস্কার করে নিয়ন্ত্রণ
বিধানসহ ব্যক্তিটাকে। ২৮

যে অঙ্গের যে বিকৃতি
মনেও তেমনি প্রায়ই
বিকৃতিরই বিপাক চলন
অন্তরেও তা ধায়ই। ২৯

স্নায়ুমন্ডল বিক্ষুব্ধ যার
বিধ্বস্ত সে কমই হয়,
সত্তা সত্ত্ব দুর্বল বলে
বিকৃতি তার পিছুই ধায়। ৩০

সাম্যে স্থিত নিজে থাকিস
হোস না কিন্তু সাম্যহারা
অহং খোঁচায় কে কী করে
দেখেই বুঝবি কার কি ধারা। ৩১

ক্রোধ যেখানে বোধ আনে তোর
শুভ কিন্তু সেইখানে
অনিষ্টকে ইষ্ট করে
কুশল দিকে তাই টানে। ৩২

এখনই যে তুষ্ট হল
রুষ্ট হল পরক্ষণেই
অব্যবস্থ এমন চিত্তের
তুষ্টিও আপদ আনেই। ৩৩

গুণগরিমা নিজের যে সব
গেয়ে বেড়ায় নিশিদিন
এমন দেখলে বুঝে রাখিস
অন্তরে সে বড়ই দীন। ৩৪

হাম বড়াই করার স্বভাব যাদের
আত্মখ্যাতি অহরহ,
বোঝে না তায় অখ্যাতি বাড়ে
হীনতা হয় দুর্বিষহ। ৩৫

উদ্দেশ্য আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে যখন
ভাঁওতা দিয়ে চাহিদা বাগাও,
অন্যকে যতই দোষ না কেন
নিজের দুঃখই নিজে বাড়াও। ৩৬

ভাব মানেই হওয়ার আবেগ
অন্তর বাইরে যার প্রকাশ
গোড়ায় চাহিদা যেমনতর
তেমনতরই তার প্রকাশ। ৩৭

ভাবেই থাকে হওয়ার আবেগ
ভাবই বাক্-এর পথ,
ভাবেই আসে চলন ফেরন
ভাবেই জীবন রথ। ৩৮

যেমনভাবে সায় দিয়ে সে
যেমন কথা কয়,
সেই সায়— এরই ভাবটি তাহার
অন্তস্তলে রয়। ৩৯

প্রায় মানুষই লাগে কাজে
কেউ ভালয় বা মন্দে কেউ
ভাল-মন্দের সুবিন্যাসে
কেউ তোলে প্রীতি সাম্য ঢেউ।

লোকের কথা শুনিস কানে
মনে সেটা খতিয়ে দেখিস
যেদিকে যার ভাবের আবেগ
তারই শ্রেয়ে উসকে ধরিস। ৪

পারম্পর্যে চিন্তা করা
বুঝে নিয়ে তার সকল দিক,
মনের ধর্ম এই তো জানিস
অপ্রকৃতিস্থ ভাবে ধিক্। ৪২

# বিজ্ঞান

বস্তু-জানায় জ্ঞান নিহিত,
বিহিত জ্ঞান-বিজ্ঞান,—
সংবিধানী বিনায়নায়
ক্রিয়াসহ বিদ্যমান। ১

নিষ্পাদনী ছন্দে চলাই
কৃতী সেবার ভজন-গান
বিভূতি যার সঙ্গে ফেরে
উছল ক'রে জ্ঞান-বিজ্ঞান। ২

কোথায় কেমন কৃতি নিয়ে
জীবনস্রোতের স্পন্দনা
কেমন ক'রে ওঠে-নামে,—
তা'ই বিজ্ঞানের বন্দনা। ৩

তীক্ষ্ণ-কঠোর দৃষ্টি নিয়ে
বোধ-বিবেকের সন্দীপনায়
বাস্তবে যা দেখিস্ ও-তুই!
আন্ তাহাকে নিরূপণায়। ৪

খোঁজার আবেগ, খোঁজে চলা,
খোঁজার চক্ষু, খোঁজার ধী—
ধ'রে দেবে অনেক কিছু
এগিয়ে চলায় যা' বিধি। ৫

একটা ক'রে হয়নি সৃষ্টি
সৃষ্টি কিন্তু বহুর পাকে,
ধাতা-মেঘের পালন-রাগে
সৃষ্টি-বৃষ্টি হ'য়েই থাকে। ৬

কত রকমে এক ফল হয়
রকম-বৈশিষ্ট্য কোথায় কেমন,
ধীইয়ে নিয়ে সে-সব বিষয়
পারিস্-করিস্ তা'র নিয়মন। ৭

স্পন্দনই তো সবার আধান
শব্দে বিকাশ স্পন্দই হয়,
বিশেষ স্থলে বিশেষ রকম
বিনায়নে মূর্তি পায়। ৮

স্পন্দারই বিশেষত্ব
যেমন যেথায় থাকে আবেগে,
জীবন-ধারাও তেমনি হ'য়ে
চলতে থাকে দীপন-বেগে। ৯

বস্তুগুলির জীবনস্পন্দন
নিহিত থেকে বস্তুতেই,
বাড়ায়-কমায় তেমনতর
বস্তুগত স্পন্দনেই। ১০

উর্জী সাম্য স্পন্দনাটা
চললে হ'য়ে স্বতঃস্রোতা,
জীবনও হয় তেমনতরই
স্বতঃ-সাম্য খরস্রোতা। ১১

যে শব্দটা যাকে বুঝায়
সেই পদার্থ সেইটা,
পদার্থে আছে গুণ ও ধর্ম
পদার্থ-মর্ম যেইটা। ১২

পদার্থবিদ্যা কী?
সংবেদনী সার্থকতায়
যেথায় স্থিত ধী। ১৩

ধাতু মানেই ধাত কিন্তু
যে-ধাত যাকে ধারণ ক'রে,
ধাতে কিন্তু স্পন্দনা রয়,
নন্দনা দেয় তেমন তারে। ১৪

মাটিতেও তো স্পন্দন আছে,
খনিতেও আছে তেমনি,
যেমন খনি স্পন্দনও তেমনি
বিভব-বৃত্তিও সেমনি। ১৫

জন্ম মানেই জমে ওঠা
উপাদানের সংহতি
সে সংহতি-জীবন-উৎস
ব্যক্ত হ'য়ে হয় ব্যক্তি,
ব্যক্ত যা তার অন্তরালে
থাকেই জীবন-স্পন্দনা,
যে-স্পন্দনা বাড়িয়ে তোলে,
আনেই জীবন-নন্দনা। ১৬

স্পন্দন-বিভার অনুগতি
অঢেলস্রোতা শব্দ-ঢেউ,
স্পন্দনেরই মূর্তি শব্দ
শব্দধারাই প্রাণন ঢেউ। ১৭

স্পন্দন-তরঙ্গ যেমনতর
উপাদানের আকর্ষক,
উপাদান তো তেমন ক'রেই
মূর্তনারই সন্দীপক। ১৮

যেথায় যেমন যে-স্পন্দনে
সত্তাটির হয় অবস্থিতি,
সেই স্পন্দনা আয়ত্ত ক'রে
আন জীবনের সুসংস্থিতি। ১৯

স্পন্দনাটার ভাঁটায়ই হয়
বার্ধক্যেরই আগমন
অমনি ক'রেই ক্রমে-ক্রমে
অস্তিত্বটার বিলোপন। ২০

স্পন্দনাটা যতই কমে
নিথরও ব্যক্তিত্ব তেমন,
অবসাদে অবগাহনে
নিঃশেষ হয়ে যায় সে তখন। ২১

সব যা-কিছুর মূলে স্পন্দন
জীবন-প্রভা যাকে কয়,
স্পন্দনবিহীন অস্তিত্বটা
কোথাও কিন্তু দেখা দায়। ২২

রেতঃ কিন্তু সক্রিয়ই থাকে,
ডিম্বকোষ রয় সুপ্ত,
এ দু'য়ের সঙ্গমে শরীর
জীবনে অভিদীপ্ত। ২৩

ডিম্বকোষে রেতঃধৃতি
যা'র বিভাজনে দেহ ও প্রাণ,
ধ'রে রাখে বিহিত চলায়
বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিষ্ঠান। ২৪

শ্রেয়নিষ্ঠ ভক্তিটি নিয়ে
চললে বিজ্ঞান ঐ পথে,
সব-সমাহারী সঙ্গতি নিয়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠে তাতে;
প্রতিটি ব্যষ্টি-সৃষ্টির সাথে
সঙ্গতিশীল মন্দে-ভালয়,
সংহতি নিয়ে সংযত প্রাণে
দাঁড়া না বিজ্ঞান সেই আলোয়। ২৫

ভরদুনিয়া গ্রহসহ
সবই কিন্তু অণুর গড়া,
তুমি-আমি তেমনিতরই
অণুসহই পড়ছি ধরা। ২৬

সব অণুই কিন্তু নয়কো সমান
গঠন-গুঠন নয়তো এক,
ক্রিয়াও তেমন হয়ই তফাৎ
ধী দিয়ে সব মিলিয়ে দেখ্। ২৭

স্নায়ুগুলি সলিতা কিন্তু
তেলগুলি মেদ— ভরণপালী,
প্রদীপ হ'চ্ছে হাঁড় ও মাংস
যাতে জ্বলে প্রাণদীপালী,

জান আর অঙ্গারাম্ল
রক্তে বহন ক'রে যা,
র দীপ্তি তাতেই রাখে
এনে কত উচ্ছলতা,
তাকে বহন করে
জলে হয় সে সিক্ত,
ত্যপতেজ-মরুদ্ব্যোম তার
জীবন ক'রে দীপ্ত। ২৮

একের স্থিতি অন্যের টানে
অন্যে একের পানে,
এমনি ক'রেই সত্তা সকল
চলছে র'য়ে স্থানে। ২৯

---

# শব্দ বিজ্ঞান

যুত-কোটি শব্দ ভাসে
মহাশূন্যের ঢেউ ধ'রে,
বেছেগুছে পারলে নিতে
সুফল দিয়ে সুষ্ঠু করে। ১

তামার সত্তার একটি অণু
একটি শব্দ-ঝঙ্কার,—
রদুনিয়ার অর্থ আছে,
সাধ, ধর, তুক্ তা'র। ২

শব্দযোগের হ' না যোগী
সঙ্গতি তার দেখ্ না বুঝে,
বিহিত শব্দে হয়ই বিহিত
লাগেও সেটা তেমনি কাজে। ৩

জীবনটাও তোর স্পন্দনা তো
এমনতরই সব কিছু,
স্পন্দনারই নন্দনাতে
নে খুঁজে তুই তার পিছু। ৪

নাচ-গান যা' দেখিস্ শুনিস্
স্পন্দনারই পরিভব,
চলা-বলা, ভাব ও বোধ
স্পন্দনই তো করে সব। ৫

সুরেই কিন্তু ভাবের বিকাশ
সুরই কিন্তু জীবন-ধ্বনি,
মিলন সুরে চল্ গেয়ে তুই,—
প্রাজ্ঞ হোক তোর জীবন খানি।

সুরের সাথেই স্বরের বিভব
সুরই মূর্ত স্বরে,
একনিষ্ঠ অনুরাগে
কৃতিও মূর্তি ধরে। ৭

দীপ্ত সুরে দৃপ্ত গানে
নিয়ে বুকের স্পন্দনা,
ওঠ্ নেচে তুই তাথৈ তালে
ক'রে বিভুর বন্দনা। ৮

ভাব বিতানে সুরের নাচন
সঙ্গতিশীল না হ'লে
গান কি আসে দোদুল দোলায়
মাধুর্য ঢেউয়ে পাল তুলে? ৯

# প্রজ্ঞা

আবৃত্তিটার যেমন চলন,
আসেও তেমনি বোধোন্নয়ন। ১

না খেলে যেমন পেট ভরে না
না করলে কি জ্ঞান বাড়ে?
ভক্তিভরা জ্ঞান না হ'লে
অজ্ঞতা কি কভু সারে? ২

উপাধি কিন্তু বিদ্যা নয়কো
বাস্তব জ্ঞানেই বিদ্যা রয়,
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
জীবন-সহ বিদ্যা বয়। ৩

হাতে-কলমে যেটা ক'রে
অন্তরে ধ'রে রাখো,
তাই দিয়ে হয় জ্ঞানের উদয়—
ভেবে-চিন্তে দেখো। ৪

ভ্রান্ত বিজ্ঞ হওয়ার চাইতে
সহজ মূর্খ অনেক ভালো,
ভ্রান্তিটাকে চারিয়ে দিয়ে
ক'রে নাকো দেশটা কালো। ৫

পারম্পরিক বিচ্ছিন্নতা
আনেই যে-সব বিদ্যাবান,
অধঃপাতে ঢ'লেই পড়ে
দুষ্ট তাদের অভিযান। ৬

অর্থ নিয়ে শব্দ যত
সার্থকতায় ফুটতে থাকে,
বাস্তব ভাব শ্রোতার বোধে
মূর্তিসহ তেমনি জাগে। ৭

লেখাপড়া যা'ই কর না—
গবেষণা, রাজনীতি,
নিষ্ঠা তোমার যেমনতর
তেমনি হবে তা'র গতি। ৮

আলাপ-আলোচনা ক'রলে বহুত
কাজে কিছু ক'রলে না,
না ক'রলে কি প্রজ্ঞা ফোটে
সেটাও বুঝে দেখলে না? ৯

বেদই পড় আর গীতাই পড়
তা'তে কিছুই হবে না,
বুঝে-সুঝে তাকে যদি
না কর বাস্তবে অর্জনা। ১০

জ্ঞানকে যতই সংশ্লেষণ আর
বিশ্লেষণে বিনিয়ে নিবি,
সার্থকতার সঞ্জীবতায়
বিজ্ঞানেরও ফুটবে ছবি। ১১

বিনায়কের যা' আগ্রহ
চিত্তদীপী উছলটান,
ঐ রকমে চললে পরে
সহজে হবি জ্ঞানবান।১২

## ভজন চর্য্যা

শক্তি-বিহীন ভক্তি যা'র
অলস অনুরক্তি তার। ১

ভক্তি যদি না থাকে তোর
শক্তি পাবি কিসে?
ভক্তি-শক্তি এক বাঁধনে
রেখে— রাখ্ না দিশে। ২

শ্রেয়ই যদি চাও—
ভক্তিটাকে সেধে নিয়ে
সবার পানে ধাও। ৩

মুক্তি দিয়ে কী লাভ তোমার?
ভক্তি সেধে নাও,
ভরদুনিয়ার সবার পানে
তাই ছিটিয়ে দাও। ৪

ভজন ছাড়া হয় কি রে জ্ঞান?
ভজন থেকেই ভক্তি আসে,
ভক্তি ছাড়া বাস্তব জ্ঞান
পড়ে নাকি মিথ্যা ফাঁসে? ৫

## অনুভূতি

বাস্তবতার সঙ্গতি নিয়ে
অনুভূতি যে-সব হয়,
সেইগুলিরই নিয়মনায়
ধী ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। ১

স্বার্থলোভে অন্ধ-বধির
মত্ত মোহে থাকলে ঢাকা,
ভগবত্তার স্ফুরণ কভু
দেখতে নারে সে দুর্ভাগা। ২

শিক্ষা-অভ্যাস-শাসন নীতি
যেমনতর যেথায় লাগে,
উচিত মতন মেলে তাহা
করাতেই তো বিভূতি জাগে। ৩

## কর্ম্ম

চাওয়ার মতন করা হ'লে
তবেই জানিস্ পাওয়া ফলে। ১

মানুষই যার স্বার্থ হয়
পাওয়া তার ব্যর্থ নয়। ২

বিবেচনায় ভাল ব'লেই
বুঝলে করবি তৎক্ষণাৎ,
নিরোধ করতে যাস্‌নে তা'য়
করবি ইচ্ছার বাজিমাৎ। ৩

দূরদর্শী চিন্তা নিয়ে
একটুখানি ভেবে দেখে,
কী করতে কী লাগবে তোমার
আগেই দিও সাজিয়ে রেখে। ৪

সবায় বড় করবি যত
ততই বড় হবিই তুই,
বড় হবার একটিই পথ
একটি ছাড়া নাইকো দুই। ৫

ভাল কিংবা মন্দ ব'লে
ভাবিস্ নাকো কা'রে,
কাজে যেমন দেখবি যা'কে
তেমনি নিবি তারে। ৬

জ্যোতিষ ধ'রে করতে যে চায়
বাঁচা-বাড়ার কিস্তিমাৎ
জীবন-চলনা খাবি খেয়ে
হ'য়েই থাকে ধূলিসাৎ। ৭

পয়সা দিয়ে ভাল মানুষ
পেতে যা'রা যায়,
সর্বনাশে পা এগিয়ে
বিপাক-পথে ধায়। ৮

ঝোঁক খুঁজে তুই বের ক'রে নে
কোন্ দিকে তোর নেশা,

দেখে-শুনে সেই পথে চল
সেইটেই তোর পেশা। ৯

পথ হবে তোর পাওয়ার দিকে
পথটি কিন্তু প্রাপ্য নয়,
সেই পথই পথ তোর কাছেতে
প্রাপ্য যাতে সহজ হয়। ১০

মত-মাথাতে একটি হয়ে
দু'টি লোকও ইষ্ট নেশায়
চলে যদি দক্ষ তালে
রুখবে কে তা'য় ভরদুনিয়ায়।

ত্বারিত্যবিহীন দক্ষতা
আনেই কিন্তু ব্যর্থতা। ১২

# ব্যবসায়

ব্যবসাই যদি করতে চাস্
ব্যবহার আগে শেখ্,
মানুষে করিস্ স্বস্তিভরা
রবে না দুঃখের রেখ্। ১

সময়-মতন ভাল জিনিস্
অল্প দরে নিস্ রে কিনে,
প্রয়োজনটি দেখলে চড়া
সুবিধায় দিস্ বাজার চিনে। ২

ব্যবসার প্রিয় চরিত্র কী
শুনবি কি রে তা' ?
ঘোষণ-দক্ষ নিপুণ স্বভাব
সেবায় কুশলতা। ৩

ব্যবসা চাকরি যে যা করুক
ইষ্টকৃষ্টি কুল মর্যাদা—
বলি দিয়ে দক্ষতালে,
হয় যে জানিস ইতরজাদা। ৪

মানুষ সম্পদ না ক'রে তুই
টাকা-স্বার্থী হবি য়ত,
দুঃখ অভাব-দুর্বিপাকে,
ততই রে তুই থাকবি রত। ৫

হাতে মজুত না থাকলে তুমি
বাঁধা ওয়াদা করবে না।
ওয়াদা খেলাপ হলেই কিন্তু
প্রত্যয়ের মান থাকবে না। ৬

কী করতে গিয়ে কার পর
কী লাগে তার হিসাব কর্
এমনি করে কাজে নাম্
তবেই হবে সফলকাম। ৭

প্রয়োজনের সময়টিকে
ধরতেই যে পারবে না,
ব্যবসা করা চুলোয় যাবে
ব্যয়ে আয় তার টিকবে না। ৮

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
লাভ দেখালে পয়সা মেলে। ৯

আসল ভেঙ্গে যে জন খায়
ব্যবসায় সে চুলোয় যায়। ১০

লাভের বেশী করলে খরচ
টিকতে জেনো পারবে না,
দেনায় ব্যবসা ডুবেই যাবে
নিজেরও কিছু রইবে না ১১

কী তদ্বিরে কম খরচে
কত সুন্দর যোগান যায়,
এইটি জানিস্ ব্যবসাতী তুক
ব্যবহারে রাখিস্ তা'য়। ১২

লাভের আধা করবি খরচ
সেইটি জানিস্ সমীচীন,
এ না করে ধরলে ব্যবসা
দিনে-দিনে হবিই ক্ষীণ। ১৩

সুদের লোভে কর্জ্জ দ্যায়
লোভই তারে ঠেঙ্গিয়ে খায়। ১৪

ধার যদি দিস্ এমন দিবি
লাগবে না গায়ে কোন দিন,
ব্যবসা-পথে চললে এমন
হবিই নাকো শক্তিহীন। ১৫

ধার নিয়ে যদি তোর কাছে কেউ
ব্যবসা করে নষ্ট পায়
লেগে-বেঁধে দেখবি রে তুই
পারিস্ যদি বাঁচাস তায়;
এর ফলে তুই দেখবি ধীরে—
প'ড়ে পাওয়া নষ্টটিরে
লাভে আসলে পাবি ফিরে
পালবে তোরে উচ্ছলায়। ১৬

# সেবা

পরের সেবায় দিন কাটালি
ঘরটি ফেলে উপেক্ষায়
সেবাপ্রাণ মোটেই নস্ তুই
ফিরিস্ কামের সমীক্ষায়। ১
চিকিৎসাতে চাস্ যদি তুই
আত্মপ্রসাদ টাকা,
টাকায় নজর না দিয়ে তুই
রোগীর পানে তাকা। ২
ইহলোকে করবি যা' তুই
উন্নতি বা অবনতি,
এর ফলই তো করবে রে স্থির
পরলোকে তোর গতি। ৩
মনের সেবা আগে করিস্
বাহ্য সেবা তার মাথে,
এমনতর করায় জানিস্
শুভ আশিস্ পায় সাথে। ৪
ধুঁকছে রে ঐ ক্ষুধায় কাতর
আতুর-চোখে অবশ পায়ে,
যা' পারিস্ তুই এই বেলা দে
বুভুক্ষুদের পেটের দায়ে। ৫
মনকে সৎ-এ উথ্‌লে তুলে
অভাব পূরণ করলে,
সেই সেবা হয় সত্যি সেবা
কথাটা কি ধরলে? ৬
আপদ বিপদ দেখলে কারো
না ডাকতেই যাস্ সেথায়,

যত পারিস্ তেমনি করিস্
যা'তে বিপদ কেটেই যায়। ৭
পোষণ নেওয়া, পোষণ দেওয়া
বাড়িয়ে তোলা জীবন-স্রোত,
অসৎ-নিরোধ ক'রে চলা—
সত্তা-সেবার চারটি বোধ। ৮
পোষণে হয় রাণী,
শোষণে চাকরাণী। ৯
খাওয়া-দাওয়া চ'লছে ভাল
ঘর-কন্না চলছে বেশ
পরিবেশকে উপ্‌চে তোল
নইলে প্রাপ্তি ক্রমেই শেষ। ১০
নিলি কিন্তু দিলি না,
তা'ইতো কিছু পেলি না। ১১
আকাশে চা'— দেখ্ না পাখী
উড়ছে কেমন দলে দলে,
কেউ তো কা'রেও ছাড়ে নিকো,
কেউ তো কা'কেও যায়নি ভুলে।
১২
ঐ দেখ না ঐ পাহাড়ের
মেঘ-মথিত কঠোর বুক,
কতই কাহার আশ্রয় সে
কতজনের যে দীপ্ত সুখ। ১৩
কল্লোলিনী ঐ ছুটে যায়,
তর-তরিয়ে উধাও ধাওয়ায়,
বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখে
সহায় সবার জীবন-চলায়। ১৪
ঐ যে মাটি বুক বিছিয়ে
প'ড়ে আছে রাত্রদিন,
সুখে-দুখে ধ'রেই আছে—
কত কি'সবল, কত কি ক্ষীণ। ১৫
আপদে যে-জন তোমায় ধরে—
করে নানা উপকার,
তুমিও তাহায় লক্ষ্য রেখে
আপদ্‌কালে ধ'রো তা'র। ১৬

পাওয়ার লোভে সেবা—
তোমার কিন্তু নয় সে কেউ
তুমিই বা তা'র কেবা? ১৭
দিলেই কিন্তু হয় না দান
যদি না হয় উছল প্রাণ।১৮

নজর তাতে দিয়েই রাখিস্,
প্রয়োজনের এমনি সেবায়—
বাণিজ্যেতে পাবি বক্‌শিস্। ১৭
যে-ব্যবসাই করিস্ না তুই
যা'ই ক'রে না পালিস্ জীবন,
মিত্রদ্রোহী অকৃতজ্ঞ
বিশ্বাসঘাতক হ'লেই পতন। ১৮
শ্রমিক সফল প্রস্তুতিতে
ধনিক জোগায় মাল,
সেই শ্রমিকই ধনিক হ'য়ে
শ্রমিককে দেয় তাল। ১৯
প্রস্তুতিরই পূরণ-কায়দা
ধনের আগমনী,
সেই ধন দিয়ে শ্রমিক-সেবাই
লক্ষ্মী দেবীর খনি। ২০
বিবেকভরা লক্ষ্য ছাড়া
ব্যবসায় কভু হয় না।,
আপ্যায়নী চর্যা ছাড়া
লক্ষ্মীকে কেউ বয় না। ২১
ব্যবসাতে লাগে সুব্যবহার
হিসেবী অনুচলন,
ব্যবস্থিতি যতই ভাল
তেমনি তার বলন। ২২
অর্থ না হয় পেলেই অনেক
জোগাড় ক'রে সবার কাছে,
সবাই মিলে না দেখলে করবার
কারবার কি কভু বাঁচে? ২৩
মূলধনে দিলে হাত
ব্যবসা হবেই চিৎপাত। ২৪

দোকান করিস্ দোকানদার।
রাখিস্ নিপুণ সদ্‌-ব্যবহার। ২৫
ব্যবসা ক'রে করে ধার
সার্থকতায় হয় কি পার? ২৬
ব্যবসা করতে গেলেও তুমি
ন্যায্য দাম যা তাই চেও,
সেই দরে যা মেলে ভাল
ক্রেতাকে কিন্তু তাই দিও। ২৭
যেটুক তোমার লাভ নিতে হয়
সেইটুকুই তুমি নিও লাভ,
ঠকিয়ে কিছু নিও না ক্রেতার
ক'রো না চরিত্রের অপলাপ। ২৮
পার তো তুমি ধার ক'রো না,
চর্য্যায় ক'রো আহরণ,
ধারে কিন্তু তীক্ষ্ণচলা
করেই থাকে সংবরণ। ২৯
অবস্থাক্রমে কোনদিন
বাধ্য হলে করতে ধার,
ত্বরিতে সেটা করবি রে শোধ
হবি ব্যর্থ আপদ্ পার। ৩০
কথার খেলাপ করবি নাকো
ধারটা শুধবি ঠিক রকম,
যদি পারিস্ আগেই দিবি
থাকবে ব্যক্তিত্বে অটুট ধরম ৩১
ওয়াদা করবি যেমনতর
ধার শুধিস্ তুই তার আগেই,
এমন চলায় দেখবিরে তুই
এই প্রবৃত্তি থাকবে জেগেই। ৩২

# বিবিধ

আপ্তবাক্য মানেই কিন্তু
ঋষি-মুনির সিদ্ধ বাক্,
গলদবিহীন বাস্তব কথা
পারো পরখ কর তাক্। ১
কৃষি-শিল্প গ্রামের দেখিস্
বুক পেতে রয় কেমন মাঠ,
কৃষির পথে শিল্প জাগে
ধ'রে কোথায় কেমন ঠাট! ২
গ্রাম্য আকাশ, গ্রাম্য বাতাস,
গ্রাম্য বান্ধব বন্ধন,
এতেই জীবন উথ্‌লে ওঠে
হৃদয়ও পায় রঞ্জন। ৩
মনের কথা প্রাণের ব্যথা
বলিস্ কেবল তাঁকে পেলে,—
উপেক্ষা তোমায় করে না যে-জন
যায় না তোমায় ঠেলে ফেলে।
বেদনার দিন যায় না সহজে
সময় যেন বেড়েই যায়,
আনন্দ-উছল যে-দিনগুলি
কোথা সহজেই যেন পালায়।

# জীবনবাদ

জীবনকে যে অবহেলা
ক'রে চলে নিত্যদিন,
রক্ষা তাহার হয় কি কভু?
পাতিত্যেই হয় সে জন লীন। ১
বেঁচে থাকা ভাল থাকা,—
অন্তর-আগ্রহ সবারই রয়,
ঐ ভালরই খতম হওয়া
সকলেরই কিন্তু ভয়। ২
কত কথার হিসাব রাখিস্
বাঁচার হিসাব রাখিস্ না,
বাঁচা বাড়ার বর্ণবোধই
ধর্ম্মাচরণ জানিস্ না? ৩
সব যা কিছুর জীবন-আবেগ
বাঁচা-বাড়া ভাল থাকা,
সংক্ষুব্ধ হয় সত্তা তখন
যখনই নয় ঐটি পাকা। ৪
তৃপ্তিভরা মুখের হাসি
দীপ্তিভরা চক্ষু তোর,
উছলকরা মুখের কথা
শুনে সবাই হোক্ না ভোর

# বিধি

বিধি হলো তা'ই—
যে-আচারে সুস্থ জীবন,
থাকে না বালাই ১
পেতেই যদি চাও
যা হ'তে তুমি চাচ্ছ পেতে
তৃপ্তি ঢেলে দাও ২
যা'কে যেমন মানবে
তা'কে তেমন জানবে। ৩
আস্থা, কৌশল, চাপ,
তিনই বলের মাপ। ৪
ভাবের অভাব যেই হ'লো
অন্টনও সেই এলো। ৫
ভালই কর মন্দই কর
যে বিধিতে চ'লে,
তেমনতর ভাল-মন্দ
সেই চলনে ফলে। ৬
কোষ্ঠী ফলে করলে,
ধর্ম্ম ফলে ধরলে। ৭
মান না দিয়ে মান পেতে চায়
অপমানই তা'র পিছে ধায়। ৮
না ক'রেও যে মজুরী খায়,
চৌর্য্য-দোষে তা'রে পায়। ৯
অপ্রত্যাশায় যেমন দান
দাতাও তেমনি পান প্রতিদান। ১০
চলতি পথে বাধা কিছু
আনেই বিপদ প্রায়ই পিছু। ১১
দেখবি-শুনবি চলবি-ফিরবি
যেখানে যেমন কাজে
কথায় কাজে মিল নাই যার
সেটা কিন্তু বাজে। ১২
সুকৃতিসহ পুণ্য যখন
দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়,
ত্রাসত্রস্ত পায়ই সে দেশ
সঙ্কটে বিলয়। ১৩
ক'রেছ কী, হবেই বা কী
যা ক'রেছ হয়েছ
সুখ-সুবিধা অসুখ-বিসুখ
তেমনতরই পেয়েছ। ১৪
দাবীর তোড়ে জোর-জবরে
করেই বিরোধ সৃষ্টি—
কৃতিচর্য্যী অনুকম্পায়
হয়ই সোহাগ বৃষ্টি। ১৫
কষ্ট দিয়ে কাকেও কিন্তু
হয়না কারও শ্রেয়োলাভ,
কষ্ট দিয়ে কষ্টই পায়
সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে বিলাপ। ১৬
শ্বশুরবাড়ীর ন্যাওটা হয়ে
যে ছেলেরা চলে
দেখতে পাবে অচিরেতেই
অধঃপাতে ঢলে। ১৭
বিপাক আসে কিসে?
যেখানে যেমন চলতে হবে
হারালে তা'র দিশে। ১৮
প্রকৃতির যে অনুশাসন
ছিঁড়েকুড়ে, না মেনে তা',
করবি যেটা তাইতে বিপদ
রবে না তা'য় সার্থকতা। ১৯
দোষ ও ত্রুটির গান গেয়ে তুই
লোকের-হৃদয় ভাঙ্গিস্ না
হাল-হামেশা করলে এমন
অনুকম্পা পাবি না। ২০

বাহাদুরির বহর নিয়ে
থাকলে মেতে নিত্যদিন,
জ্ঞান গবেষণা মুহ্য হবে
ব্যক্তিত্বটাও হবে ক্ষীণ। ২১
শুধু সাহায্যে যতই চলবে
ততই হবে অপটু
পারার শক্তি পয়মাল হবে
জীবনটাও হবে কটু। ২২
আদর ক'রে কেউ যদি দেয়
স্নেহ-সম্ভ্রম-প্রাণে,
তৃপ্তিভরে নিও সেটা
দিও-ও তেমনি টানে। ২৩
তা'ই তো ভাল পেলাম যা' তা'
তাঁর দয়া যা' দিল,
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট
বুঝলি না— দিন গেল। ২৪
ধন্য যিনি, পুণ্য যিনি
দেখলে তাঁকে করবে সেবা,
চললে যে তাঁর নিদেশ মতন
উথ্‌লে ওঠে তাঁরই বিভা। ২৫
ঈশ্বর সবায় ধ'রেই আছেন
ধারণ-পালন-উৎসবে,
জন্ম যেমন তেমনি হ'য়ে
জীবনবৃদ্ধি বৈভবে। ২৬
ঈশ্বরই তো পরম বিধি
বিধি ধরেই সিদ্ধি পায়,
বিধি-বিপরীত করলে কিন্তু
আসেই বিপদ্ পায় পায়। ২৭
অসাবধানী চলন
প্রায়ই জেনো দুঃখ আনে
ক্ষুণ্ণ করে বলন। ২৮
বিজ্ঞের মতন হাতমুখ নেড়ে
অন্যের নিন্দা রটাবে যত,
ব্যক্তিত্ব তোমার সেই তালেতে
অতল তলে ডুববে তত। ২৯
বোধই যাদের খুঁতো—
চলার পথে বেতাল চলায়
খায়ই তা'রা গুঁতো। ৩০
আলো ঢাকা যেথায় যেমন
ছায়াও পড়ে সেথায় তেমন। ৩১
দীপ্তি আলোর যেমন যত
আঁধার দূরে তেমনি তত। ৩২
প্রাপ্যের বেশী পাওয়ার লোভ
বাড়ায় দুঃখ, বাড়ায় ক্ষোভ। ৩৩
ঈশ্বরের ইচ্ছা তেমনি হবে
যেমনি চলবে তুমি,
ফসল তোমার তেমনি হবে
যেমন উর্ব্বর ভূমি। ৩৪
দেওয়ায় বাড়ে দম
নেওয়ায় হয় তা' কম। ৩৬

## অসৎ নিরোধ

অসৎকে তুই জেনে রাখিস্
বুঝে-সুঝে তা'র অনুচলন,
হেলায় নিরোধ ক'রে তা'রে
করিস্ সতের অনুসরণ। ১
অহঙ্কারে ধাক্কা দিয়ে
শুধবে দেওগা বড়ই কঠিন,
প্রীতির নিপুণ নিয়ন্ত্রণে
সহজই হয় তা দিন-দিন। ২
মিষ্টি কথা, তীক্ষ্ণ বোধ
সেই ব্যবহারেই অসৎ রোধ। ৩
দোষগুলো সব আড়াল রেখে
মিষ্টি নিরোধ যত পারিস্
তেমনি করেই চলা-ফেরায়
জুটবে আপদ্ কমই জানিস্। ৪
অসৎ-নিরোধ করবি যেথায়
শক্ত হবি হৃদয় নিয়ে,
মানুষটাকে করিস্ তাজা
অশুভকে তাড়িয়ে দিয়ে। ৫

# সংজ্ঞা

চরিত্র বলে কারে?
নিষ্ঠা-নেশা-প্রত্যয় যা'
চালায় জীবনটারে। ১
রিপু মানেই সেই বৃত্তি যা'
বাঁচা-বাড়ায় হয় বাধা। ২

চিত্তে যাহা গুপ্ত থাকে
চিন্তাতে তা'ব্যক্ত হয়,
গুপ্ত-সুপ্ত ভাব-বিচরণ
পারম্পর্য্যে মনন কয়। ৩

শরীর মনটি যখন যাতে
বিষাদে বেহাল হয়,
অশুচিতা তাকেই বলে
অশৌচ তা'তেই রয়। ৪

স্বভাব, সত্য জীবন যা'তে
বোধে উচ্ছল করে,
মানুষ-প্রাণে সমবেদনায়
উতাল ক'রে ধরে,
সেই তুককেই কলাবিদ্যা
বলেই জানিস ওরে। ৫
বৈশিষ্ট্যে যা' লুকিয়ে থেকে
চরিত্রকে চালিয়ে নেয়,
সেইটেই তো পুরুষ্কার
অর্জ্জনে যা এগিয়ে দেয়। ৬
তাকেই বিধি কয়—
যে-রকমে যে-সময়ে
যা করলে যা' হয়। ৭
সাধু বলি তারে
সুকর্ম্মে যে নাছোড়বান্দা
পিছোয় না যে ভরে।
ধর্ম্ম বলে তায়—
নিজের বাঁচাবাড়ায় যাতে
অন্যে যোগান পায়। ৯
বাঁচাবাড়ার অপলাপ
যাতে করে তাই পাপ। ১০
বাঁচাবাড়ার অহিত আনে

মিথ্যা তারেই কয়,
অহিত ভরা যথার্থবাদ
সেও সত্য নয়। ১১
সত্য তারেই কয়—
যা হতে তোর বাঁচাবাড়ায়
হয়েই থাকে জয়। ১২
মিথ্যাকারে কয়?
বাঁচাবাড়ার উল্টো চলায়
আনেই যাতে ক্ষয়। ১৩
সৎকর্ম তাকেই বলে
ব্যষ্টিসহ সমষ্টিকে,
বাঁচাবাড়ায় পুষ্টক'রে
ন্যায়তঃ নেয় বৃদ্ধি-দিকে। ১৪
ভরদুনিয়ার যতেক জানা
একে সার্থক হয়,
পর্য্যায়ে ওঠে গেঁথে যেথা তা'
বিশ্ববিদ্যালয়। ১৫
শিল্পী কারে কয়?
এমন ছাঁদেই মূর্ত্ত করে—
চিৎ-এ সম্বেদয়। ১৬
গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে
বাখান করায় কয় স্তুতি,
বাগিয়ে নেওয়ার প্রত্যাশাতে
খোসামোদই হয় দূতী। ১৭
স্মৃতির লেখা বোধগুলো তোর
চলার পথে মিলিয়ে নিস্,
তাকেই বলে বিচার করা
বিচারবুদ্ধি তাই জানিস্। ১৮
ভোগের তরেই ত্যাগ প্রয়োজন
অভিষ্টলাভ ভোগ,
ত্যাগের তরে ত্যাগ কবে যে
ত্যাগ তাহারই রোগ। ১৯
নিয়ম যখন শৃঙ্খলতায়
বাঁচা-বাড়ায় উচ্ছলা,
সেইতো ন্যায়— আইনই তাই
নয়তো শয়তান সচ্ছলা ২০
আবেগভরা উদ্যত যা
ঊর্ধ্ব নেশায় চলে,
দক্ষ কুশল সাহসিকতা
বীর্য্য তাকেই বলে। ২১
সব প্রবৃত্তি রত থাকে
ইষ্টকার্য্য লয়ে,
সেই সন্যাসী, সেই তো যোগী
কাল নত যার ভয়ে। ২২
প্রেমীকারে কয় শুনবি ওরে?
শোনরে প্রেমী সেই—
নিজের স্বার্থ উজাড় ক'রে
প্রেষ্ঠস্বার্থী যেই। ২৩
প্রত্যয়েরই প্রেরণাটি
অভ্যাসেতে জ্বলে,
ব্যবহারে উঠলে ফুটে
চরিত্র তায় বলে। ২৪

সার্থকতার নিয়ন্ত্রণে
চলছে অবিরল,
সবকিছুতে লক্ষ্যঋজু
সেই তো সবল। ২৫
লোক বিশেষের বিশেষ পূরণ
সেই স্বাভাবিক সাম্য ধরণ। ২৬
তাহাই জানিস্ ন্যায়—
হিংসা-পাতন বিফল ক'রে
সত্যে নিয়েই যায়। ২৭
যা পেয়ে যার সঙ্গ ক'রে
চর্চ্চা ক'রে যার,
হিত-প্রেরণায় উন্নত হয়
সাহিত্য সেই সার। ২৮
মিত্র জানিস্ সেই—
না ডাকলেও তুই, শত্রুরে তোর
দলন করে যেই। ২৯
আত্মীয় তারে কয়—
স্বার্থতে তোর অটুট দাঁড়ায়

বিপদকালে বয়। ৩০
শত্রু তারেই কয়—
উন্নতিরে হিংসা ক'রে
আনেই পতন ক্ষয়। ৩১
দুকূল-দোলা মনটি থেকে
প্রশ্ন-শূন্য হয় যখন,
বিশ্বাস বলে তাকেই জানিস্
অচ্যুত মন হয় তখন। ৩২
পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফল
চরিত্রে যা ব্যক্ত,
তাকেই জেনো দৈব বলে
যাতে তুমি রক্ত। ৩৩
জানার পাল্লা ছাপিয়ে বয়ে
কৃত-কর্ম্মফল
যেরূপ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে
অদৃষ্ট তা'য় বল। ৩৪
বাঁচা-বাড়ার নিখুঁত জ্ঞান যা'
কুড়িয়ে নিয়ে ঋষি যাঁরা,
সাজিয়ে তাঁরা পথ করেছেন
সহজ যাতে চলার ধারা,
যার পালনে শাসন সেবায়
উন্নতিতে ধায় জনপদ,
তাকেই জানিস্ শাস্ত্র বলে
ভব দুনিয়ায় ঐ সম্পদ। ৩৫
অভীষ্টটি পাওয়ার পথে
কথায়-কাজে বিনিয়ে চলা,
তারেই জানিস্ প্রার্থনা কয়
প্রার্থনা নাম তাইত বলা। ৩৬
গোলাম-বুদ্ধি তাই—
স্বার্থে হুকুম তামিল ছাড়া
প্রাণ-প্রেরণা নাই। ৩৭
ক্ষমতা লভিয়া মানুষ যাহারা
তৃপ্তি-বর্ধনে করে না ত্রাণ,
মরণের দূত জানিস্ তারা
শয়তানপ্রিয় ছোট শয়তান। ৩৮
কু-আচারী চলন যাদের
অসৎ কথা কয়
বাঁচা-বাড়ার উল্টো নীতি
ম্লেচ্ছ তারাই হয়। ৩৯
উৎসহারা বেকুবপারা
অধঃপাতী রীতি
তাকেই জানিস্ অসুর ব'লে
বাঁচা-বাড়ার ভীতি। ৪০
দৈন্যে ভরা ইতর মন
পরের ভালয় কাতর হয়,
পরশ্রীতে সঙ্কোচ আনে
পরশ্রীকাতর তারেই কয় ৪১
বাস্তবতার তথ্য জেনে
ন্যায্য যেটা, উচিত যেটা,
তেমনতরই বুঝে করা—
ছোট্ট কথায় বিচার সেটা। ৪২
আপন তবে কে?
তোমার সুখে হৃদয় পাগল
ডরায় নাকো যে। ৪৩
ভণ্ড তবে কে?
স্বার্থসেবা করে যে-জন
অন্যকে ভাঁড়ায়ে। ৪৪
বিশ্বাস করি কারে?
কথায় কাজে মিল আছে যার
আপদকালে ধরে। ৪৫
সাধু কারে কয়?
নিষ্পাদনে সিদ্ধ যারা
চরিত্রে তন্ময়। ৪৬
ঐতিহ্য তো তাকেই বলে
সংস্কারের সঙ্গতি,
প্রাচীন ধারার যোগে যেথায়
আপদে পাস্ নিষ্কৃতি। ৪৭
সবক তবে কে?

বুঝে-সুঝে কর্ম্ম ক'রে
হৃষ্ট করে যে। ৪৮
লোকনেতা কে?
ধৃতিতপা জীবন-যাজ্ঞিক
লোকপালী যে ৪৯
ভক্তি তবে কী?
উর্জ্জী ভজন উর্জ্জী নিষ্ঠা
উর্জ্জীতপা ধী। ৫০
ভালবাসা তবে কী?
যার ভালতে বসবাস তোর
চর্য্যানিপুণ ধী। ৫১
পছন্দ কর কাক্?
তোমার ছন্দে যার ছন্দ মেলে
রয় কমই যা'য় ফাঁক। ৫২
সুন্দর তবে কী?
দেখলে আদর উথলে ওঠে
শুভতে হয় স্থিতি। ৫৩
রাজনীতি বলে কায়?
পূরণ-পোষণ পরিচর্য্যায়
সংহতি আনে যা'য়। ৫৪
ব্রহ্মচারী কে?
বাঁচা-বাড়ার কৃতিচর্য্যায়
বিজ্ঞ-যোগ্য যে। ৫৫
গৃহস্থ বলি তারে—
গৃহে থেকেও বিহিত চর্য্যায়
লোককে বিজ্ঞ করে। ৫৬
বানপ্রস্থী সেই—
ব্যষ্টিসহ বিস্তৃতির—
সেবাব্রতী যেই। ৫৭
সব প্রবৃত্তি রত থাকে
ইষ্ট কার্য্য লয়ে
সেই সন্ন্যাসী সেই তো যোগী
কাল নত যার ভয়ে। ৫৮
আশ্রম কারে কয়?
হাতে-কলমে কাজ ক'রে যেথা
বিজ্ঞতা লভয়। ৫৯
রাষ্ট্র বলে কায়?
বহুলোকের সুসমাবেশ
সাত্বত নিষ্ঠায়। ৬০
রাজনীতিই সেই নীতি
সত্তায় করে রঞ্জনা,
উস্‌কে তোলে কৃষ্টি-জীবন,
পোষণ-পূরণ-বন্দনা। ৬১
সমাজ বলে কায়?
সত্তাপোষী চলায় যা'রা
হাত মিলিয়ে ধায়। ৬২
কিসে কেমন কী মেলালে
সৃষ্টি হ'ল কি—
কোন্ ব্যাপারে কেমন সুফল
তা' জানাই তো ধী। ৬৩
জ্ঞানী তবে কে?
সব যা' কিছু দেখে-বুঝে
সত্তা পোষে যে। ৬৪
অনুশীলন কিন্তু তাকেই বলে—
খুঁটিনাটি সবটা নিয়ে
বোধ-আয়ত্তে এনে তাকে
আয়ত্ত করা শ্রদ্ধা দিয়ে। ৬৫
সৎসঙ্গ তাকেই বলে
নিষ্ঠা যাতে উতল চলে,
আনুগত্য কৃতি বাড়ে
তেমনতরই শিষ্ট তালে;
যে-সঙ্গে এর ব্যতিক্রম আনে
অসৎসঙ্গ জানিস্ তায়,
সত্তাকে তা করে না স্ফূরণ
অশিষ্ট যা তাতেই ধায়। ৬৬
ধুরন্ধর জেনো সে—
যত পাকই খাক্ না কেন
ধুরো ছাড়ে না যে। ৬৭
ব্রহ্ম কিন্তু বৃদ্ধি আনেন
বিস্তারেতে ব্যাপ্ত হ'ন

সব যা কিছুর ভিতরে তিনি
এই দীপনায় দীপ্ত রন। ৬৮
শ্রেয় জনার অভিজ্ঞ-বাদ
আশীর্ব্বাদই তায় জানিস্
যে-নিয়মে চললে পরে
কৃতার্থ হয়, ঠিক বুঝিস্। ৬৯
কেমন ক'রে বেঁচে থাকি
বাড়ার কী নিদান,
সঙ্গতিতে যে তা জানে
সেই তো বিদ্যাবান্। ৭০
যে অবস্থায় যেমনতর
হাতে-কলমে বুঝে ক'রে,
সিদ্ধকাম হয় যে-জনা
'অভিজ্ঞ' তারেই নিস্ ধ'রে। ৭১
বাঁচাবাড়ায় সাহায্য করে
দু'টো খাওয়া দিয়ে,
আনন্দবাজার নাম হলো তাই
চর্যা-পোষণ নিয়ে। ৭২
শান্তি মানে নিথর হ'য়ে
অবশ-অলস নয়কো হওয়া,
সুধী-বীক্ষণে সুচর্য্যাতে
সুনিষ্পাদন ক'রে যাওয়া। ৭৩
মন্দ কিন্তু তা—
জীবন-আবেগে বিক্ষেপ আনে
নিথর করে যা। ৭৪
অস্তিত্বটার জীবন-তানটি
কমে-বেড়ে চলতে থাকে,
সমীচীন সাম্যে যা রাখে তায়
ঔষধই তো বলে তাকে। ৭৫
বোধ-বাস্তবে কল্পনায় যার
বিশেষ বিকাশ হয়ে ওঠে,
সার্থকতা দেখায় কিন্তু
অর্থ তাকেই ব'লে থাকে। ৭৬
সুখ-অর্জনা স্বতঃ যেথায়
নিটোল চলে জীবন স্রোত,

স্বর্গ কিন্তু তাকেই বলে
সেথায় স্বতঃ সলীল বোধ। ৭৭
রসায়ন কারে কয়?
কী জিনিসের কেমন যোগে
কেমনতর হয়। ৭৮
ঔষধ বলে কাঁয়?
রোগক্লিষ্ট বিধানটাকে
সুস্থ করে যা'য়। ৭৯
বিধান মানে তাই কিন্তু
বিহিত যা ধারণ করে,
যার ফলেতে অস্তি-বৃদ্ধি
শিষ্ট-সচল ক'রে ধরে। ৮০
বিশিষ্টভাবে 'সু'-এর ধৃতি
যেমন ক'রে ক'রতে হয়,
তাতেই কিন্তু সু-বি-ধা আনে,
অন্যথায় কি সেটা হয়? ৮১
'সু'-এর ধৃতির ব্যতিক্রম যা'
নিয়ে আসে সত্তা-স্বার্থে,
অ-সু-বি-ধা তাকেই বলে
নিয়োগ করে শুধু ব্যর্থতাতে। ৮২
যেমনতর যার প্রয়োজন
যখন যে-জন যেমন থাকে
তদ্অনুগ তেমনি করাই
সাম্যবাদ তো বলেই তাকে। ৮৩
মগজ যাতে রক্ষা করে—
বলে লোকে কপাল তায়,
দেখাশোনা, বোধ ও ভাব
মগজে যে মজুত রয়। ৮৪
উচিত কথা তাকেই বলে
সাত্বত মিলন যাতেই হয়,
সে-ঔচিত্য করেই কিন্তু
মিলন সহ শান্তিময়। ৮৫
বড় লোক তো সেই—
বোধে-কাজে-ব্যবহারে
আপূরণী যেই। ৮৬

বিহিতভাবে অস্তিত্বকে
সব দিক দিয়ে করে ধারণ—
তারেই জেনো বিধি ব'লে
যাঁতে স্বস্তি রয় স্থাপন। ৮৭

কিছু করতে গেলে যা-সব লাগে
ঐগুলিই তার উপকরণ,
উপাদানই বলবে তাকে
স্ব-অবস্থায় সে-সব যখন। ৮৮

নিষ্ঠা বলে তায়—
লাখ সংঘাত অত্যাচারেও
বিশ্লিষ্ট না হয়। ৮৯

চালচলন আর কথাবার্তা
যেখানে যেমন করতে হয়—
তৃপ্তি পেয়ে নাচে হৃদয়,
সুষ্ঠু ব্যাভার তাকেই কয়, ৯০

ন্যায় মানে কিন্তু ঠিক বুঝ তুমি—
যে যুক্তি শুভেই বয়,
নিয়ে যাওয়ার তুকতাক জানে—
জানলে লোকে ন্যায়বিদ হয়। ৯১

প্রতিটি কথায় প্রতি চাউনিতে
প্রতি পদক্ষেপে— ব্যবহারে
ফোটে যদি তোর জীবনদীপ্তি—
সুষ্ঠু অভিনয় বলেই তারে। ৯২

উদ্বেগ যাতে রয়—
সেই উদ্বেগ যে নিরসনে
স্বজন সেই তো হয়। ৯৩

ইষ্ট জানিস্ সেই—
হৃদয়ভরা দীপ্তধৃতি
যে-জন স্বভাবেই। ৯৪

তীর্থকারে কয়,—
ত্রাণবোধনা যে-অন্তরে
উৎসারিত রয়। ৯৫

প্রীতিই বলে তা'য়—
অনুচর্যী আপ্যায়নী
সেবাকৃতি যা'য়। ৯৬

ধরে রাখে সত্তাটাকে
সেই তো আসল ধর্ম,
শিষ্টচলন, শিষ্ট জীবন—
তা'ই ধর্মের কর্ম। ৯৭

যেমন কইলে সুফল আনে
সফল চাহিদাটি
মন-মুখ এক তাকেই বলে
জানিস এটা খাঁটি। ৯৮

যে আচারে বাঁচে-বাড়ে
উন্নতি অবাধ,
তাকেই সদাচার বলে
তাই জীবনে সাধ্। ৯৯

আকুল- প্রাণে ব্যাকুল হয়ে
ইষ্টপ্রদীপ যিনি,
জীবন-পথে উছল চলেন—
সিদ্ধ সেবক তিনি। ১০০

পারিপার্শ্বিক পরিচর্যায়—
সুষ্ঠু শিষ্ট নিয়ন্ত্রণে
ভরণ-পূরণ-উচ্ছলতায়
জাগিয়ে সম্বেগ তাদের প্রাণে
দুঃখ-আঘাত-অবসাদে
রক্ষা ক'রে থাকেন যিনি—
বহুদর্শী সেই সুধী হন,
রাজপার্ষদ মন্ত্রী তিনি। ১০১

জলদদীপী মরণব্যথা
যে-জন যেমন ব'য়ে চলে,
তেমনতরই ব্যথা যাদের
প্রাণে বোধে স্বতঃই জ্বলে,
পরের ব্যথায় বুঝে অমন
চর্য্যাদীপ্ত ক'রে তোলে—
লোকবান্ধব তারাই কিন্তু
সদ্দীপনা যায় না ভুলে। ১০২